পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 224 Sunday, 14 July, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২২৪ সংখ্যা ❋ ২৯ আষাঢ়, ১৪৩১, রবিবার, ১৪ জুলাই, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

কাউন্সিলরদের কড়া বার্তা মদনের

দুরন্ত বার্তা, কলকতা, ১৩ জুলাই ঃ আড়িয়াদহ কাণ্ডে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। এরই মাঝে কাউন্সিলরদের কড়া বার্তা মদন মিত্রের। বললেন, কামারহাটির মুখে চুনকালি পড়ে গিয়েছে। যারা নিজেদের মতো চলছেন, ঘুমিয়ে পড়ুন। পাশাপাশি কামারহাটি এলাকায় গুন্ডাদের দাপট বন্ধ করতে নিজে পুলিশের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন মদন মিত্র। সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল একটি নারকীয় অত্যাচারের ভিডিও। যার সূত্র ধরে উঠে এসেছে আড়িয়াদহের ত্রাস জয়ন্ত সিংয়ের নাম। তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। তার পর থেকে একে একে প্রকাশ্যে এসেছে একাধিক ভিডিও। যার

ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বেশ কয়েকজনকে। আড়িয়াদহজুড়ে জয়ন্ত বাহিনীর অত্যাচারের কাহিনীও উঠে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে শনিবার ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা থেকে দলের কাউন্সিলরদের কড়া বার্তা দিলেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। এদিন তিনি বলেন, যে কাউন্সিলরেরা দলের কথা শুনছেন না, নিজেদের মতো চলছেন, তাঁদের বলছি, ঘুমিয়ে পড়ুন। এক বছর পর আপনাদের ঘুমিয়ে পড়তে হবে। এখানেই থামেননি মদন। তিনি আরও বলেন, একটা ঘটনার জন্য পশ্চিমবঙ্গে কামারহাটির নামে চুনকালি পড়ে গিয়েছে। তাই কান খুলে শুনে রাখুন, ২০২৬ সালে যাঁরা দিদিকে বলে কাউন্সিলর হবেন বলে ভাবছেন, তার আগে এখান থেকে তাঁদের নাম কাঁচি দিয়ে কেটে দেওয়া হবে। কামারহাটির পরিবেশ সুস্থ করতে নিজে পুলিশের কাছে যাবেন বলে দাবি করেছেন মদন মিত্র। প্রসঙ্গত, এই ভিডিও কাণ্ডে সম্প্রতি রাজ্যের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়েছে।

মমতার বার্তা

মানিকতলা আমাদের ছিল, আমাদেরই আছে

মুম্বাই, ১৩ জুলাই ঃ লোকসভা নির্বাচনের পর বিধানসভা উপনির্বাচন। সবেতেই ঘাসফুল ঝড়! উপনির্বাচনে চার ৪ তৃণমূলের। শনিবার ফলপ্রকাশের পরই মুম্বই থেকে কলকাতায় ফিরেছেন দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর দমদম বিমানবন্দরে নেমেই ফলাফল নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া জানালেন তিনি। জয়ের উচ্ছ্বাস পরিমিত রেখেই সংক্ষেপে বললেন, এই জয় মা-মাটি-মানুষের জয়। জয় রাজ্যবাসীকে উৎসর্গ করলাম। চারটের চারটেতেই আমরা জিতেছি। তবে এই ফলাফলের আলাদা রাজনৈতিক গুরুত্বের কথাও বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষত চারটির মধ্যে তিনটি আসনই বিজেপির হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। কোথায় কে কোন ফ্যাক্টরে জিতলেন, তা ব্যাখ্যা করেন দলনেত্রী। মুম্বইতে আম্বানিপুত্রের রাজকীয় বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সেখানে গিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বিকেল চারটের একটু পর তিনি কলকাতায় ফিরেছেন। বিমানবন্দরে দাঁড়িয়েই উপনির্বাচনের ফলাফলের জন্য দলের জয়ী প্রার্থীদের শুভেচ্ছা জানালেন। বললেন, যে আসন অর্থাৎ মানিকতলা আমাদের ছিল, আমাদেরই আছে। কিন্তু বাকি তিনটি আসনে গত বিধানসভা আর লোকসভা দুটোতেই বিজেপি জিতেছিল। সেই আসনগুলোও আমরা জিতেছি। অনেক চক্রান্ত হয়েছিল। এক দিকে এজেন্সি, এক দিকে বিজেপি। মানুষই সব রুখে দিচ্ছেন। উপনির্বাচনে চার বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ের কৃতিত্ব শনিবার এভাবেই মানুষকে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বিকেলেই মুম্বই থেকে শহরে ফিরলেন তিনি। কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে মমতা এ কথা বলেন। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, সামাজিক দায়বদ্ধতা বেড়ে গেল। আমাদের আরও বেশি করে মানুষের পাশে থাকতে হবে। এই জয় আগামী ২১ জুলাই 'শহিদদের' উৎসর্গ করা হবে বলে জানান তিনি। উপনির্বাচনের ফল বলছে মানিকতলা কেন্দ্রটি ধরে রাখার পাশাপাশি বিজেপির হাত থেকে রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ এবং বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রটি ছিনিয়ে নিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই তিন বিধানসভা কেন্দ্রে জিতেছিল বিজেপি। সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনেও ওই তিন কেন্দ্রে এগিয়ে ছিলেন বিজেপি প্রার্থীরা। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে লোকসভা ভোট মেটার দেড় মাসের মধ্যে রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ এবং বাগদায় জোড়াফুল ফোটাল রাজ্যের শাসকদল।

মানিকতলা জিতিয়ে 'চাণক্য' সেই কুণালই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ ১ মে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ২ মে সাংবাদিক সম্মেলন করার সময় অঝোর ধারায় কেঁদে ফেলেছিলেন। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। সেই কুণালের নেতৃত্বেই মানিকতলায় ঘাসফুল ফুটল। বিরাট ব্যবধানে সেখান থেকে জিতলেন তৃণমূল প্রার্থী সুপ্তি পাণ্ডে। উল্লেখ্য, মানিকতলা উপনির্বাচনের দায়িত্ব দলের বিশ্বস্ত নেতা কুণাল ঘোষের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে এই কেন্দ্রের আহ্বায়ক করা হয়। দায়িত্ব পেয়েই ভোটের প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েন কুণাল। দিনরাত এক করে রোদ-ঝড়-জল মাথায় করে প্রচারে ঝড় তোলেন কুণাল। অবশেষে মানিকতলায় জয় এল। মানিকতলা বিধানসভার কাউন্টিং সেন্টার ছিল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিটি রোড ক্যাম্পাসে। এদিন গণনট শেষ হতেই সেখানে যান কুণাল। সংবাদ মাধ্যমকে তিনি বলেন, কল্যাণ চৌবে যত ভোটে হারবেন, ততগুলি রসগোল্লা ওঁর বাড়িতে পাঠাব। বাম জমানার থেকে ভালো আছেন বাংলার মানুষ। বিজেপির প্রতি তাঁদের আস্থা নেই। ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করছে। তাই মানুষের আস্থা রয়েছে। একুশের নির্বাচনে মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হন সাধন পাণ্ডে। ২০ হাজার ২৩৮ ভোটে বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবেকে হারান তিনি। ২০২২-র ফেব্রুয়ারিতে মৃত্যু হয় সাধন পাণ্ডের। তারপর থেকে এই কেন্দ্রটি বিধায়কছিল না। নিয়ম অনুযায়ী ৬ মাসের মধ্যে উপনির্বাচনের বিধান থাকলেও, মানিকতলা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে তা হয়নি। গণনায় কারচুপির অভিযোগে ফলাফল বাতিলের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন পরাজিত বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবে। সেই মামলার সম্প্রতি নিষ্পত্তি ঘটেছে। আদালত উপনির্বাচনের নির্দেশ দেয়। তারপরই উপনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কমিশন। এই কেন্দ্রে তৃণমূল টিকিট দিয়েছিল সুপ্তি পাণ্ডেকে। আর বিজেপি কল্যাণ চৌবেকেই প্রার্থী করেছিল।

মতুয়াগড়ে জয়ী ঠাকুরবাড়ির মধুপর্ণা

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ, ১৩ জুলাই ঃ প্রথমবার নির্বাচনের মাঠে নেমেই জিত। ছক্কা হাঁকালেন ঠাকুরবাড়ির সদস্য তথা মমতাবালা ঠাকুরের কন্যা মধুপর্ণা। রাজ্য বিধানসভার কনিষ্ঠতম বিধায়ক হতে চলেছেন সদ্য জয়ী এই প্রার্থী। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা, লোকে একে বলে মতুয়াগড়। গত বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপির প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। পরবর্তীতে তিনি তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় এই উপনির্বাচন। গত বিধানসভাই শুধু নয়, শেষ লোকসভা নির্বাচনেও বাগদায় এগিয়ে ছিল বিজেপি।

ব্যবধান ছিল ২০ হাজারের বেশি ভোট। তাই পিছিয়ে পড়া এই আসন নিজেদের দখলে নেওয়াটাই চ্যালেঞ্জ ছিল শাসকদলের কাছে। সেই কারণেই প্রার্থী নির্বাচনে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। বেছে নেওয়া হয় ঠাকুর পরিবারের সদস্য তথা রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের মেয়ে মধুপর্ণাকে। রাজনীতিতে একেবারে নতুন মধুপর্ণা। ময়দানে নেমেই পিছনে ফেলেদিল বিজেপিকে। এদিন গণনার শুরু থেকেই বাগদায় এগিয়ে ছিল তৃণমূল। ষষ্ঠ রাউন্ড শেষে ব্যবধান দাঁড়ায় ১৪ হাজারের বেশি। পরবর্তীতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে ব্যবধান। অবশেষে ৩৩ হাজার ভোটে বিজেপি প্রার্থী বিনয়কুমার বিশ্বাসকে হারিয়ে জয়ী মধুপর্ণা। জয়ী ঘোষণা হতেই সবুজ আবিরে মেতেছেন নেতাকর্মীরা। এলাকার মানুষেরা ভরসা করেছেন, এতেই খুশি সদ্য জয়ী মধুপর্ণা।

বাংলায় অস্তাচলে মোদী ম্যাজিক!

উপনির্বাচনে শাসক দলের চারে চার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ উপনির্বাচনে বিপুল ভোটে হেরে ফের ভরাডুবি হল বিজেপির। বাংলা সহ দেশের সাতটি রাজ্যে ক্লিন সুইপ 'ইন্ডিয়া'র। এবার রাজ্যের চারটি কেন্দ্রে বিধানসভা উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারমধ্যে চারটি আসনেই বিপুল মার্জিনে জয় ছিনিয়ে নিল শাসক দল তৃণমূল। বাগদা, রানাঘাট, রায়গঞ্জ ও মানিকতলা এই চারটি কেন্দ্রেই বিরাট মার্জিনে জয় ছিনিয়ে নিল শাসক দল। মানিকতলা বিধানসভার উপনির্বাচনে ৬২ হাজারের বেশি ভোটে জিতেছে তৃণমূল। প্রয়াত সাধন পাণ্ডের স্ত্রী সুপ্তি পাণ্ডে ওই কেন্দ্রের বিধায়ক হতে চলেছেন। শনিবারের ফলাফলে তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান ৬২,৩১২। লোকসভা নির্বাচনে মানিকতলা কেন্দ্রে সাড়ে তিন হাজারের কিছু বেশি ভোটে বিজেপির থেকে এগিয়ে ছিল তৃণমূল। মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই সেই ব্যবধান বাড়িয়ে ৬২ হাজারের উপরে নিয়ে গেল রাজ্যের শাসক দল। মানিকতলায় তৃণমূলের জয় প্রত্যাশিতই ছিল। কারণ যে চার কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়েছিল, তার মধ্যেই এই মানিকতলাই একমাত্র তৃণমূলের দখলে ছিল। বিজেপির হাতে থাকা বাগদা, রানাঘাট দক্ষিণ এবং রায়গঞ্জেও জয় পেয়েছে তৃণমূল। ২০২১ সালে এই মানিকতলা কেন্দ্র থেকেই ২০ হাজারের কিছু বেশি ভোটে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূলের সাধন পাণ্ডে। ভোটের ফলকে চ্যালেঞ্জ করে

হাইকোর্টে মামলা করেন পরাজিত প্রার্থী বিজেপির কল্যাণ চৌবে। ভোটে জেতার পরে সাধন পাণ্ডের মৃত্যু হলেও কল্যাণ চৌবের দায়ের করা সেই মামলা দীর্ঘদিন চলতে থাকায় মানিকতলায় এতদিন উপনির্বাচন হয়নি। এদিন মানিকতলায় ১১ রাউন্ড গণনার শেষে প্রায় ৩৮ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে ছিল তৃণমূল। এর পর দ্রুত বাড়তে থাকে ব্যবধান। মানিকতলায় জয় নিশ্চিত হতেই বিজেপিকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, ''কল্যাণ চৌবে যত ভোটে হারবেন, মানিকতলার তৃণমূল প্রার্থী সুপ্তি পান্ডে ও রানাঘাটের মুকুটমনি অধিকারী। অন্যদিকে বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা 'দলবদলু' প্রার্থী কৃষ্ণকল্যানীও বিপুল মার্জিনে জিতেছেন। লোকসভা ভোটের ভরাডুবির পর এই উপনির্বাচনকে টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে দেখেছিল রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্ব। শুভেন্দু অধিকারীর ওপর ভরসা করেই ফের লড়াইয়ের ময়দানে নামে গেরুয়া শিবির। কিন্তু এবারও জয়ের মুখ দেখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ তাঁরা। অন্যদিকে, বাগদাতে মধুপর্ণা ঠাকুরের জয় মতুয়া ভোটব্যাঙ্কে ফাটল ধরাতে সফল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অন্যদিকে, গোটা দেশের ১৩ টি আসনের মধ্যে ১২ টিতেই এনডিএকে পরাস্ত করে এগিয়ে গিয়েছে কংগ্রেস সহ 'ইন্ডিয়া' জোট। জেলে থেকেও পঞ্জাব উপনির্বাচনে বাজিমাত করলেন কেজরিওয়াল। পঞ্জাবের জলন্ধরে পশ্চিমে বিজেপির শীতল অঙ্গুর রিঙ্কুকে হারিয়ে জয়ী হলেন আম আদমি পার্টির প্রার্থী মহিন্দর ভগত। ব্যবধান প্রায় সাড়ে ৩৭ হাজার ভোটের। ২০২২ সালে জয়ী আপ প্রার্থী রিঙ্কুর বিজেপিতে যোগদানের ফলে উপনির্বাচন হয়েছিল বুধবার। এবার ভোটে রিঙ্কু লড়ছিলেন বিজেপির টিকিটে। হিমাচল প্রদেশের বিপুল ভোটে এগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিংহ সুখুর স্ত্রী কমলেশ ঠাকুর। দেহরা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হোশিয়ার সিংহের তুলনায় সাত হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে রয়েছেন তিনি। দেহরা, হামিরপুরের মতো কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীরা বিজেপিতে যোগদান করায় এই আসনগুলিতে উপনির্বাচন হয়। বিহারের রুপৌলীর জেডিইউ বিধায়ক বিমা দেবী আরজেডিতে যোগ দেওয়ায় এবং মধ্যপ্রদেশের অমরওয়াড়ার কংগ্রেস বিধায়ক কমলেশ প্রতাপ শাহ বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় সেখানে আবার ভোট হয়। তবে বিহারে এগিয়ে রয়েছে এনডিএ জোটসঙ্গী জেডিইউ। বিহারের রুপৌলি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন আরজেডি প্রার্থী তথা প্রাক্তন বিধায়ক বীমা ভারতী। দক্ষিণী রাজ্যে তামিলনাড়ুর একটি কেন্দ্র বিক্রমবন্ডিতেও জিতেছে স্ট্যালিনের ডিএমকে। রাজ্যে তৃণমূলের চারটি আসন ধরে গোটা দেশে মোট ১৩ টির আসনের মধ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএর ঝুলিতে মাত্র দুটি আসন। ততগুলি রসগোল্লা ওঁর বাড়িতে পাঠাব। বাম জমানার থেকে ভাল আছেন বাংলার মানুষ। বিজেপির প্রতি তাঁদের আস্থা নেই। ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করছে। তাই মানুষের আস্থা রয়েছে।''

উপনির্বাচনেও ভরাডুবি, জিরো পেয়ে সাংগঠনিক ব্যর্থতা স্বীকার বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে হার হয়েছে, বলা যায়, তারা লক্ষ্যমাত্রা থেকে বহু দূরে থমকে গিয়েছিল। বিয়াল্লিশে মাত্র ১২ পেয়ে থামতে হয়েছিল বিজেপিকে। এবার রাজ্যের বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। শনিবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে শমীক ভট্টাচার্যর স্পষ্ট বক্তব্য, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে ভোটে লড়াই করার মতো সংগঠন

চার বিধানসভা উপনির্বাচনেও গেরুয়া ঝড় নেই বললেই হয়। তবে তাদের অভিযোগের ঝড় উঠছে। বলা যেতেই পারে শিবির ব্যর্থতার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। চারের মধ্যে তাদের প্রাপ্তি একেবারেই জিরো। এমনকী জেতা আসনও তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন ঘাসফুল শিবির। মানিকতলা, বাগদা, রানাঘাট দক্ষিণ, রায়গঞ্জ- চার কেন্দ্রেই তৃণমূল প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। শনিবার এই ফলাফল প্রকাশের পরই অবশ্য সাংবাদিক বৈঠক করে নিজেদের সাংগঠনিক ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নিলেন বিজেপির নেই। এটা অস্বীকার করতে আমাদের লজ্জা নেই। আমরা পারিনি সে ধরনের সংগঠন তৈরি করতে-এটা আমাদের ব্যর্থতা। তবে ভোট লুট নিয়ে তৃণমূলের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলতে ছাড়লেন না তিনি। বাগদা ও রানাঘাট দক্ষিণে মানুষকে জোর করে, ভয় দেখিয়ে শাসকের পক্ষে ভোট দেওয়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। চার আসনের মধ্যে একমাত্র মানিকতলা ছাড়া বাকি তিনটিই ছিল বিজেপির দখলে। সেসব আসন থেকে গড়ে ৪০ থেকে ৫০ হাজার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে পদ্মফুল। রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ, বাগদা-সর্বত্র সবুজঝড়। কিন্তু একুশের বিধানসভা নির্বাচনে এখানকার ফলাফল মাত্র তিন বছরে এতটা বদলে গেল কেন? কেন জেতা আসনেও হারের গ্লানি সহ্য করতে হল বিজেপিকে? তার অন্যতম কারণ যে প্রার্থী বাছাই, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। একমাত্র মানিকতলায় কল্যাণ চৌবে ছাড়া তিন আসনের বিজেপি প্রার্থীরা বিশেষ পরিচিত নয়। বাগদার প্রার্থী বিনয়কুমার বিশ্বাসকে নিয়ে দলের অন্দরেই অসন্তোষ ছিল। অন্যদিকে, বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যাওয়া রায়গঞ্জের কৃষ্ণ কল্যাণী বা রানাঘাট দক্ষিণের মুকুটমণি অধিকারীরা জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন। বাগদা, রানাঘাট দক্ষিণের হার নিয়ে শমীক ভট্টাচার্যর বক্তব্য, আজকের সময় ভোটের সংগঠন বলতে যেটা বোঝায় সেটা আমরা তৈরি করতে পারিনি। বোমা-পিস্তলের পাল্টা তো বোমা, লাঠিতে হয় না। তবে এগুলোকে প্রতিহত করার জন্য যে ধরনের সংগঠন দরকার সেটা আমরা তৈরি করতে পারিনি। যেভাবে সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে ভোট হয়েছে বা ভোট হয় এই রাজ্যে, সেটা বুঝতে হবে। এধরনের ফল দলগতভাবে আমাদের প্রত্যাশিত ছিল। কেন এই দুই জায়গায় ব্যবধান এত কমল, তা দলীয় স্তরে খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য।

৪০ দিনে আমূল বদলে গেল পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চালচিত্র

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদক ঃ লোকসভা ভোটের আগে তো বটেই, গত ৪ জুন ভোটের ফলপ্রকাশের ঠিক আগেও অনেকটাই আতঙ্কে ছিল পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল। আর ততটাই আশান্বিত ছিল বিজেপি। কিন্তু লোকসভা ভোটের ফলাফল, তার পরবর্তী ঘটনাবলী, সর্বোপরি বিধানসভা ৪০ দিন না কাটতেই আমূল বদলে গেল পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চালচিত্র। ২০১৬ সালে বিধানসভা ভোটের পর থেকে দিল্লির শাসকদের মোকাবিলা করতেই 'দিদি'র অনেকটা সময় লেগে গেছে। সিবিআই, ইডি, আয়কর দফতরের মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সি একদিকে লাগাতার তল্লাশি ও ধরপাকড় চালিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে জুড়েছিল বিচারব্যবস্থার কড়া পর্যবেক্ষণ। এরকম অবস্থাতেও বেহাল বিজেপিকে লোকসভা ভোটে ভালো ফল দেওয়ার চেষ্টায় রাজ্য নেতাদের দাবি মেনে প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। নির্বাচনী নির্ঘণ্ট তৈরি থেকে প্রার্থীচয়ন এসবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল রাজ্যের বিরোধী দলনেতার ইচ্ছেকে। প্রচার বারবার এ রাজ্যে এসেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এসেছেন অমিত শাহ, জেপি নাড্ডাসহ দলের কেন্দ্রীয় কিছু নেতা। কিন্তু এত কিছুর পরেও '১৯-এর লোকসভায় বিজেপির প্রাপ্ত আসনের চেয়েও '২৪-এ এ রাজ্যে কমে যায় ছ'টি আসন। গোটা দেশেও ফলাফল যথেষ্ঠ আশাপ্রদ হয়নি। রাজনীতিতে

এমন সুযোগ কেউ হাতছাড়া করেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও করেননি। লোকসভা ভোটের পর থেকে গত প্রায় এক মাস সময়ে 'দিদি' যেভাবে নিজের দলকেই বকাঝকা শুরু করেছেন, পুলিশ, আমলা ও দলের একাংশকে 'লোভী' বলছেন, তাতে একটা ব্যাপার পরিষ্কার বাংলায় বিরোধী পরিসর যেটুকু দখল করে রয়েছে বিজেপি, তা আরও ছোট করে দিতে চান তিনি। অর্থাৎ তিনি শাসক। তিনিই বিরোধী। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই যদি তৃণমূলের একাংশের সমালোচনা করেন, তাহলে শুভেন্দুবাবুদের হাতে পড়ে থাকল কী? উপ নির্বাচনে শনিবারের চারশূন্য ফলাফল এহেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরও শক্তিশালী করে দিল। প্রশ্ন উঠতে পারে কেন? তার কারণ পরিষ্কার। একে তো বাংলায় আপাতত মজবুত বিরোধী বলে কিছু থাকল না। অন্তত আপাতত কিছুদিন তো নয়ই। দুই, ছাব্বিশ সালে বিধানসভা ভোটের আগে দল ও সরকার গুছিয়ে নিতে বড় সুযোগ পেয়ে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং, অন্তর্কলহে দীর্ণ রাজ্য বিজেপির পক্ষে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিধানসভা ভোটে লড়াই করাটা খুবই কঠিন হয়ে গেল। সেভাবে দেখলে মাঝে সময় বছর দেড়ের সামান্য বেশি। তার মধ্যেই জমে উঠবে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের ঢাকের কাঠি। দেখা যাক, মজবুত, উজ্জীবিত তৃণমূলকে কোনঠাসা করতে কোন পথ নেয় বিজেপি।

নতুন মুখেই বাজিমাত কংগ্রেসের, গোহারা বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই ঃ বিধানসভা উপনির্বাচনে কার্যত একের পর এক রাজ্যে মুখ থুবড়ে পড়ল বিজেপি। অন্যদিকে অন্যান্য দলগুলি রেকর্ড জয়ের সম্মুখীন হল। যেমন বদ্রীনাথে বিজেপি নয়, জিতল কংগ্রেস। উত্তরাখণ্ড বিধানসভা উপনির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস। বদ্রীনাথে শক্তি দেখিয়েছে কংগ্রেস। গত ১০ জুলাই উত্তরাখণ্ডের দুটি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হয়, যার ফলাফল আজ বেরোল। চামোলি বদ্রীনাথ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কংগ্রেসের লখপত বুটোলা ৫,২২৪ ভোটে জয়ী হয়েছেন। বুটোলা কংগ্রেসের নতুন প্রার্থী ছিলেন, অন্যদিকে বদ্রীনাথের প্রাক্তন বিধায়ক রাজেন্দ্র ভান্ডারী লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছিলেন, যার কারণে আসনটি শূন্য হয়েছিল। বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেসের জয়ের পর সর্বত্র দলীয় কর্মীদের মধ্যে উৎসাহের পরিবেশ বিরাজ করছে। দলীয় কর্মীরা অকাল হোলিতে মেতে ওঠেন। অনেক জায়গায় ঢাকের তালে তালে নাচতে দেখা গেছে কর্মীদের। উপনির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গে উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হরিশ রাওয়াত বলেন, 'বিজেপি যেভাবে ম্যাঙ্গালোর আসনে বুথ দখল ও গণতন্ত্রকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল, মানুষ তার যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য কাজ করেছে।' উপনির্বাচনে বদ্রীনাথ বিধানসভা আসন থেকে জয়ের পর কংগ্রেস প্রার্থী লাখাপত সিং বুটোলা বলেন, আমি বদ্রীনাথের জনগণকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এই কৃতিত্ব তাঁদের, যাঁরা ন্যায়বিচারের জন্য এই লড়াইয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাকে সমর্থন করেছেন। শনিবার উপনির্বাচনের ভোট গণনা শুরু হয়েছে আজ সকাল ৮টা থেকে। উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথ ও ম্যাঙ্গালোর বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রাথমিক গণনায় কংগ্রেস প্রার্থীরা দুটি আসনেই এগিয়ে ছিলেন। ম্যাঙ্গালোরে তৃতীয় দফার ভোটে বিএসপির উবায়দুর রহমানের থেকে এগিয়ে ছিলেন কংগ্রেসের কাজী নিজামুদ্দিন। ম্যাঙ্গালোরে তৃতীয় স্থানে শেষ করেছেন বিজেপির কর্তার সিং ভাদানা। নিজামুদ্দিন এর আগে তিনবার এই আসন থেকে জিতেছেন।

কংগ্রেসের ভুলের পুনরাবৃত্তি নয়, বিজেপিকে সতর্ক করলেন গড়করি

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই ঃ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়েছে এনডিএ-র 'চারশো পারে'র স্বপ্ন। বহু আসন খুইয়ে ২৪০-এ শেষ করেছে বিজেপি। ফলে সরকার গড়তে নীতীশ কুমার, চন্দ্রবাবু নাইডুর সহায়তা নিতে বাধ্য হয়েছে বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে দলকে সতর্ক করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতীন গড়করি। দলের বর্ষীয়ান নেতা এল কে আডবাণীর মন্তব্য স্মরণ করিয়ে গড়করি মনে করিয়ে দিচ্ছেন, বিজেপি একটা আলাদা ধরনের দল। সেই সঙ্গে তিনি বলছেন, যদি আমরা কংগ্রেস যা করেছিল সেটাই করে যাই, তাহলে ওদের প্রস্থান ও আমাদের আগমনের কী অর্থ হয়? গোয়ায় শীর্ষ বিজেপি নেতৃত্বের এক বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন গড়করি। সেখানেই তাঁকে এমন মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছে। তাঁর কথায়, আডবাণীজি বলতেন, বিজেপি আলাদা ধরনের একটা দল। আমাদের বুঝতে হবে বাকি দলগুলির থেকে আমরা কোথায় আলাদা। যদি আমরা একই ভুল করি, তাহলে কংগ্রেসের প্রস্থান আর আমাদের আগমনের কী অর্থ হয়? আর সেই কারণেই আগামিদিনে পার্টির ক্যাডারদের বুঝে নিতে হবে রাজনীতি একটা 'টুল' যার সাহায্যে সামাজিক ও আর্থিক সংশোধন করা সম্ভব। দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার ডাকও দিয়েছেন গড়করি। সেই সঙ্গে জাতপাত নিয়ে রাজনীতি করারও বিরোধিতা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, জো করেগা জাত কি বাত, উসকো পড়েগি কসকে লাথ। অর্থাৎ জাতপাত নিয়ে বিজেপির কেউ রাজনীতি করতে চাইলে তিনি প্রতিবাদ করবেন। এমনই বার্তা দিয়ে রাখলেন গড়করি। প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের পর ১৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও ইন্ডিয়া জোট সাফল্য পেয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে গেরুয়া শিবিরে আতঙ্কের সঞ্চার হবে। এই ফলাফল বুঝিয়ে দিচ্ছে, গড়করির দল নিয়ে আশঙ্কা অমূলক নয়।

অমরনাথ যাত্রা চলছেই সুষ্ঠুভাবেই, ১৪ দিনে পুজো দিলেন ২.৮০ লক্ষাধিক পুণ্যার্থী

জম্মু, ১৩ জুলাই ঃসুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নেই চলছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। শনিবার সকালে অমরনাথের পবিত্র গুহা মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে তীর্থযাত্রীদের আরও একটি দল। পবিত্র অমরনাথ যাত্রার জন্য জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে ৪,৬৬৯ জন তীর্থযাত্রীর একটি দল শনিবার সকালে রওনা হয়েছে।বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় অমরনাথের পবিত্র গুহায় পূজার্চনা করছেন তীর্থযাত্রীরা। মাত্র ১৪ দিনে পুজো দিয়েছেন ২.৮০ লক্ষাধিক পুণ্যার্থী। গত ২৯ জুন থেকে শুরু হয়েছে অমরনাথ যাত্রা। শনিবার শ্রী অমরনাথজি শ্রাইন বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই ২ লক্ষ ৮০ হাজারের বেশি পুণ্যার্থী অমরনাথ দর্শন করেছেন।

মুনাক খালের ব্যারাজ ভেঙে বিপত্তি! দিল্লির জে জে কলোনি জলমগ্ন, দুর্দশায় বাসিন্দারা

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই ঃমুনাক খালের ব্যারাজ ভেঙে বড়সড় বিপত্তি দিল্লিতে, জলমগ্ন হয়ে পড়ল দিল্লির বাওয়ানার জে জে কলোনি, দুর্দশার মধ্যে রয়েছেন বহু বাসিন্দারা। কারও কারও বাড়িতেও জল ঢুকে গিয়েছে।উত্তর দিল্লিতে মুনাক খালের ব্যারাজ ভেঙে যাওয়ায় দিল্লির বাওয়ানার জে জে কলোনির জনবসতিপূর্ণ এলাকায় জল ঢুকে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, জে জে কলোনির প্রায় প্রতিটি ব্লকে জল ঢুকে পা।ছে। বুধবার রাত বারোটা নাগাদ মুনাক ক্যানালের ব্যারাজ ভেঙে পড়ে। জল রুখতে প্রশাসন, বিশেষ করে সেচ দফতর কিছুই করেনি। স্থানীয় নেতা এসেছেন ঠিকই, কিন্তু এখনও কোনও কাজ হয়নি।দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ বলেছেন, সিএলসি (ক্যারিয়ার লাইনযুক্ত চ্যানেল) বাওয়ানায় আসে যা হরিয়ানা থেকে জল বহন করে। রাতেই ব্যারাজ ভেঙে যাওয়ার খবর পেয়েছি। দিল্লি জল বোর্ডের আধিকারিকরা সেখানে রয়েছেন। আমি বন্যা বিভাগের

ফেলে দেওয়া বাতিল সামগ্রী দিয়ে কোনার্কের মন্দির বানিয়ে তাক লাগালেন গুসকরার শিক্ষক তপন দাস

গুসকরা,১৩জুলাইঃফেলে দেওয়া বাতিল সামগ্রী দিয়ে কোনার্কের সূর্য মন্দির বানিয়ে তাক লাগালেন গুসকরার স্কুল শিক্ষক তপন দাস। সাড়ে তিন ফুটের এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছে কার্ডবোর্ড,পুরানো ক্যালেন্ডার,জেরক্স পেপার, সুতো আর কিছু রং দিয়ে।৭৪ দিনের পরিশ্রমে ফুটিয়ে তুলেছেন মন্দিরের গায়ে অসংখ্য চিত্র তাও আবার কাগজ দিয়ে ।যা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না ।তপন বাবু রায রামচঃদ্রপুর নীরদ বরণ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক।স্কুলে শুকনো কলাপাতা দিয়ে সরস্বতী ঠাকুর বানিয়ে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিলেন।এর আগেও তিনি নানা ধরনের মডেল করেছেন যেমন, দক্ষিণেশ্বর, কেদারনাথ,বর্ধমান কার্জন গেট,ভুট্টার খোসার দুর্গা, প্যারিসের ডিজনিল্যান্ড,পুরীর জগন্নাথ মন্দির যা তার বাড়িতে যত্ন করে রাখা আছে ।তপন দাস বলেন,স্কুল সেরে বাড়িতে আসার পর যেটুকু সময় পাই সেই সময়ে এই ধরনের কাজ করি।টানা কাজ করার সচরাচর সময় পাই না ।মডেল গুলি অনেকেই দেখতে আসেন বাড়িতে । আবার ছাত্র ছাত্রীরা আগ্রহী হলে শিখিয়ে দিই।বর্তমানে পরিবেশ দূষণ বাড়ছে। তাই সচেতনতার জন্য পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে এসব তৈরি করি।স্কুলের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ গণ মহাশয় বলেন,তপন বাবু খুব গুনী শিক্ষক তার এই ভাবনা পড়ুয়াদের সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করে ।পড়ুয়া উর্নিশা,স্নেহা,মধুরিমা , রূপসা,রোহিত রা বলে,স্যারের তৈরি প্রত্যেকটা মডেল আমাদের বাড়তি আনন্দ যোগায়।দুর্গাপূজা, কালীপুজায় স্যারের হস্তশিল্পের প্রদর্শনীর অপেক্ষায় থাকি আমরা।যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কী ভাবে বাতিল জিনিসপত্র দিয়ে নতুন নতুন শিল্প বানানো যায় আমরাও তাঁর কাছে শিখছি।

কিছু মানুষ দেশে অরাজকতা ছড়াতে চাইছে, বিজেপিকে দুষে মন্তব্য রাউতের

মুম্বই, ১৩ জুলাই ঃজুন মাসের ২৫ তারিখটিকে 'সংবিধান হত্যা দিবস' হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আর তাই নিয়েই বিজেপিকে একহাত নিলেন উদ্ধব ঠাকরে ঘনিষ্ঠ শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত। সঞ্জয়ের মতে, কিছু মানুষ দেশে অরাজকতা ছড়াতে চাইছে। শনিবার সকালে এক সাংবাদিক

সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, তাঁদের কোনও কাজ নেই। ৫০ বছর হয়ে গেল, মানুষ ভুলে গিয়েছে জরুরি অবস্থা। কেন এ দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হলো? কেউ কেউ দেশে অরাজকতা ছড়াতে চায়।সঞ্জয় রাউত আরও বলেছেন, রামলীলা ময়দান থেকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছিল, আমাদের জওয়ানদের, সেনাবাহিনীকে বলা হয়েছিল সরকারের নির্দেশ না মানতে... তাই এমন পরিস্থিতিতে অটল বিহারী বাজপেয়ী যদি প্রধানমন্ত্রী থাকতেন, তাহলে তিনিও তা চাপিয়ে দিতেন। এটা জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপার ছিল, কিছু মানুষ দেশে বোমা তৈরি করছিল এবং বিভিন্ন জায়গায় বোমা বিস্ফোরণ করছিল। বালাসাহেব ঠাকরে সেই সময়ে জরুরী অবস্থাকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিলেন। আরএসএসও সমর্থন করেছিল।

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য গোমতি জেলা পরিষদের ১২টি আসনে মনোনয়ন পত্র জমা কংগ্রেস প্রার্থীদের

উদয়পুর, ১৩ জুলাই ঃ গোমতি জেলার উদয়পুর মহকুমায় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য ফর্ম তুলতে গিয়ে দফায় দফায় টেপানিয়া আরডি ব্লকের সামনে শাসকদলের দুর্বৃত্তরা বিরোধী দলের কয়েকজনকে মারধর করার অভিযোগকে ঘিরে উত্তেজনা বিরাজ করছে। গত শুক্রবার জামতলাস্থিত কংগ্রেস দলের গোমতি জেলা অফিস থেকে এক মিছিল বের করে উদয়পুর সেনট্রাল রোড, পুরানো মটরস্ট্যান্ড, মহাদেব দীঘির পাড় হয়ে গোমতি জেলাশাসকের অফিসে গিয়ে গোমতি জেলা

পরিষদের ১৩টি আসনের মধ্যে ১২ জন মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। গোমতির জেলাশাসক সুমিত লোধের কাছে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন তাঁরা। বাকি একজন অসুস্থতার জন্য আসতে পারেননি। পরে একদিন এসে তিনি জমা দেবেন বলে জানান নেতৃত্বরা। জাতীয় কংগ্রেসর গোমতি জেলা সভাপতি টিটন পাল বলেন, গত শুক্রবার পর আজও শাসকদলের কিছু সমাজবিরোধী চেষ্টা করেছিল গণ্ডগোল করার জন্য। অনেক কর্মী ও সমর্থকদের রাস্তায় আটক করে বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দেয় তারা। এর পরও কর্মী ও সমর্থকরা কংগ্রেস ভবনে এসে মিছিল বের করে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদের মনোনয়ন পত্র জমা করেছেন।প্রসঙ্গত, মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সে জন্য পুলিশি ব্যবস্থা ছিল কঠোর।

ভানুভক্তর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ নেপালি কবি ভানুভক্তর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।ভানুভক্ত আচার্য ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই জুলাই (২৯শে আষাঢ় ১৮৭১ বিক্রম সংব) নেপালের তনহুঁ জেলার রামঘা গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী এক্সবার্তায় লিখেছেন, নেপালি ভাষার অগ্রগামী কবি ভানুভক্ত আচার্যকে তাঁর জন্মবার্ষিকীর এই শুভ উপলক্ষ্যে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। নেপালি সাহিত্য ও সমাজে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য তিনি সর্বদা শ্রদ্ধার সঙ্গে থাকবেন।প্রসঙ্গত, প্রতি বছর ভানুভক্ত জয়ন্তী পালন করেন নেপালি সরকার, নেপালের জনগণ এবং বিশ্বের সর্বত্র বসবাসকারী নেপালি ভাষার মানুষ জন। এটি সাধারণত জুলাই মাসের ১৩ তারিখে অথবা নেপালি ক্যালেন্ডারের আষাঢ় মাসের ২৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ওই দিন নেপালি ভাষার লেখক, ঔপন্যাসিক ও অন্যান্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রের ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে মহা সমারোহে সাহিত্য সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়।

মেঘালয় সহ গোটা উত্তরপূর্বের উন্নয়নে বৃহৎ পরিকল্পনা কেন্দ্রের, শিলঙে বলেছেন ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য

শিলং, ১৩ জুলাই ঃ মেঘালয় সহ গোটা উত্তরপূর্বের সার্বিক উন্নযনে বৃহৎ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, শিলঙে বলেছেন 'ডেভেলপমেন্ট অব নর্থইস্ট রিজিওন' (ডোনার) দফতরের মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য মাধবরাও সিন্ধিয়া।দুদিনের সফরসূচি নিয়ে গতকাল শুক্রবার শিলং এসেছেন ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। এখানে নর্থইস্ট কাউন্সিল (এনইসি)-এ সিন্ধিয়া উত্তরপূর্ব ভিশন ২০৪৭ শীর্ষক এক কর্মসূচির সূচনা করেছেন। তিনি নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়ন অ্যাগ্রি-কমোডিটি ই-কানেক্ট অ্যাপের চালু করেছেন, যা কৃষকদের সরাসরি ক্রেতাদের সাথে সংযুক্ত করবে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য মাধবরাও সিন্ধিযা উত্তর-পূর্বাঞ্চল বেত এবং বাঁশ উন্নয়ন পরিষদ (এনইসিবিডিসি)ও পরিদর্শন করেছেন। এনইসিবিডিসি এই অঞ্চলের বাঁশ শিল্পের সম্ভাবনার জন্য উসাহ প্রকাশ করেছেন সিন্ধিয়া। মন্ত্রী স্থানীয় বাঁশ শিল্পীদের কারুকার্যের প্রশংসা করে বলেন, তাঁদের পণ্যের বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা রয়েছে।ডোনার মন্ত্রী সিন্ধিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ' মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং ' আত্মনির্ভর ভারত'-এর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এই উদ্যোগগুলির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তিনি এই অঞ্চলের অর্থনীতির জন্য একটি গেম-চেঞ্জার হিসেবে বাঁশ শিল্পের সম্ভাবনা তুলে ধরে একে ' সবুজ সোনা' বলে অভিহিত করেছেন।' ডেভেলপমেন্ট অব নর্থইস্ট রিজিওন' দফতরের মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিযা, এই অঞ্চলে বাঁশ শিল্প খাতে বিনিযাগের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তাঁরা প্রশিক্ষণ এবং বাজার সংযোগের মাধ্যমে বাঁশ কারিগরদের ক্ষমতায়নে এনইসিবিডিসি-র ভূমিকা রয়েছে। আদিবাসী ঐতিহ্য রক্ষায় 'ভোকাল ফর লোকাল' উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান সিন্ধিয়া।শিলং-এর মহিলা কৃষকদের সঙ্গেও দেখা করেছেন তিনি। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে কৃষি ও এর সঙ্গে যুক্তদের উন্নযনে তাঁদের ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়েছেন জ্যোতিরাদিত্য। তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চল কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ এবং এন্টারপ্রাইজ (এনইআরএসিই) প্ল্যাটফর্মের এই সকল কৃষককে বিশ্ব বাজারের সাথে সংযুক্ত করার ক্ষমতার প্রতি আস্থা প্রকাশ করে বলেন, তাঁরা ভারতের কৃষি রফতানির সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে।শিলং সফরে এসে সিন্ধিয়া 'এক পেড় মা কে নাম' (মায়ের নামে একটি গাছ) উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে পরিবেশগত টেকসই ব্যবস্থাকে উন্নীত করার লক্ষ্যে একটি গাছের চারা রোপণ করেছন। গাছের চারা রোপণ করে মন্ত্রী বলেন, এই পদক্ষেপ একটি সবুজ ভারত তৈরির বৃহত্তর জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত।এদিকে আজ শনিবার দুপুরে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া শিলং থেকে গুয়াহাটি গিয়েছেন। গুয়াহাটির গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন।

কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদক প্রশিক্ষণের প্রথম ব্যাচের সফল সমাপ্তি

করিমগঞ্জ (অসম), ১৩ জুলাই ঃ করিমগঞ্জের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্কিল ইন্ডিযার জন্য আরকেভিওয়াই–আরপিএল প্রশিক্ষণের অধীনে ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদনের ওপর তিন দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সফলভাবে সমাপ্ত করেছে। এর মূল্যাযনের দিন ১২ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ছিল দক্ষ ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমতায়ন করা, যার ফলে তাদের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করা। মৃত্তিকা বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ রাসিনজা ইংলেনপির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে ৪০ জন উৎসাহী ব্যক্তি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ড. পুলকাভ চৌধুরী, ড. পূরবী টি ফুকন (এসএমএস, হর্টিকালচার), ড. দেবজিৎ দেকারি (এসএমএস, মৎস্য বিজ্ঞান), ড. জযশিখ সনোয়াল (এসএমএস, অ্যানিমাল সায়েন্স), চিন্ময় দেউরি (এসএমএস, অ্যাগ্রোনমি) এবং রাসেন বে, ফার্ম ম্যানেজার। ড. চৌধুরী বাজারের চাহিদা পূরণে ভার্মিকম্পোস্টের তাৎপর্য এবং টেকসই কৃষিতে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দেন। তিনি মাটির স্বাস্থ্যের উপর প্রচলিত কৃষি পদ্ধতির প্রভাব এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানোর ওপর জোর দিয়ে মাটির ভালো স্বাস্থ্যের জন্য জৈব ও প্রাকৃতিক চাষাবাদ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি জেলার ফসলের নিবিড়তা বাড়াতে এবং কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে শস্য পদ্ধতি গ্রহণের পরামর্শ দেন।

৬০০০ দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ডিজিটাইজেশানের উদ্যোগ ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের

দুরন্তবার্তা,১৩জুলাইঃভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে হাওড়ার সাবেক চতুস্পাঠীতে থাকা প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি তা ডিজিটাইজ করার কাজ শুরু হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে মহাভারতের উপর অর্জুন মিশ্রের সম্পূর্ন টীকা, জয়দেবের রতিশাস্ত্রের মতো বহু দুষ্প্রাপ্য ও অমুদ্রিত পুঁথি। এগুলির ডিজিটাইজেশন সম্পূর্ণ হলে গবেষকদের কাজের নতুন দিগন্ত খুলে যাবে বলে আশা।হাওড়ার সংস্কৃত সাহিত্য সমাজেন্ড এই কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নির্মাল্য

নারায়ণ চক্রবর্তী, ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন ড. সুমন্ত রুদ্র, হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের সম্পাদক ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও অন্যতম সহ-সভাপতি তথা পুঁথি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপিকা ড. রত্না বসু।দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, এখানে রামায়ণ ও মহাভারত তো রয়েইছে এছাড়াও রয়েছে দর্শন, ব্যাকরণ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় হাজার ছয়েক পুঁথি। সেগুলি ডিজিটাইজেশানের কাজ শুরু হয়েছে। ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন ড. সুমন্ত রুদ্র বলেন, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা দীর্ঘদিন ধরে প্রাচীন গ্রন্থ উদ্ধার, পুনর্মুদ্রণ, সংরক্ষণ, ডিজিটাইজেশন ও গবেষণা করে আসছি। এক্ষেত্রেও আমরাই এগিয়ে এসেছি এইসব পুঁথি সংরক্ষণে।প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নির্মাল্যনারায়ণ চক্রবর্তী ও ডঃ রত্না বসুর তত্ত্বাবধানে ডিজিটাইজেশনের কাজ চলছে। ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টার থেকে তিনটি স্টিলের আলমারিও এই কাজের জন্য প্রদান করা হয়েছে।লক্ষ্য এই প্রাচীন পুঁথিগুলিতে যা রয়েছে তা ভবিষ্য প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ভবিষ্যতে ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের তরফ থেকে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হবে, যেখানে পাঠক ও গবেষকরা পুঁথিগুলি পড়তে পারবেন। রত্না বসু বলেন, এই উদ্যোগ প্রাচীন জ্ঞান সংরক্ষণে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।ডক্টর নির্মাল্য নারায়ন চক্রবর্তী বলেন,তিন বছরের মধ্যে এই ৬০০০ পুঁথি সংরক্ষণ ও ডিজিটাইজেশানের কাজ শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

বধিরত্ব দূর করতে ককলিয়া প্রতিস্থাপনে জোর দিলেন চিকিৎসকরা

দুরন্তবার্তা,১৩জুলাইঃ ইকবাল ছবির কথা অনেকেরই মনে আছে। ২০০৫ সালে মুক্তি পাওয়া রাজেশ কুকনুরের সেই পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিতে দেখানো হয়েছে সব বাধা কাটিয়ে মূক ও বধির ইকবালের ক্রিকেটার হয়ে ওঠার গল্প। বাস্তবেও, বধিরতা থেকে মুক্তি পাওয়া এখন আর অসম্ভব নেই। ককলিয়া প্রতিস্থাপন করলে বধিরতা থেকে মুক্তি পেতে পারে আপনার সন্তানও। শুধু তাই নয়, উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে বাকশক্তিও ফিরে পেতে পারে।বিজ্ঞানীরা মনে করেন, জন্ম থেকে কেউ শুনতে না পেলে কথাও বলতে শেখে না। আধুনিক চিকিৎসায় শ্রবণক্ষমতা ও বাকশক্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব।ন্ডএসএসকেএম হাসপাতালের বাক ও শ্রবণ বিশেষজ্ঞ বা অডিওলজিস্ট এন্ড স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজিস্ট মহম্মদ শাহীদুল আরেফিন বলেন, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় এমন উপায় রয়েছে যেখানে উপযুক্ত চিকিৎসা এবং যেভাবে প্রয়োজন সেইভাবে কাউন্সিলিং করলে জন্মগত বধিরতা ও কথা বলতে না পারা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। এজন্য কানের ভিতরে থাকা ককলিয়া প্রতিস্থাপন করতে হতে পারে। এই চিকিৎসায় সেরকম কোনও ঝুঁকি নেই বলেও তিনি দাবি করেছেন।কলকাতায় এ বিষয়ে এক আলোচনাসভায় চিকিৎসকরা বলেন, সহজ ভাষায় বলতে গেলে, এটি হল কৃত্রিম শ্রবণযন্ত্র। ককলিয়া শব্দ শুনতে এবং অন্তঃকর্ণ থেকে শব্দ মস্তিস্কে পাঠাতে সাহায্য করে। যদি দেখা যার কারও শ্রবণ অক্ষমতা বা হিয়ারিং লস আছে সেক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখা দরকার যে সেটি জন্মগত না পরে সমস্যা তৈরি হয়েছে এবং শ্রবণযন্ত্র কাজ করবে কিনা। যদি দেখা যায় শ্রবণযন্ত কাজ করবে না, তখনই কললিয়ার প্রতিস্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে ককলিয়ার মধ্যে ইলেক্ট্রোড অ্যারে বা কৃত্রিম ককলিয়া বসিয়ে দেওয়া হয়। এর দুটি অংশ, একটি কানের ভিতরে এবং আরেকটি কানের বাইরে থাকে।এর পরে উপযুক্ত স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ স্টিমুলেশন বা থেরাপি বা অডিটরি রিহ্যাবিলিটেশন এর প্রয়োজন হয়। এই পদ্ধতি শেষ হলে বাচ্চা ঠিকমতো শুনতে পারে। এই চিকিৎসা শুরু করার আগে অবশ্য ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে হিয়ারিং এডে কাজ হবে কিনা। চিকিৎসকরা জানান, এই প্রতিস্থাপনে সবচেয়ে বড় বাধা হল সমাজে প্রচলিত কয়েকটি ধারনা, যেমন এর ফলে কানের আরও ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু আসলেই ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্টের ক্ষেত্রে কানে শোনার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না, তাছাড়া উপযুক্তভাবে অডিটরি রিহ্যাবিলিটেশন করা হলে বাচ্চা সুন্দরভাবে কথাও বলতে পারবে। তবে মনে রাখতে হবে উপযুক্ত চিকিৎসা ও উপযুক্ত শ্রবণ বিশেষজ্ঞকে দিয়েই যেন এই চিকিৎসা করানো হয়।ন্ড তাঁর পরামর্শ, রেডিওলজিস্ট ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে নানা ধরনের পরামর্শ নেওয়ার দরকার হয় এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে। মনে রাখতে হবে, পুরো পদ্ধতির মাঝের অংশে রয়েছে ইএনটি স্পেশালিস্টের ভূমিকা। তার আগে পরে রয়েছে শ্রবণ বিশেষজ্ঞের ভূমিকা। আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আরও বিভিন্ন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার দরকার হয়।ন্ড সারা বিশ্বে এই ককলিয়ার তৈরি করে হাতে গোনা কয়েকটি কোম্পানী। স্বাভাবিকভাবেই এটি অনেকটাই খরচ সাপেক্ষ।তবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যাবহারে এটিই একমাত্র কানে যারা শুনতে পাননা তাদের কাছে মুশকিল আসান বলে মনে করেন চিকিৎসকরা।

যোশীমঠের কাছে আংশিকভাবে খুলল বদ্রীনাথ হাইওয়ে, নিরন্তর কাজ করছে বিআরও

যোশীমঠ, ১৩ জুলাই ঃ প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যে ভূমিধসের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল বদ্রীনাথ হাইওয়ে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করার জন্য দিন-রাত কাজ করেছে ও করছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও)। অবশেষে শনিবার সকালে যোশীমঠের কাছে আংশিকভাবে খুলল বদ্রীনাথ হাইওয়ে। ধীরে ধীরে শুরু হচ্ছে যানবাহন চলাচল। আপাতত বাইক ও ছোট গাড়িকেই অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।বিআরও সহকারী প্রকৌশলী কমলাপতি বলেছেন, এই কাজ বিআরও-র জন্য চ্যালেঞ্জ ছিল। আমাদের মেশিনও ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়েছিল। সেখানেও পাথর নেমে আসছিল, কিন্তু আমরা হাইওয়ে এখন উন্মুক্ত করেছি এবং যাত্রার জন্য পুরোপুরি খোলা। ভারী যানবাহন বন্ধ করা হয়েছে। বর্তমানে এবং সমস্ত ছোট যানবাহন পাস করার পরেই অনুমতি দেওয়া হবে। ১-২ দিনের মধ্যে হাইওয়ে পুরোপুরি খুলে দেওয়া হবে... বিআরও-এর ৫০টি দল মোতায়েন করা হয়েছে।

উৎসবে মাতলেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা

কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃকলকাতার মানিকতলা, উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা, নদিয়ার রানাঘাট-দক্ষিণ এবং উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ বিধানসভা। শনিবার এরাজ্যের চারটি বিধানসভা কেন্দ্রেও উপ নির্বাচনের ভোটগণনার মাঝপর্বেই গতিপ্রকৃতি দেখে শুরু হয়ে যায় তৃণমূল সমর্থকদের উল্লাস।শনিবার সারা দেশের ৬টি রাজ্যের ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের সঙ্গে চলে পশ্চিমবঙ্গের চার রাজ্যের ভোটগণনা। ঘড়ির কাঁটায় বেলা সওয়া দশটা। তৃতীয় রাউন্ড শেষে রায়গঞ্জ তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী ১৬ হাজারের বেশি কিছু ভোটে এগিয়ে যেতেই গণনাকেন্দ্রে অদূরে বিজয় মিছিল শুরু করে দেন কর্মী, সমর্থকেরা। ওড়ে সবুজ আবিরও। আবির খেলা শুরু হয় কলকাতার মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রতেও। একই ছবি বাগদাতেও।রায়গঞ্জ বরাবরই কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রয়াত প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির নিজের শহর রায়গঞ্জ থেকে সাংসদ হয়েছেন তাঁর স্ত্রী দীপা দাসমুন্সিও। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরেও বিধানসভা, লোকসভায় রায়গঞ্জ জিতেছে কংগ্রেস এবং বামেরা। ২০১৯-এ রায়গঞ্জ লোকসভা দখল করে নেয় বিজেপি। ২০২১-এও রায়গঞ্জ থেকে জয় পায় বিজেপি। ফলে লোকসভা ভোটে যেভাবে তৃণমূল বহরমপুরকে পাখির চোখ করেছিল, সেভাবেই উপনির্বাচনে যে কোনও মূল্যে রাযগঞ্জে জিততে মরিয়া ছিল শাসক দল। সেই লক্ষ্যে শাসক দল পুরোপুরি সফল!

এনসিসি ইনস্টিটিউট পরিদর্শন প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রীর, মত বিনিময় আধিকারিকদের সঙ্গে

কলকাতা, ১৩ জুলাইঃ প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ গত বৃহস্পতিবার কলকাতা ময়দানে এনসিসি ইন্সটিটিউট পরিদর্শন করেছেন। সেখানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের এনসিসি ডাযরেক্টরেটের এডিজি, এনসিসি-র আধিকারিক, প্রশিক্ষক এবং ক্যাডেটদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। তিনি দেশ গঠনে এনসিসির ভূমিকার প্রশংসা করেছেন।ভারতীয় সেনা, বিমান ও নৌ বাহিনীর ক্যাডেটরা যৌথভাবে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে গার্ড অফ অনারে সম্মানিত করেন। পশ্চিমবঙ্গ ও

সিকিমের এনসিসির এডিজি মেজর জেনারেল বিবেক ত্যাগী উভয় রাজ্যে এনসিসির প্রশিক্ষণ, অ্যাকাডেমির প্রয়োজনীয়তা সহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের বিষয়ে মন্ত্রীকে অবহিত করেন।

আস্থা ভোটে হেরে নেপালের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরছেন প্রচণ্ড

কাঠমাণ্ডু,১৩ জুলাই ঃ পার্লামেন্টের আস্থা ভোটে পরাজিত হলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল ওরফে 'প্রচন্ড' । গত শুক্রবার আস্থা ভোটে হেরে যান তিনি। নেপাল পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভসের আসন সংখ্যা ২৭৫। এর মধ্যে পুষ্প কমল দাহালের বিপক্ষে ভোট পড়ে ১৯৪। পক্ষে ভোট পা। ৬৩। আস্থা ভোটে জিততে প্রয়োজন ১৩৮ ভোট।' সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের পর বুধবার নয়া জোটের ঘোষণা করে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির দল কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (ইউএমএল)। নেপালি কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয় তারা। হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভসে নেপালি কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ৮৯। অন্যদিকে, ওলির দলের আসনসংখ্যা ৭৮। সেক্ষেত্রে জোটের আসন দাঁড়াচ্ছে ১৬৭। নেপালি কংগ্রেসের সভাপতি শের বাহাদুর দেউবা ইতিমধ্যে ওলিকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সমর্থন করেছেন।প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের নভেম্বরে নেপালের সাধারণ নির্বাচনে নেপালি কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে লড়েছিল প্রচণ্ডের মাওয়িস্ট সেন্টার। কিন্তু জোট জেতার পরই দেউবাকে ছেড়ে ওলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন প্রচণ্ড। ২০২৩-এ ওলির সঙ্গে মতবিরোধের সময় দেউবার সমর্থন নিয়ে কাঠমান্ডুর কুর্সি বাঁচান তিনি। এবার কেউই তাঁর পাশে না থাকায় ক্ষমতা থেকেই সরতে হল তাঁকে।

ইউরো-কোপায় সর্বোচ্চ গোলদাতা

কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ আর একটা ম্যাচ অর্থা ফাইনাল। আর দুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ ও কোপা আমেরিকা। এই দুই টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতারা। ইউরোর সর্বোচ্চ গোলদাতাঃদানি ওলমো (স্পেন)- ৬ ম্যাচে তিন গোল। ২টি এসিস্ট।হ্যারি কেইন (ইংল্যান্ড)- ৬ ম্যাচে ৩ গোল। কোন এসিস্ট নেই।কোপা আমেরিকাঃ লাউতারো মাটিনেজ (আর্জেন্টিনা)- ৫ ম্যাচে ৪ গোল।জন করডোবা(কলম্বিয়া)- ৫ ম্যাচে ২ গোল।দানি মুনোজ(কলম্বিয়া)- ৫ ম্যাচে ২ গোল।

বৃষ্টির সৌজন্যে স্বস্তিদায়ক আবহাওয়া দিল্লিতে, বর্ষণ মুম্বইয়েও

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই ঃ বৃষ্টির সৌজন্যে আবারও স্বস্তি ফিরলো রাজধানী দিল্লিতে। স্বস্তির সঙ্গে অস্বস্তিও ফিরলো। জল জমলো রাজধানী দিল্লির নানা অংশে। শনিবার ভোর থেকেই বৃষ্টি শুরু দিল্লিজুড়ে। সেই বৃষ্টি থামেনি সকালেও। দিল্লির জনপথ, ইন্ডিয়া গেট, কর্তব্যপথ সর্বত্রই বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির জেরে দিল্লির বারাপুল্লাহ ফ্লাইওভারে রাস্তায় জল জমে যায়। এছাড়াও দিল্লির আরও নানা অংশে বৃষ্টির জল জমেছে।জাতীয় রাজধানী দিল্লির পাশাপাশি শনিবার সকালে ভারী বৃষ্টি হয়েছে বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়েও। মুম্বইয়ে গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে, সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকল শনিবার সকালেও। প্রবল বৃষ্টিতে ভিজেছে মুম্বই। তবে, বৃষ্টির জন্য কোথাও কোনও সমস্যা হয়নি।

নাইজেরিয়ায় স্কুল ভবন ভেঙে মৃত ২২ পড়ুয়া, আহত শতাধিক

আবুজা, ১৩ জুলাই ঃ স্কুল চলাকালীন নাইজেরিয়ায় বড়সড় দুর্ঘটনা। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, শুক্রবার উত্তর-মধ্য নাইজেরিয়ায় দোতলা স্কুল ভবন ভেঙে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ২২ জন পড়ুয়ার। আটক ১৫৪ জন পড়ুয়ার মধ্যে ১৩২ জনকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। ঘটনার খবর পেতেই এলাকায় যান বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর এবং স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা। শুরু হয় উদ্ধারকাজ।কোনরকম টাকাপয়সা বা পরিচয়পত্র ছাড়াই হাসপাতালগুলিকে দ্রুত চিকিৎসা শুরুর নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এদিকে, ঘটনার দায় স্কুল কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে চাপিয়েছে সরকার। তাদের দাবি, দুর্বল কাঠামোর জেরেই ভেঙে পড়েছে স্কুলবাড়িটি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৮ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ১৩ জুলাই ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৯ আষাঢ়, চান্দ্র৭ শ্রীধর মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৯ আষাঢ় ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ২২ আষা। ১৯৪৬, মৈতৈঃ৭ ইঙেন, আসামঃ ২৮ আহার, মুসলিমঃ৬-মুহররম-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ০৩ঃ০৪ এবং অস্তঃ বিকাল ০৬ঃ২১ঃ২৬।চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১১ঃ০৯ঃ০১(১৩) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ০৪ঃ১১(১৩)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) দুপুর ঘ ০০ঃ০৩ঃ৪৭ দং ১৭৩১৩৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃহস্তা বিকাল ঘ ০৫ঃ১৭ঃ২০ দং ৩০৩৫২৭.৫ পর্যন্ত পরে চিত্রাকরণঃবণিজ দুপুর ঘ ০০ঃ০৩ঃ৪৭ দং ১৭৩১৩৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টি সকাল ঘ ০১ঃ০২ঃ৪৯ দং ৪৯৫৮৭.৫ পর্যন্ত পরে ববযোগঃ শিবঅমৃতযোগঃদিন ০৩ঃ৪১ঃ৫১ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ৩২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ০৪ঃ১৮ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ২০ঃ৫৭ থেকে - ০১ঃ২৯ঃ১৭ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ৫৪ঃ৫০ থেকে - ০৫ঃ০৩ঃ০৯ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃদিন ০৫ঃ০৩ঃ০৯ থেকে - ০৫ঃ৫৬ঃ২৩ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ২৯ঃ১৭ থেকে - ১২ঃ০৮ঃ৫৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৫ঃ৫৬ঃ২৩ থেকে - ০৬ঃ৪৯ঃ৩৬ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৬ঃ২১ঃ৩২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১৮ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০১ঃ২২ঃ০৮ থেকে - ০৩ঃ০১ঃ৫৬ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৫ঃ০৩ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ৪২ঃ৫৭ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ৪১ঃ৪৪ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ৩২ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৬ঃ২ঃ৩২ থেকে - ০৭ঃ৪১ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪২ঃ৫৭ থেকে - ০৫ঃ০৩ঃ০৯ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ২২৭১৭৫ (৭) ৩ পদ চন্দ্রঃ৫২৭৫৭৩৮ (১৪) ২ পদমঙ্গলঃ০২৮১৮৩০ (৩) ১ পদবুধঃ৩২১২২৫৩ (৯) ২ পদবৃহস্পতিঃ১১৭২৩২৫ (৪) ৩ পদশুক্রঃ৩৮২৯২৭ (৮) ২ পদশনিঃ১০২২১৬২৬ (২৫) ১ পদরাহুঃ১১১৮৩৮৪৭ (২৭) ১ পদকেতুঃ৫১৮৩৮৪৭ (১৩) ৩ পদশনি বক্রি।লগ্নঃমিথুন রাশি সকাল ০৫ঃ১৪ঃ০৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি সকাল ০৭ঃ২৯ঃ৪৯ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৯ঃ৪১ঃ০৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০১ঃ০৫১ঃ২০ পর্যন্ত। তুলা রাশি দুপুর ০২ঃ০৫ঃ৩০ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি বিকাল ০৪ঃ২১ঃ১৫ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৬ঃ২৬ঃ৩২ পর্যন্ত। মকর রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১৩ঃ২৬ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি রাত্র ০৯ঃ৪৬ঃ৫১ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ১১ঃ১৭ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্রি ১২ঃ৫৮ঃ২৮ পর্যন্ত। বৃষ রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫৬ঃ৫১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

প্রবল বৃষ্টিতে ভাসছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির দেখা নেই। অবশেষে ছিটেফোটা স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল তিলোত্তমা, বৃষ্টি হয়েছে কলকাতা লাগোয়া অন্যান্য জেলাগুলিতেও। মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৪ শতকরা এবং ৭০ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৯টায় বেং রাত ৯টায়। ভাটা-সকাল ১০টায় এবং রাত ১০ টায়। সূর্য উদয় হবে ঃ৪ টে ৫৭ মিনিট এবং অস্ যাবে ৬ টা ২৪ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ বয়ঃসন্ধির কন্যাসন্তানের আচার-আচরণের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখুন।
বৃষ রাশিঃসঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পীরা নিজের প্রতিভা দেখাবার সুযোগ পাবেন।
মিথুন ঃবাবা-মায়েরা সন্তানের প্রতি সচেতন হোন। জমিজমা ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য আরও উদ্যমী হতে হবে।
কর্কট রাশি ঃ এই সময় সঞ্চিত অর্থ বৃদ্ধি পাবে। দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য থাকবে।
সিংহ রাশিঃপরিবারে কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। সকলকে বিশ্বাস করবেন না।
কন্যা রাশিঃ রাজনৈতিক ব্যক্তিরা সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকবেন।
তুলারাশিঃ বড় ভাইয়ের অনৈতিক কাজকর্মের জন্য আপনার মর্যাদাহানি হতে পারে।
বৃশ্চিক রাশি ঃ স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য অর্থ খরচ হতে পারে।
ধনু রাশি ঃ বিদেশে কর্মরত সন্তানের উন্নতির খবরে মানসিক শান্তি।।
মকর রাশিঃএই সময় আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হওয়ার ফলে ঋণগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা।
কুম্ভ রাশি ঃ নিজের আয় অনুযায়ী খরচ করার চেষ্টা করুন।**মীন রাশিঃ** অপব্যয় ও অপচয় কমিয়ে সঞ্চয়ের দিকে নজর দিন।সন্তানদের কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে।

অবৈধ ভাবে পুকুর বোজানো বন্ধ করলেন গারুলিয়া পৌর সভার কাউন্সিলর ও বি এল আর ও

কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ আবারও অবৈধ ভাবে পুকুর বোজানো বন্ধ করলেন গারুলিয়া পৌর সভার কাউন্সিলর ও বি এল আর ও। দীর্ঘ দিন ধরে গারুলিয়া পৌর সভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে একটি বড় পুকুর জমি মাফিয়ারা ধীরে ধীরে বুজিয়ে ফেলছিল। সেটা কাউন্সিলর রবি সাহা ও পৌর প্রধান রমেন দাসের নজরে আসতেই নড়েচড়ে বসে পৌর কর্তৃপক্ষ। তৎক্ষণাৎ সরজমিনে বিষয়টি খতিয়ে দেখে পুকুর ভরাট হওয়ার কথা বি এল আর ও কে জানানো হয়। এরপর বি এল আর ও সাহেব দীপঙ্কর রায় এবং স্থানীয় কাউন্সিলর রবি সাহা আইনি কাগজ পত্র নিয়ে এসে ওই পুকুর ভরাট বন্ধ করে দেন। এদিন পুকুর কতটা ছিল আর খাস জমি কতটা রয়েছে সেটা মেপে ভরাট হয়ে যাওয়া পুকুর খুঁড়ে পুনরায় আগের রূপে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন বি এল আর ও। এই পুকুর ভারট করে যারা বাড়ি করেছে তাদেরও সাত দিনের নোটিস দিয়ে বাড়ি সরিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়ে দেন বি এল আর ও সাহেব। এদিন পুকুর ভরাট রুখতে এলে যারা ওই পুকুরে জমি নিয়ে বাড়ি করেছে তাদের সাথে বচসা বাঁধে। কিন্তু বি এল আর ও দাবি আইন আইনের পথে চলবে পুকুর ভরাট চলবে না।

হরিপালে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন করা হলো

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, হুগলি, ১৩ জুলাইঃ হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ ও হরিপাল থানার পক্ষ থেকে হরিপালের নালিকুল সিনেমা তলা থেকে নালিকুল বটতলা পর্যন্ত মানুষকে সচেতন করতে এক বিশাল র্যালির মাধ্যমে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন করা হলো। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিআই তারকেশ্বর প্রশান্ত চ্যাটার্জী এবং হরিপাল থানার ওসি, কৌশিক সরকার সহ পুলিশের বিভিন্ন কর্মীবৃন্দ।

এই অনুষ্ঠানে হেলমেট বিহীন বাইক আরোহীদের হেলমেট পড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা হয়। পাশাপাশি এই গরমে যারা পুলিশের ডিউটি করছিলেন তাদের হাতে ছাতা এবং জলের বোতল তুলে দেন হরিপাল থানার ওসি কৌশিক সরকার।

রাজ্য সরকার জলসেচ ব্যবস্থাকে আরো মজবুত করতে উদ্যোগী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাইঃ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের ব্যাপক ঘাটতির প্রেক্ষিতে কৃষিজমিতে জলের যোগান অব্যাহত রাখতে রাজ্য সরকার জলসেচ ব্যবস্থাকে আরো মজবুত করতে উদ্যোগী হয়েছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে জলসম্পদ অনুসন্ধান দফতর আগামী ২২ জুলাই বিশেষ বৈঠক ডেকেছে। দফতরের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানান, ওই বৈঠকে বিভিন্ন জেলায় ভূগর্ভস্থ জলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে। কৃষি দফতরের সঙ্গে আলোচনা করে চাষীদের স্বার্থে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা দেখা হবে। এ ব্যাপারে জেলা গুলির কাজ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। জলসম্পদমন্ত্রী আরো জানান, রাজ্যের মোট সেচসেবিত জমির ৭৬ শতাংশে জল সরবরাহের দায়িত্ব তাঁকে দফতরের। এক্ষেত্রে মোট কৃষি জমির পরিমাণ ৫৭ লক্ষ হেক্টর। বিভিন্ন বাঁধের জলাধার থেকে সেচখালের মাধ্যমে কিছু জমিতে জল পৌঁছে দেওয়া হয়। বর্তমান বৃষ্টি ঘাটতির পরিস্থিতিতে চাষিরা যাতে কোনও সমস্যায় না পড়েন তা নিশ্চিত করতে হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ কার্যকর করার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে মডেল বা সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র হিসেবে গড়বে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাইঃ রাজ্য সরকার চলতি আর্থিক বছরে রাজ্যের ৪০ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে মডেল বা সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলবে। সমস্ত জেলা থেকে নিজস্ব বাড়ি রয়েছে এরকম অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মধ্যে থেকে বাছাই করে এই মডেল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। নির্বাচিত কেন্দ্রের প্রত্যেকটি কে মানোন্নয়নের জন্য এক লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে বলে সমাজ কল্যাণ দফতরের তরফে জানানো হয়েছে। ওই টাকায় সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে এলইডি টিভি ও জল শোধনের যন্ত্র বসানো হবে। এছাড়া সব্জি বাগান, বর্ষার জল সংরক্ষণসহ বিভিন্ন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্পের খরচ নির্বাহ করা হবে। উল্লেখ্য গত আর্থিক বছরে প্রথম পাঁচ জেলা থেকে ৪,৭৫০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে মডেল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়। এবার মডেল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গড়ার লক্ষ্যমাত্রা অনেক বাড়ানো হয়েছে। এজন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় সমীক্ষা শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আগামী ২১শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভ

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১৩ জুলাই ঃ শনিবার বিকেলে হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আগামী ২১শে জুলাই কলকাতার ধর্মতলার জনসভার প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হলো উলুবেড়িয়া রবীন্দ্রভবনে। এই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, তিনি বলেন উপনির্বাচনে চারটি আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়লাভের ফলে আবার প্রমানিত হলো পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির কোনো জায়গা নেই, এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলো শেষ কথা, রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত মন্ত্রী পুলক রায় বলেন তৃণমূল কংগ্রেস ই একমাত্র বাংলার উন্নয়ন করতে পারে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলো বাংলার দিশারী, হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধায়ক অরুনাভ সেন, বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজী ,উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান,আমার বিধায়ক সুকান্ত পাল, শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নদেবাসি জানা,আমার বিধায়ক সুকান্ত পাল, সাঁকরাইলের বিধায়িকা প্রীয়া পাল, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস,সহসভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দোপাধ্যায় সহ একাধিক নেতৃবৃন্দ।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ জুলাই ঃ জাতীয় সড়কে রাস্তা পেরোতে গিয়ে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই ব্যক্তি হাওড়ার ডোমজুড়ের সলপের কাছে ১৬নং জাতীয় সড়ক পার হতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটে শনিবার সকালে। খবর পেয়ে ছুটে আসে নিবরা ট্রাফিক পুলিশ। আসে ডোমজুড় থানার পুলিশ। দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়। মৃতের নাম নিহার চৌধুরী। বাড়ি বেলঘরিয়ায়। ঘাতক লরিটি আটক করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যবিমার নাম করে সাইবার প্রতারণার অভিযোগ

গ্রেফতার ২, উদ্ধার তিন লক্ষাধিক টাকা, ধৃতদের তোলা হলো আদালতে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ জুলাইঃ স্বাস্থ্যবিমার নাম করে সাইবার প্রতারণার হদিস মিললো হাওড়ায়। হাওড়ার চ্যাটার্জিহাটের এক ব্যক্তির ৩টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে খোওয়া যায় প্রায় ৩৩ লাখ টাকা। এই কেসের তদন্তে নামে চ্যাটার্জিহাট থানা। কেসটি পরে হাওড়া সিটি পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানার হাতে যায়। এরপর রাজ্য সাইবার সেল উইং ঘটনার তদন্তে নামে। শুক্রবার রাতে কলকাতার নিউটাউন থানা এলাকা থেকে ২ প্রতারককে গ্রেফতার করা হয়। এদের কাছ থেকে ১৩টি এটিএম ডেবিট কার্ড, ৩৮টি সিম, ৪টি মোবাইল, নগদ প্রায় ৩ লাখ টাকা, ২টি চার চাকা গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়। গ্রেফতার হওয়া দুই অভিযুক্তের নাম সুশীল কুমার জানা

এবং প্রণব প্রকাশ ভূঁই। ধৃতদের শনিবার দুপুরে হাওড়া আদালতে তোলা হয়। ডিআইজি সাইবার সেল উইং (সাউথ জোন) অঞ্জলি সিং বলেন, গত বুধবার হাওড়ার চ্যাটার্জিহাটের বাসিন্দা মানস কুমার দাস নামের এক ব্যবসায়ী পুলিশে অভিযোগ করে স্বাস্থ্যবিমা রিনিউ করার জন্য তাঁর কাছে অজানা ব্যাক্তির ফোন আসে। এরপর তাঁর ৩টে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ধাপে ধাপে ৩৩ লক্ষেরও বেশি টাকা প্রতারণা করা হয়। অভিযোগ পেয়ে হাওড়া সিটি পুলিশ তদন্ত শুরু করে। সুত্রের খবর, প্রযুক্তিগত কৌশল এবং সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতায় অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা হয়। এরপর শুক্রবার রাতে বিধাননগর থানা এলাকার টেকনো সিটি থানা এলাকার নিউটাউনের একটি হাউসিং কমপ্লেক্সে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকে ওড়িশার বালাসোরের বাসিন্দা সুশীল কুমার জানা (৩৩) এবং প্রণব প্রকাশ ভুঁই (৪৪)-কে গ্রেফতার করা হয়। প্রণব ওড়িশার সুন্দরগড়ের বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে ১৩টি ডেবিট কার্ড, ৩৮টি সিম কার্ড, ৪টি মোবাইল ফোন, নগদ ৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা এবং ২টো চারচাকা গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশের মারে মৃত্যু যুবকের

মৃতদেহ কবর থেকে তুলে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হলো আদালতের নির্দেশ মেনে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৩ জুলাইঃ পরিবারের আপত্তি থাকায় ঢোলাহাট থানার প্রশাসনকে সরিয়ে কবর থেকে তোলা হল পুলিশের মারে মৃত আবু সিদ্দিকীর দেহ। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে কবর দেওয়া মৃতদেহ তুলে পুনরায় ময়না তদন্তে পাঠানো হলো শনিবার।গত ৩ তারিখে চুরির অভিযোগে রায়দিঘি বিধানসভার ঘাট বকুলতলা গ্রাম থেকে আবু সিদ্দিকী নামে এক যুবককে তুলে নিয়ে যায় ঢোলাহাট থানার পুলিশ। অভিযোগ জিজ্ঞাসাবাদের নামে আবু সিদ্দিকীর উপর চলে নির্মম পুলিশি অত্যাচার।অভিযোগ ছিল পুলিশের মারে সারা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছিল, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে গিয়েছিল, পরে ছয় দিনের মাথায় কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে মারা যায় আবু সিদ্দিকী। এরই প্রতিবাদে দোষী পুলিশদের নামে এফ আই আরও আইনত শাস্তির দাবি নিয়ে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে ঢোলা থানার পুলিশ মৃতের পরিবারের সঙ্গে তুলকালাম ঘটে যায়। এমনকি পুলিশ লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভ কারীদের হটিয়ে দিতে গিয়ে বেশ কিছু বিক্ষোভকারী ও পুলিশ আহত হয়েছিলেন।

এরপর পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটছাড়া ভিডিও ক্যামেরা ছাড়া পরিবারের লোকজন ছাড়া ময়নাতদন্ত করে বডি তুলে দেয় পরিবারের হাতে। আর এই পদ্ধতি মেনে নিতে পারেনি আবু সিদ্দিকীর পরিবার।

পরে আবু সিদ্দিকীর পরিবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে কলকাতা হাইকোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে ওই মৃত দেহ তুলে পরিবারের সামনে ভিডিও রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে ময়না তদন্তের নির্দেশ দেন । শনিবার হাইকোর্টের নির্দেশে মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকের বিডিওর উপস্থিতিতে লালবাজার থেকে আসা ফরেনসিক এক্সপার্ট নিয়ে অন ভিডিওর মাধ্যমে মৃতদেহ কবর থেকে তোলা হয় ও ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত কাজ করা হয়।

জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় গ্রেফতার খড়দহের এক প্রতারক ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৩ জুলাইঃ জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় গ্রেফতার এক প্রতারক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,গত ডিসেম্বর মাসে জয়নগর এলাকার এক বাস মালিককে পুরনো বাস বিক্রির করবে বলে উওর ২৪ পরগনার খড়দহ থানা এলাকার অনিন্দ্য চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তি বাস কেনার অগ্রিম বাবদ প্রায় এক লক্ষ টাকা নেয় এবং জয়নগরের ওই ব্যক্তিকে বাস বিক্রি করা হয় না, অগ্রিম টাকা ফিরত ও দেয় না ওই ব্যক্তি। ঘনঘন নিজের ঠিকানা বদল করতে থাকে সে। অবশেষে জয়নগরের ওই বাস মালিক বুঝতে পারেন তিনি প্রতারিত হয়েছে এবং তিনি প্রতারিত হয়ে বারুইপুর মহকুমা আদালতের দ্বারস্থ হন এবং তারপরেই আদালতের নির্দেশে তদন্তে নামে জয়নগর থানা তদন্তকারী অফিসার। আর সেই তদন্তের সূত্র ধরে গাড়ি কেনার টোপ দিয়ে জয়নগরে আনা হয় খড়দহের ওই ব্যক্তিকে এবং জয়নগরের সে বাস কিনবে বলে এসে পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায়। শুক্রবার জয়নগর স্টেশন এলাকা থেকে ওই ব্যক্তি কে প্রথমে আটক ও পরে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তিকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃত ব্যক্তিকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই কাজে আর কারা যুক্ত আছে তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ এবং প্রতারিত হওয়া ব্যক্তির টাকা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে জয়নগর থানার পুলিশ।

জয়নগরে দশ দিনের এষণার নাট্য উৎসবের সূচনা হলো শুক্রবার

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৩ জুলাইঃ সংস্কৃতি প্রবণ, ইতিহাস প্রসিদধ জয়নগরে শুক্রবার থেকে শুরু হলো দশ দিনের নাট্য উৎসব।এষণা নাট্য গোষ্ঠীর উদ্যোগে এষণার প্রতিষ্ঠাতা সুভাষ বসুর জন্ম মাসকে সামনে রেখে এষণার ৫৭ তম বর্ষে এদিন জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে নাট্য উৎসবের সূচনা করেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল,জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, কাউন্সিলার রাখী ভট্টাচার্য,কাউন্সিলার আবুল কাহার, নাট্যকার রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়,মৃত্তিকা গঙ্গোপাধ্যায়, মৈনাক সেনগুপ্ত, যাত্রা শিল্পী দিবাকর দে,এষণার সভাপতি কমল শংকর চক্রবর্তী,এষণার কর্ণধার কিশলয় বসু সহ আরো অনেকে।এদিন দর্শকাসানে দর্শক কম থাকায় আক্ষেপ করেন বিধায়ক, আই সি সহ আরো অনেকে।এদিন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, এখন মানুষ নাটক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচছে,তাদের নাটকের প্রতি টানতে হবে। জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল বলেন,পথ নাটিকার মধ্যে দিয়ে নাটকের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়াতে হবে। এদিন কলকাতার রামেক্সর উদ্যোগে শ্রুতি নাটক শেষ কৃত্য পরিবেশিত হয়। ১ম দিনের নাটক মঞ্চস্থ হয় এষণার জয়নগরের প্রযোজনায় নিসৃঙ্গ নায়ক। দশ দিনে ২৮ টি নাটক মঞ্চস্থ হবে এখানে।

রেস্তোরাঁয় আগুন দমকলের ২টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে

কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ ফের অগ্নিকাণ্ড কলকাতায়। এবার আগুন লাগল সল্টলেকে সিটি সেন্টার ওয়ানের সামনে একি রেস্তরাঁয়। ঘটনাস্থলে যায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন।

সূত্রের খবর, দাউদাউ করে আগুন জ্বলছিল। আগুন নেভানোর চেষ্টা চালায় দমকল বাহিনী। এই কাজে হাত লাগান স্থানীয় কিছু ব্যবসায়ী। পাশাপাশি আরও কিছু দোকান পুড়ে যায়। বিকেলে ৪.৩০টের কিছু পর সিটি সেন্টার ওয়ানের সামনের ওই রেস্তরাঁয় আগুন লাগে। একটি বাড়ির নীচের তলায় অবস্থিত রেস্তরাঁটি। চার তলা বিল্ডিংয়ের নীচের তলার রেস্তরাঁটিতেই সর্বপ্রথম আগুন লাগে বলে জানা যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। তবে, হতাহতের কোনও খবর মেলেনি।

তিলিপাড়া উল্টোরথ কমিটির উদ্যোগে বৃদ্ধাশ্রমের মানুষদের হাতে জগন্নাথ দেবের ভোগ ও নতুন বস্ত্র দেওয়া হলো

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৩ জুলাই ঃ জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের তিলিপাড়ার নন্দী বাড়ির বহু প্রাচীন রথযাত্রা উৎসব চলছে। আগামী সোমবার উল্টোরথ। আর আর তার আগে এক সপ্তাহ ধরে নন্দীবাড়ির উল্টো রথ কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিদিনই ভোগ বিতরণ করা হচ্ছে। শনিবার তাদের উদ্যোগে জয়নগর ২ নং ব্লকের ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের আবাদ ভগবানপুরে প্রচেষ্টা বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে থাকা বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের জগন্নাথ দেবের ভোগ বিতরণ করা হয় এবং তাদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এদিন এ ব্যাপারে জয়নগর তিলিপাড়া নন্দী বাড়ির উল্টো রথ উৎসব কমিটির পক্ষে গৌরচাঁদ নন্দী বলেন, আমরা জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ির পক্ষ থেকে প্রতিদিনই ভোগ বিতরণ করছি এলাকায়। এবারে এর সাথে শনিবার প্রচেষ্টা বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে থাকা বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মধ্যে ভোগ বিতরণ করলাম এবং নতুন বস্ত্র তুলে দিলাম। মানুষের পাশে থেকে কিছু করার তাগিদে আমাদের এই প্রয়াস। আগামী দিনে আমরা এই ধরনের আরো কিছু কাজ করতে চাই। কয়েকজন বিশেষ মানুষের সহযোগিতায় এবং প্রচেষ্টা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যদের সহযোগিতায় এই কাজটি আমরা এদিন করতে পেরে আনন্দিত।এ ব্যাপারে প্রচেষ্টা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। আর জগন্নাথ দেবের ভোগ ও নতুন বস্ত্র পেয়ে খুশি বৃদ্ধাশ্রমে থাকা বৃদ্ধ বৃদ্ধারা।

কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে অমিতাভকে আমন্ত্রণ মমতার

কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ আগামী ৪ ডিসেম্বর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অমিতাভ বচ্চনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার কলকাতায় ফিরে মমতা বলেন, মুকেশ আম্বানি, তাঁর পরিবার এবং লোকজন সকলে খুব সম্মান দিয়েছেন। তাঁদের ধন্যবাদ। অনেক মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে। অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাঁকে আসতে অনুরোধ করেছি।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমকে জানান, তাঁর আমন্ত্রণের জবাবে 'অমিতজি বলেন, আমি গিয়ে আর কী করব! সব ভাষণ দিয়ে দিয়েছি। আমি তাঁকে বলেছি, আপনি কবিতা বলুন। আপনার উপস্থিতি কাম্য। ডিসেম্বর মাসেই কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, সেই ইঙ্গিতও দেন মমতা। তবে আম্বানিদের বিয়েতে শাহরুখ খানের সঙ্গে মমতার সাক্ষাৎ হয়নি। শাহরুখ খান ২০২৩ সালের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

তারকেশ্বরে বস্তি উচ্ছেদে রেলের তরফ থেকে চালানো হল বুলডোজার

দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর হুগলি , ১৩ জুলাই ঃ শনিবার সাত সকালে চলল বুলডোজার। বস্তি উচ্ছেদে রেলের তরফ থেকে চালানো হল বুলডোজার। শনিবার তারকেশ্বর রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বস্তি উচ্ছেদে নামে রেল। তাতেই চলে বুলডোজার। কোনওরকম বিশৃঙ্খলা যাতে না হয়, তার জন্য মোতায়েন করা হয় বিরাট পুলিশবাহিনী। তারকেশ্বর রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। তার জন্য ঢেলে সাজানো হচ্ছে স্টেশনচত্বর।

সেই প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। রেলস্টেশন সংলগ্ন রেলের জায়গায় এতদিন যে দখল ছিল, এবার তাও উচ্ছেদ করছে রেল। সূত্রের খবর, রেল আগেই বাসিন্দাদের নোটিস দিয়েছিল। রেল সূত্রে খবর, রেল যে সরে যাওয়ার সময়সীমা দিয়েছিল, তা ১২ জুলাই পর্যন্ত। এরপরই ১৩ তারিখ দখলমুক্ত করার কাজ শুরু হয়। তবে এই বর্ষায় মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়ে দিশাহারা বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, নোটিস দেওয়া হলেও বর্ষা কেটে যাওয়া পর্যন্ত সময় চেয়েছিলেন। রেল তাতে মান্যতা দেয়নি। একইসঙ্গে বস্তির বাসিন্দাদের দাবি, রেলের জায়গায় অনেকে পাকা বাড়ি করে ফেলেছে। রেল সরাচ্ছে না। অথচ তাঁদের সরিয়ে দিচ্ছে। অনেকে রেলের জায়গা দখল করে ব্যবসা করছেন, তাঁরাও ছাড় পাচ্ছেন বলে দাবি বস্তিবাসীর। যদিও রেলের তরফে জানানো হয়েছে, নোটিস জারি করার নির্দিষ্ট সময় সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরই এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগামিদিনে রেলের জায়গায় সমস্ত দখলই উচ্ছেদ করা হবে।

মহামায়া মাতৃ সদনে অত্যাধুনিক মডিউলার অপারেশন থিয়েটার উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি , ১৩ জুলাই ঃ উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার পরিচালনায় মহামায়া শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার লক্ষ্যে আরও একটি নতুন বিভাগ সংযোজিত হল যেটা হল মডিউলার অপারেশন থিয়েটার। ফিতে কেটে উদ্বোধন করলেন এলাকার সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি। পূর্বে সিটি স্ক্যান আইস সি ইউ ইউনিট ডায়ালিসিস ইউনিট এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কেবিনের পাশাপাশি এই নতুন বিভাগটি উত্তরপাড়া এবং সন্নিহিত অঞ্চলের চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। মাননীয় সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জির উদ্যোগে তার এলাকার উন্নয়ন তহবিল থেকে পাওয়া ৪২ লক্ষ টাকা অনুদানে নির্মিত এই মডিউলার অপারেশন থিয়েটার যেটা শনিবার বিকালে উদ্বোধন করলেন সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন উত্তরপাড়া পুরসভা পরিচালিত এই মহামায়া মাতৃ সদনে অত্যাধুনিক মডিউলার অপারেশন থিয়েটার তৈরি করা হলো আমার সাংসদ উন্নয়ন

তহবিলের ৪২ লক্ষ টাকার অনুদানে এটা তৈরি করা হয়েছে। এর আগে অনেক কিছুই আধুনিক যন্ত্রপাতি বসেছে এই অপারেশন থিয়েটার শুধু উত্তরপাড়া কেন অনেক দূর দূরান্তের মানুষের উপকারে লাগবে। এই মাতৃসদন সাধারণ মানুষের খুব উপকারে লাগবে এখানে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা পাওয়া যায় যা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সম্ভব হয়েছে। পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব অনেক কাজ করেছে এখন থেকে এইমাত্রই স্বজনের চিকিৎসা শিবির করা যেতে পারে সব রকম চিকিৎসা শিবির যেটা বাইরে হয় ডাক্তারবাবুদের বলব আপনারা এখানে চিকিৎসা শিবির করুন বিনা ব্যয়ে । ডাক্তারবাবুদের বলব আপনারা মহামায়াতে আসুন। এই মাতৃ সদনে আমি মনে করি আমার মাথার উপর দিদি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আছেন আর মাটিতে আছেন আপনারা সবাই আপনাদের আশীর্বাদ পেলে আর দিদি তো আছেই আমি আর কিছু চাই না আমি কাজ করে যাব আপনাদের আশীর্বাদ পেয়ে এখানে এসেছি । এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব ও কাউন্সিলররা এবং চিকিৎসকরা।

ডানকুনিতে টিউশন পড়তে বেরিয়ে আর ফেরেনি দুই কিশোরী, চিন্তায় পরিবার

দুরন্ত বার্তা, ডানকুনি হুগলি, ১৩ জুলাই ঃ টিউশন পড়তে বেরিয়ে আর ফেরেনি দুই কিশোরী। চিন্তায় ঘুম উড়েছে পরিবারের। দুই কিশোরী ডানকুনি শ্রী রামকৃষ্ণ বিদ্যাশ্রম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। গত চার দিন ধরে তারা নিখোঁজ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার স্কুল থেকে ফেরার পর সন্ধ্যা ছটা নাগাদ টিউশন পড়তে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয় তারা। তারপর থেকে চার দিন কেটে গেলেও কোনও খোঁজ মেলেনি তাদের। নিখোঁজ হওয়ার দিনই ডানকুনি থানায় অভিযোগ জানায় দুই ছাত্রীর পরিবার। ঘটনায় তিন জন টোটো চালককে আটক করেছে পুলিশ। নিখোঁজ হওয়ার দিন ওই তিন টোটো চালকের সঙ্গেই তাদের শেষ দেখা গিয়েছিল বলে দাবি নিখোঁজ ছাত্রীর পরিবারের।

এক নিখোঁজ ছাত্রীর মা জানিয়েছেন, টিউশন পড়তে যাওয়ার কথা বলে বেরিয়েছিল মেয়ে। দেরী হওয়ায় শিক্ষকের বাড়িতে ফোন করা হয়। জানা যায়, সেখানে যায়নি ওই দুই ছাত্রী। এরপর খোঁজ করে তিন যুবকের কথা জানা যায়, যাদের সঙ্গে শেষ দেখা গিয়েছিল ওই ছাত্রীদের। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডানকুনি থানার পুলিশ। কিছুদিন আগেই মগরার একটি স্কুলে একসঙ্গে সাথে পাঁচ ছাত্রী নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছিল এলাকায়। তবে নিখোঁজ পরের দিনই বর্ধমান থেকে তাদের উদ্ধার করে পুলিশ। তবে চার দিন পার হয়ে গেলেও ডানকুনির নিখোঁজ হওয়া দুই ছাত্রীর খোঁজ না মেলায় ঘনীভূত হচ্ছে আশঙ্কার মেঘ।

ডানকুনি থানার পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটে দেখে সন্ধান চালানো হচ্ছে নিখোঁজ ছাত্রীদের। ঘটনায় তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২২৪ সংখ্যা, রবিবার, ২৯ আষাঢ়, ১৪৩১

পদাতিক কবি সুভাষ

নিয়মিত পচা মাছ আনতেন। তা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলাও হত। শুধু বলতেন, ওঁর (যাঁর কাছ থেকে মাছ কিনেছেন) বউনি হচ্ছিল না। তাই এনেছি। না হলে ওঁদের চলবে কী করে। মানুষের সঙ্গে এই সহজ সম্পর্ক ঘুরে-ফিরে এসেছে তাঁর লেখায়, কবিতায়। সক্রিয় বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পার্টি করেছেন দীর্ঘ বছর। তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায় । একাধিক বার জেলে গিয়েছেন তিনি। স্বাধীনতার পরে এ রকম সৌভাগ্য কোনও বাঙালি কবির কপালে আর জোটেনি। 'টোটো কম্পানি'তে লিখছেন, ''যখন জেলে গেলাম, মনে হল সেও এক ভ্রমণ। দড়িচালী থেকে ঘানিঘর ঘুরে ঘুরে দেখা। মানুষগুলো প্রত্যেকেই যেন রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের বই। পড়ে শেষ করা যায় না। মামলা থাকলে জাল দেওয়া গাড়িতে রাস্তা দেখতে দেখতে কোর্টে পৌঁছনো। ভ্রমণ বৈকি। রীতিমতো ভ্রমণ। তার ওপর আছে এক জেল থেকে অন্য জেলে যাওয়া। শুনলে অনেকে হিংসে করবে। জেলে থাকার সুবাদেই আমার জীবনে প্রথম এরোপ্লেন চড়া।'' হাজতবাসকে এত সহজ করে নিতে পারে কেউ? যে সব তরুণ কবি আজকাল কথায় কথায় ডিপ্রেশনে চলে যান, তাঁরা তাঁর জেলজীবন পড়ে দেখলে তাঁদের আর ঘুমের বড়ি খেতে হবে না। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৯ সালের নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। পিতা ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন সরকারি আবগারি বিভাগের কর্মচারী। মা ছিলেন যামিনী দেবী। নিজের বাল্যকাল সম্পর্কে এক চিঠিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'আমার শৈশব কেটেছে রাজশাহীর নওগাঁয়। বাবা ছিলেন আবগারির দারোগা। নওগাঁ শহর ছিল চাকরি, ব্যবসা, নানা বৃত্তিতে রত বহিরাগতদের উপনিবেশ। হিন্দু-মুসলমান এবং বাংলার নানা অঞ্চলের মানুষজনদের মেলানো-মেশানো দিলদরাজ আবহাওয়ায় আমরা একটু অন্যরকমভাবে মানুষ হয়েছিলাম। একদিকে প্রকৃতি, অন্যদিকে যৌথ জীবন। সব সম্প্রদায়েই এমন সব মানুষের কাছে এসেছি যাঁরা স্বধর্মে গোঁড়া, কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে উদার। আমার অক্ষরপরিচয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা নওগাঁয়। পড়েছি মাইনর স্কুলে। পাঠ্যবইয়ের চেয়েও বেশি পড়েছি পাঠাগারের বই। সেই সঙ্গে আমাকে শিক্ষা দিয়েছে খেলার মাঠ, গান আবৃত্তি অভিনয়ের মঞ্চ। নওগাঁ শহরের জীবন আমার ব্যক্তিত্বের গোড়া বেঁধে দিয়েছিল।' সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুরের মিত্র স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। এরপর ১৯৪১ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দর্শনে অনার্স-সহ বিএ পাস করেন। ১৯৩২-৩৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিশোর ছাত্রদল-এর সক্রিয় সদস্যরূপে যোগ দেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এই সময় কবি সমর সেন তাকে দেন হ্যান্ডবুক অব মার্কসিজম নামে একটি গ্রন্থ। এটি পড়ে মার্কসীয় রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন কবি। সঙ্গে চলতে থাকে সাহিত্য। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ পদাতিক। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে মানুষের বৈষম্যলাঞ্ছিত দুর্দশার বিরুদ্ধে দ্রোহ তাঁর কবিতার মূল সুর। 'পদাতিক' কবি সুভাষ।

ভারতের মহিলা জাপানে

বিদেশীকে বিয়ে করে বাঙালি মেয়ের বিদেশ যাত্রা তখন সত্যিই বিরল।১৯০৭ সালের কথা,সুদূর জাপান থেকে এসে ওয়েমন তাকেদা বিয়ে করেছিলেন বাঙালি কন্যা হরিপ্রভাকে। একসময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের বেতার ঘোষকের কাজ করেছেন হরিপ্রভা বসু মল্লিক। ১৯০৭ সালে হরিপ্রভার সাথে বিয়ে হয় জাপানী যুবক ওয়েমন তাকেদার। বেশ ভাল বাংলা জানতেন ওয়েমন তাকেদার। ঢাকায় বুলবুল সোপ ফ্যাক্টারির ম্যানেজার হয়ে এদেশে এসেছিলেন। বিয়ের পাঁচ বছর পরে ১৯১২ সালে স্বামীর সাথে হরিপ্রভা জাপান বেড়াতে গিয়েছিলেন। পরে আবার গেলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। হরিপ্রভার প্রথমবার স্বামীর সাথে জাপান যাত্রায় তাঁর আত্মীয় স্বজনরা ভয় পেয়েছিলেন। বারণ করেছিলেন। স্বামী সঙ্গে আছেন কিন্তু বিদেশ-বিঁভুইয়ে হরিপ্রভা তো আর কাউকে চেনেন না। এমন কি জাহাজে উঠে হরিপ্রভার মনে হয় এই দেশ ছেড়ে চলিলাম। বাহিরে ডেকের উপর দাঁড়াইয়া কলিকাতার শেষ দৃশ্যগুলি দেখিতে লাগিলাম।মনটা খুব খারাপ বোধ হইল।মনে হইল কোথায় যাচ্ছি। এখন আর ফিরিবার উপায় নাই। হরিপ্রভা তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখেছেন দিনলিপির আকারে, তাতে আছে প্রতিদিনের খুঁটিনাটি বিবরণ, আছে বাঙালি মেয়ের চোখের আলোয় দেখা শ্বশুরবাড়ির দেশ জাপানের অনুপুঙ্খ পরিচয়। পরবর্তী সময়ে হরিপ্রভা সম্ভবত জাপানে গিয়েছিলেন আরও দুবার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানী নাগরিক তাকেদা দম্পতিকে জাপানে ফিরে যেতে হয়,বিবাহসুত্রে হরিপ্রভাও তখন জাপানের নাগরিক। বিগত শতাব্দীর একেবারেই গোড়ার দিকে একজন বাঙালি নারী কতটা আধুনিক হতে পারেন প্রমাণ করে দিয়েছেন হরিপ্রভা বসুমল্লিক (তাকেদা)। নিজেকে যতদূর আড়াল রেখে হরিপ্রভা দিনলিপি লিখতেন।অবশ্য হরিপ্রভার 'বঙ্গ মহিলার জাপানযাত্রা' কিংবা পাণ্ডুলিপি আকারে পড়ে থাকা 'যুদ্ধ সময়ে জাপানের চিত্র' ঠিক আত্মবিবরণ নয়। তবু জাপান সম্পর্কে তখনকার দিনে বাঙালির তেমন কোনো ধারণাই ছিল না, সেখানে এক নারী পৌঁছে গেলে এবং নিজের চোখ দিয়ে দেখা এক নতুন সমাজ-সংস্কৃতিকে সাবলীল ভাষায় বইয়ের পাতায় উঠিয়ে আনলে, সে বইয়ের একটি আলাদা কদর তো থাকবেই! এক সময়ে যে সাহস নিয়ে বাঙালিরা বিশ্ব জয় করতে বের হয়েছিল আজকে সেই সাহস দেখতে পাওয়া খুবই মুশকিল। সাহস দেখাতে গিয়ে বিপদের মুখে পড়ে যাচ্ছে বাঙালিরা। যাচাই করতে পারছে না কোনটা আসল।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

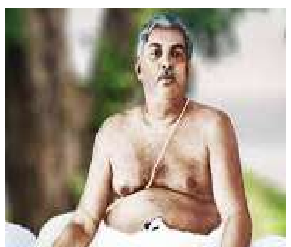

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলছেন, পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সৎ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। আর আজকে ভারতবাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিড়জেকে শক্তিশালী করতে হবে।

বিজ্ঞানে উন্নতি না করতে পারলে একটি দেশ কখনও বড় হতে পারে না সেটা বুঝতেন বিজ্ঞান সাধক অক্ষয় কুমার দত্ত

রবীন্দ্র কুমার শীল

যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবী অক্ষয় কুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাগেরহাটে ১৮২০ সালের ১৫ জুলাই। পরলোকগমন করেন ১৮ মে ১৮৮৬ সালে কলকাতায়। সর্ব বিদ্যায় পারদর্শি ছিলেন। তিনি নিজেকে সর্ব শিক্ষার প্রতিষ্ঠিত করতে ক্যালকুলাস থেকে শুরু করে ভূগোল নিয়ে পড়াশুনা করেন। সংস্কৃত, পার্সি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। বিদেশি ভাষা ফ্রেঞ্চ, জার্মান এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় লিখতেন। মেডিকেল কলজে ভর্তি হয়েছিলেন বোটানি, জুওলজি এবং কেমেস্ট্রি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে। সব বিষয়ে তিনি দক্ষতার সঙ্গে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে নতুন তথ্য আবিস্কার করার চেষ্টা করেছেন। বাংলায় বহু পরিভাষা তিনি রচনা করতে সক্ষম হন যা আজকের যুগে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা থেকে শুরু করে ভূগোল বিষয়ে পড়াশুনা করতে প্রয়োজন হয়। এই সময়ে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নজরে এসে পড়েন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই রকম একজন প্রতিভাবান তরুণের সন্ধান করছিলেন যিনি তাঁর পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী' সম্পাদনার করার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে বাংলার নবজাগরণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত।

রাজনীতিতে বিজ্ঞান দরকার। সাহিত্য সংস্কৃতিতে বিজ্ঞান দরকার। সমাজ সংস্কার করতে গেলে বিজ্ঞান প্রয়োজন। ধর্মকে আন্তরকিভাবে গ্রহণ করতে গেলে বিজ্ঞানের প্রয়োজন হতে পারে। মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রয়োজন রয়েছে বিজ্ঞানের। সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত। তিনি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন বটে। কিন্তু সব সময়ে তিনি বিজ্ঞানকে সঙ্গে রেখে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্তি হন। ভাবতে অবাক লাগে যে তিনি কোনও সময় বিজ্ঞান ছাড়া সাহিত্য রচনা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যখন বাংলায় চলছে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা। তবে এর বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল বিরুদ্ধ আন্দোলন। যুক্তি বিজ্ঞানের মাপকাঠির ওপরে বিচার করে তিনি সব কিছুকে মাপার চেষ্টা করতেন। যুক্তি বিজ্ঞান দিয়ে সত্যকে খুঁজে বের করার উদ্যোগ গ্রহণ করে গিয়েছেন। প্রার্থনার উপযোগী কতটা তা নিয়ে প্রশ্ন করেছিল হিন্দু হোস্টেলের ছাত্ররা অক্ষয় কুমার দত্তকে। অক্ষয় দত্ত তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কৃষক পরিশ্রম করে কি পায়? তারা এক বাক্যে বলেছিল-শস্য। এবার তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পরিশ্রমের সঙ্গে তারা যদি প্রার্থনা করে তাহলে কি পাবে? তারা সমস্বরে বলেছিল-শস্য। তখন তিনি বললেন, প্রার্থনা করার ফলে তারা বাড়তি কিছু পেল কি? ছাত্ররা বলে-না। তখন অক্ষয় দত্ত বলেন, তাহলে প্রার্থনার মূল্য শূন্য। এই দ্বার্থহীন সিদ্ধান্ত শুনে ছাত্ররা একেবারে নিরব হয়ে গেল। তখন তিনি বীজগণিতের সমীকরণ প্রনালীতে প্রার্থনার শক্তি যে কিছু নয় তা তিনি পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ছাত্রদের। আসলে

ঈশ্বরে যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতেন অক্ষয় কুমার দত্ত। ঈশ্বর বলে কোনও শক্তি রয়েছে তা তিনি একপ্রকার অস্বীকার করতেন। তিনি বলতেন মানুষের প্রবল ইচ্ছাই হচ্ছে ঈশ্বর। তার বাইরে আর কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। অক্ষয় কুমার দত্ত-এর জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন-' এই ঘটনার দুই দিবস-পরে মেডিকেল কলেজের ডিমনস্ট্রেটর, বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের সহিত অক্ষয়বাবুর সাক্ষাৎ হইলে, তিনি হাসিতে হাসিতে ইঁহাকে বলিলেন-,' আপনি ভালো এক সমীকরণ দিয়ে শহরটা তোলপাড় করে দিয়েছেন।' অক্ষয়বাবু উত্তর করিলেন, 'বিশুদ্ধবুদ্ধি বিজ্ঞানবিৎ লোকের পক্ষে যাহা অতি বোধসুলভ, তাহা এদেশীয় লোকেদের নতূন বোধ হইল এটি বড়ো দুঃখের বিষয়।' অক্ষয় কুমার দত্ত মেডিকেল কলজের ছাত্র ছিলেন। সেখানে তিনি অ্যানাটমি, জীববিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়েছিলেন। ডাক্তার হওয়ার নেশা তাঁর ছিল না। ছিল মানব শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা। মানব দেশের শরীর সম্পর্কে খুটিনাটি জানার আগ্রহতে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। আসতে তাঁর প্রচণ্ড জানার নেশা তাকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে নিয়ে গেছে। তিনি কোনও একটি বিষয়ে ওপরে নির্ভর করে কোনও সময়ে থাকতে পারেননি। সব বিষয়ে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গভীর রাতের বেলায় বাড়ির ছাদে বসে একটি খোগল যন্ত্র নিয়ে আকাশের গ্রহণ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। জ্যোর্তিবিজ্ঞান তাঁর প্রাণের বিষয়। সারা রাত জুড়ে মহাজাগতিক বিস্ময়ের যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে সেব সবের সাক্ষী থাকলে গেলে রাত ছাড়া উপায় নেই। খগোল হল দূরবীন। পারিবারিক ভাষা হল দূরবীক্ষণ। তিনি শুধু ক্ষান্ত থাকেননি জ্যোর্তিবিজ্ঞান চর্চায়। তিনি সব বিজ্ঞানের সবক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করেছেন। সব বিজ্ঞানের দ্বারে দ্বারে ঘুরে আসল বিজ্ঞানের সন্ধান করে বেড়িয়েছেন। খুঁজতে চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানের আসল সত্যটা কোথার রয়েছে। আসল সত্যের সন্ধানে তিনি বিজ্ঞানের প্রতি কক্ষে সফর করেছেন। গভীর ভাবে পড়াশুনা করা থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোলের ক্ষেত্রে অসংখ্য পরিভাষিক শব্দ তৈরি করেছেন। যেমন- অনুবীক্ষণ, চুম্বক, জ্যোর্তিবিজ্ঞান, দাহ্য পদার্থ, জড়, তড়িৎ, পরিমিত, ধ্রুবতারা, অঙ্গার, বাষ্প, বজ্র, জোয়ার, রামধনু, সৌরজগৎ, মাধ্যাকর্ষন, গ্রহণ, সুমেরু, কুমেরু, মানমন্দির, জ্বালামুখী, আগ্নেয়গিরি। এগুলি নমুনা মাত্র। তালিকাটি আরও দীর্ঘ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চাকে পথ দেখিয়েছিল এই সব পরিভাষা। এই পরিভাষা প্রকাশিত হতেই বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। অক্ষয় কুমার দত্ত বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা করার পথটা সুগম করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এই সব বিজ্ঞান পরিভাষা প্রস্তুত করে।

অক্ষয় কুমার দত্তের একটি বই এর জন্য স্কুলে আগুন ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল কিছু লোক। ঘটনাটি ঢাকার বিক্রমপুরের। ১৮৫১ সাল। সদ্য প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লিখিত একটি বই। নাম-'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার।' বিক্রমপুরের কালীপাড়ার একদল ছাত্র বইটা পড়ে মুগ্ধ। প্রায় দেড়শো বছর আগে এই বইয়ে অক্ষয় কুমার লিখেছেন,-'বিবাহের আগে হবু দম্পতি পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করে নেবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য যেন বেশি না থাকে। সংসারে নারী ও পুরুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব সমান। যদি স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে এবং সমাধানের কোনও পথ খুঁজে না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদ কাম্য।' তোলপাড় হয়ে গেল সর্বত্র। কালীপাড়া স্কুলের কিছু ছাত্র সভা করে প্রতিজ্ঞা করে বসল। তারা একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে লিখলেন-' আমরা এই পুস্তকে লিখিত বিবাহাদির নিয়মসকল অবলম্বন করিব।' ধর্মান্ধ রক্ষণশীল মহলে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিল। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, স্কুল বাড়ীটি পুড়িয়ে দেবেন। তবে এই হুমকিতে ছাত্রদের প্রতিহত করা যায়নি। অনেকেই গৃহত্যাগী হয়েছিলেন সেদিন। অক্ষয় জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ রায় লিখছেন তখন-'উপস্থিত বৃত্তান্তটি সঞ্জীবনী-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবুদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হাওয়া যায়। তিনি ঐ সময়ে ঐ স্কুলে ছাত্র ছিলেন।' দ্বারকানাথের উপরেও এর প্রভাব পড়েছিল। তাঁরা কুলীন ছিলেন, পরিবারের প্রায় সবাই বংশানুক্রমে চল্লিশ-পঞ্চাশটি করে বিবাহ করতেন। দ্বারকানাথ পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে জানিয়েছিলেন-'আমি এক বই দুই বিবাহ করিব না।' এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল গোটা কুলিন ব্রাহ্মণ সমাজ। তারা তাদের অধিকারকে বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ সমাজ রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থাকে পরিহার করে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন করতে আগ্রহী ছিল। তারা ঈশ্বর বেশি বিশ্বাস করতো না। রক্ষণশীল সমাজের ভাষায় তারা একেবারে নাস্তিক ছিল। যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করতে চাইতো।

অক্ষয় কুমার দত্ত বিজ্ঞানের প্রতি কক্ষে বিচরণ করেছেন। তিনি সেখান থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন শুধু তা নয়, তিনি সেখান থেকে জ্ঞান অর্জন করে তা সবার কাছে বিলিয়ে দিয়েছেন। ফলে বর্তমান বিজ্ঞানের ছাত্ররা বহু ক্ষেত্রে তার গবেষণালব্ধ ফল ভোগ করে চলেছে। কলকাতা থেকে দূরে বালিতে জায়গা ক্রয় করে সেখানে বেশ কিছুদিন থাকতে শুরু করলেন। সেখানে তৈরি করলেন 'শোভনোদ্যান।' উদ্ভিদ বিদ্যার চর্চার ক্ষেত্র। ৩৮ রকমের বৃক্ষ, ১৫ রকমের ফুল বা সুদৃশ্য নানা গাছ, ১৬ রকমের মশলাজাতীয় গাছের কথা পাওয়া যায় নানা জনের বিবরণে। আসলে তিনি উদ্ভিদ বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি আবার ভারতীয় ভেষজ বিদ্যা অর্জন করতে বহু ভেষজ উদ্ভিদ লাগিয়েছিলেন। অক্ষয় কুমার দত্তের তিনি খণ্ডে রচিত 'চারুপাঠ' ছাত্রদের কাছে খুব জনপ্রিয় ছিল। সেই কারণে বিদ্যাসাগর এই উদ্যানের নাম দিয়েছিলেন-'চারুপাঠ চতুর্থভাগ।' বাড়ির ভিতরে তৈরি করেছিলেন ভূতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। সেখানে ছিল বিভিন্ন যুগের প্রস্তরখণ্ডের নমুনা, ফসিল। শরীর সঙ্গ দিত না, তবুও কলকাতা জাদুঘর এবং শিবপুর বোটানিক্যাল উদ্যানে নিয়মিত যেতেন। জাদুঘরে লাঠি নিয়ে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল বলে সঙ্গীর কাঁধে ভর রেখে চলতে হতো। সঙ্গীর হাতে থাকতো বই। সেখানে ছাপা বইয়ের সঙ্গে প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু মিলিয়ে নিতেন। বর্তমান কালে সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশ'-এর একটি স্লোগানের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ে যাচ্ছে- 'জানার কোনও শেষ নাই। জানার প্রয়োজন বৃথা তাই।' এই স্লোগানটি তৈরি হওয়ার দুশো বছর আগে জানার অতীব আগ্রহ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত । ছাত্রদের কাছে বিজ্ঞানের প্রতিটি দরজা খুলে দিয়েছিলেন। সেটা হচ্ছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেটা যে কোনও বিজ্ঞান হতে পারে। প্রতি বিজ্ঞানের গুরুত্ব রয়েছে সমাজ জীবনে। রাজনৈতিক জীবনে। ব্যবহারিক জীবনে। সাহিত্য সংস্কৃতি জীবনেও বিজ্ঞানের অবদান রয়েছে। বিজ্ঞান ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। জীবনের প্রতি পদে পদে বিজ্ঞানের অবদান রয়েছে। অক্ষয় কুমার দত্ত সেই অবদানের কথাকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞানের প্রতি কক্ষে কক্ষে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং অনুসন্ধান করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর ও অক্ষর কুমার দত্তকেই বছরে জন্মগ্রহণ করছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ব্রাহ্মণ ঘরে এবং অক্ষর কমার দত্ত কায়স্থ ঘরে। বিদ্যাসাগর শৈশব কাল থেকে একমুখী সংস্কৃত শিক্ষার পরিমণ্ডলে বড়ো হতে থাকেন। ইংরেজি পাশচাত্য দর্শন প্রভৃতি শেখেন নিজের তাগিদে। পরে সংস্কৃত চর্চার জমিতে পাশচাত্য দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বীজ ছড়িয়েছিলেন পরিণত বিদ্যাসাগর। অক্ষয় কুমার দত্ত ষোল বছর বয়স থেকেই ইংরেজি সাহিত্য, অন্যান্য পাশচাত্য ভাষা, আধুনিক গণিত, আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন শিখতে থাকেন। ফলে অল্প বিষয়ে নানা বিষয়ে বহুমুখী চর্চায় অভ্যস্থ হয়ে ওঠেন অক্ষয় কুমার দত্ত। তবে আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ে অবহিত ও আগ্রহী হলেও হাতেকলমে বিজ্ঞান চর্চার অভিজ্ঞতা ছিল না বিদ্যাসাগরের। কিন্তু অক্ষয় কুমার দত্ত সব সময়ে বিজ্ঞানকে পরীক্ষা করে গ্রহণ করতেন। আইনী স্বীকৃতির দ্বারা বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু অক্ষয় কুমার দত্ত বিধবা বিবাহকে বৈজ্ঞানিক মানব-সম্মত বলে গ্রহণ করেছিলেন। বিবাহ জীবন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন রয়েছে বিজ্ঞানের সেটাও অক্ষয় কুমার দত্ত প্রচার করে গিয়েছেন। সারা জীবন ধরে মানব জীবনের সব কিছুকে বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে দেখে গিয়েছেন। উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। সমাজ বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। ধর্মও বিজ্ঞান ছাড়া চর্চিত হতে পারে না। বিজ্ঞানকে সমানে রেখে ধর্মের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে। অতীতে অন্ধ বিশ্বাসের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। এসেছে যুক্তি তর্ক বিজ্ঞান। যুক্তি তর্কের জালে বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে সত্যকে বের করে নিয়ে এসে তাকে গ্রহণ করতে পারলেই তবেই মানব জীবন সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে এটাই বিশ্বাস করতেন অক্ষয় কুমার দত্ত।

এখনও কলকাতার বনেদি বাড়ির রথযাত্রা অম্লান

বিশেষ প্রতিবেদন

পুরানো সেই দিনের কথা কলকাতার বনেদি বাড়ির রথযাত্রা - রামকানাই দত্তের রথযাত্রা। কলকাতা। ১৯৫৭ সাল। মেঘলা আকাশ, ঝিরঝিরে বৃষ্টি, পাড়ার তেলেভাজার দোকানি আজ ব্যস্ত দোকান ধোয়া-মোছায়, তৈরি নতুন উনুনও। আজ যে জগন্নাথের নিজের বাড়ি ফিরে যাওয়ার পালা! বাঙালির তেরো পার্বণের শুরু হয় রথযাত্রার দিন থেকেই।

কলকাতার বেশ কিছু বনেদি বাড়ির রথযাত্রার উৎসব যথেষ্ট বিখ্যাত। একটা সময় মধ্য কলকাতার বউবাজার অঞ্চল থেকে বের হত ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় গোটা তিরিশেক রথ। কোনওটা পিতলের, কোনওটা রুপোর, আবার কোনওটা কাঠের উপর লোহা দিয়ে সাজিয়ে। এর মধ্যে উত্তর কলকাতার তারক প্রামাণিক রোডের প্রামাণিক বাড়ির পিতলের রথটি আনুমানিক ২৫০ বছরের পুরোনো। তারক প্রামাণিকের বাবা গুরুচরণ প্রামাণিকের আমলে হুগলির ব্যান্ডেলে পারিবারিক কাঁসা-পিতলের কারখানাতে তৈরি হয়েছিল ১৪ ফুট উচ্চতার পিতলের এই রথ, যার ওজন প্রায় ২২ টন। রথের দিন এই রথটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হত বড়বাজারের কারখানায়। সেখানেই থাকত সাত দিন। তার পর আবার উল্টোরথের দিন টেনে নিয়ে আসা হত বাড়িতে। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অবশ্য সাবেকি প্রথা মেনে তাকে টানা হয় বাড়ির উঠোনেই।

রথ মানেই জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ি যাত্রা আর উল্টোরথ মানে মাসির বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরে আসা। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে এই মাসির বাড়ি আসলে জগন্নাথের বান্ধবী 'পৌর্ণমাসি'-র বাড়ি। কালক্রমে এই 'পৌর্ণমাসি' যে কী ভাবে জগন্নাথের মাসি হয়ে গেলেন! সেখানে সাত দিন কাটিয়ে জগন্নাথ যখন মন্দিরে ফেরেন তখন তাঁর অভিমানী স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী তাঁকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেন না! কষ্টেসৃষ্টে জগন্নাথ রসগোল্লা পাঠিয়ে স্ত্রীর মানভঞ্জন করেন।

তার পরে মেলে তাঁর মন্দিরে প্রবেশাধিকার!

শ্রীক্ষেত্র পুরীর রথযাত্রার মতোই বাংলার বিভিন্ন স্থানের রথযাত্রা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীরামপুরের মাহেশ, গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবন চন্দ্রের রথের পাশাপশি মহিষাদলের রাজবাড়ির গোপাল জিউর রথ প্রসিদ্ধ। পুরনো কলকাতার বাসিন্দা শেঠ-বসাকদের গৃহদেবতা গোবিন্দজির রথযাত্রা ছিল উল্লেখযোগ্য। শোনা যায় বৈঠকখানা থেকে লালদিঘি পর্যন্ত এই রথ টানা হত। কলিকাতার ইতিবৃত্ত গ্রন্থে প্রাণকৃষ্ণ দত্ত এর উল্লেখ করেছেন। এর পাশাপাশি সেকালে পোস্তার রথও ছিল নাম করা।

সেকালে জানবাজারের রানি রাসমণির বাড়ির রথযাত্রা ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়। পুরনো রথটি ছিল রুপোর। সেটি তৈরি করতে সে যুগে খরচ হয়েছিল এক লক্ষ ২২ হাজার ১১৫ টাকা। সেই রথের সঙ্গে ছিল দু'টি সাজানো ঘোড়া, একটি সারথি এবং চারটি পরী। এগুলিও ছিল রুপোর। এই রথযাত্রা শুরু হয় ১৮৩৮ সালে। রথযাত্রা উপলক্ষে সে যুগে যুঁই ফুলের মালা কেনা হত কম করে আড়াই থেকে তিন মণ। আগে জানবাজারের রানি রাসমণির বাড়িতে হলেও এখন এই রথযাত্রা হয় দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে। রানির গৃহদেবতা রঘুনাথ জিউ বেশ কিছু বছর আগে মন্দির চত্বরে রাধাকৃষ্ণের দেবালয়ে স্থানান্তরিত হয়েছেন। সে কালে রানি রাসমণির রথে থাকতেন অসংখ্য মানুষ। ঢাক ঢোল সানাই জগঝম্পের শব্দে চারিদিকে জানান দিয়েই কলকাতার রাজপথে এগিয়ে চলত রথটি। সঙ্গে থাকত নানা রকমের সং।

রামকানাই দত্তের বাড়িতে ধুমধাম করে পালিত হয় রথযাত্রা। বউবাজার অঞ্চলেই যদুনাথ দত্তের ঠাকুরবাড়িতে গত ১১৯ বছর ধরে সাড়ম্বরে হয়ে আসছে রথযাত্রা। শোনা যায়, যদুনাথ ছোটবেলায় জগন্নাথের পুজো করতেন। পরে তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়ে ঠাকুর বাড়িতে জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা করেন। এই পরিবারের গৃহদেবতা জগন্নাথ। এখানে নেই সুভদ্রা ও বলরামের বিগ্রহ। স্নানযাত্রার পরে জগন্নাথ অসুস্থ থাকেন। রথের আগের দিন তিনি নবযৌবন লাভ করেন। সোজা রথ ও উল্টো রথের দিন আজও সুসজ্জিত রথ রাস্তায় বের হয়। রথ উপলক্ষে রুপোর সিংহাসনে বসানো হয় দেবতাকে। রথের সময় পরিবারের আত্মীয়রা যাঁরা জগন্নাথকে নিমন্ত্রণ করেন তাঁদের বাড়িতে রথ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিশেষ পুজো-ভোগ হয়, একে বলে 'দ্বারে ভোগ'। সোজা রথের পরের দিন থেকে উল্টো রথের আগের দিন পর্যন্ত বিশেষ পুজো ও ভোগ। হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। থাকে লুচি, ভাজা, ফল, মিষ্টি, দই। রথ উপলক্ষে বসে নহবত। রাজবেশ, পদ্মবেশ, উল্টো রথের দিন ফলের মালা পরানো হয়। উল্টো রথের দিন জগন্নাথ ফিরে আসার পরে রাতে লক্ষ্মীর সঙ্গে মালা বদল করে বিয়ের আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়। একে বলে যুগল মিলন।

বউবাজার অঞ্চলে গোবিন্দ সেন লেনে জগন্নাথ বিগ্রহ ও রথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চুনিমনি দাসী প্রায় ১২৫ বছর আগে। পাঁচটি চূড়াবিশিষ্ট ত্রিতল এই রথে সাবেক শিল্পরীতির নমুনা দেখা যায়। রথের চার দিকে আছে চারটি পুতুল এবং রথের গায়ে আঁকা আছে দেবদেবীর ছবিও। শোনা যায়, এক বার পুরীর নব কলেবরের সময় অবশিষ্ট এক খণ্ড নিমকাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছিল এই পরিবারের নিমকাঠের জগন্নাথ বিগ্রহটি। এই বিগ্রহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে শালগ্রাম শিলা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, স্নানযাত্রার পরে হয় বিগ্রহের অঙ্গরাগ। আগে রথের দিন ও উল্টো রথের দিন পথে রথ বের হতো। এখন আর রথ রাস্তায় বেরোয় না। বাড়ির উঠোনেই টানা হয়। রথ উপলক্ষে আজও জগন্নাথের রাজবেশ এবং বামনবেশ হয়। এই সময় প্রতি দিন বিশেষ ভোগও দেওয়া হয়। তার মধ্যে থাকে খিচুড়ি, পোলাও, লুচি, চচ্চড়ি, মালপোয়া, গজা, রসগোল্লা ইত্যাদি। এখনও প্রতি বছর পুরী থেকে পাণ্ডারা আসেন রথ উপলক্ষে। মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের মার্বেল প্যালেসে আজও বেলোয়ারি কাচের ফানুসে, রেড়ির তেলে ও মোমবাতির আলোয় গৃহদেবতা জগন্নাথকে রাখা হয়। স্নানযাত্রার দিন থেকেই শুরু হয় উৎসব। প্রথা অনুসারে স্নানযাত্রার পরে জগন্নাথ অসুস্থ হন এবং তাঁকে পাচন দিয়ে সুস্থ করা হয়।

সম্পাদক সমীপেষু

বাংলার বীরাঙ্গনা রানির দক্ষতা

উত্তরপ্রদেশের হরইদ -বুধাওন-শাহাজানপুরের জমিদার পত্নী বাঙালি কন্যা,নিজের জমিদারিতে ছিলেন মুকুটহীন রানি। কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ স্বামী সস্নেহে জায়া সুদক্ষিণা কে ঘোড়ায় চড়া , বন্দুক ছোড়া শিখিয়েছেন। ইংরেজদের মত ঝরঝরে ইংরেজি বলতেন। স্বামীর প্রয়াণের পরে ঘোড়া ছুটিয়ে নিজে সরেজমিনে নিজেদের জমিদারি দেখে আসতেন। সমসাময়িক ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা জানতেন সুদক্ষিণার মত মনে প্রাণে ব্রিটিশ বিদ্বেষী আর দুটি নেই। ব্রিটিশ শাসকরা এই বাঙালি কন্যাকে তিনবার 'মহারানি' খেতাব দিতে চাইলেও প্রতিবার তিনি প্রত্যাখান করেছিলেন ব্রিটিশ খেতাব।

অন্য গাঁয়ে অথবা অন্য জমিদারিতে ডাকাতি হলেও তাঁর জমিদারি ছিল এসবের উর্ধ্বে। প্রজারা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলত রামরাজত্বে বাস করি। রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতায় তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন অনেক ব্রিটিশ পুরুষ রাইফেল শুটার। একসময় জমিদারি দেখাশোনার সঙ্গে জনকল্যাণ ও লোকসেবায় মন দেন। স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। সংগীতের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতেন। 'দি ইন্ডিয়ান ভিলেজগার্ল ' নামে একটি সুর দিয়েছিলেন, রেকর্ডে এই সুর বেশ জনপ্রিয় হলেও সব কৃতিত্ব দিয়েছিলেন দাদা হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। শাহাজাহানপুর থেকে যখন কলকাতায় আসতেন সকালবেলাটা কাটিয়ে দিতেন সংগীতচর্চায়।

আটটি বোনের সবার ছোট সুদক্ষিণা,পোশাকি নাম পূর্ণিমা। জন্মের পরে পিতাকে হারিয়ে দাদা-দিদিদের কাছে আদরে বড় হয়েছেন। অসমান্য সুন্দরী এই কন্যার রূপ চাঁদের ষোলো কলার মত ছড়িয়ে পড়লে সবার চোখ খুলল। এমন সুন্দরীর যে রাজারাজড়ার ঘরের বধূ হিসেবে মানায়। অতএব তাঁর তেমন বর দরকার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা সুদক্ষিণা দেবীর বর অচিরেই পাওয়া গেল বুধাওনের অধিবাসী জমিদার পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ পাণ্ডে। এক দিকে তিনি কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ, আবার আইসিএস অফিসার। মননে যথেষ্ট প্রগতিশীল মানুষ। সুদক্ষিণার কর্মস্থল যেহেতু উত্তরপ্রদেশের হরইদ-বুধাওন-শাহাজানপুর,তাই বাংলায় তিনি একরকম অপরিচিতা। রান্নার লক্ষ্মৌ প্রণালী লিখতেন,প্রজ্ঞাসুন্দরীর মত হয়ত রান্নার হাত ভাল ছিল! অথবা বাপের বাড়ির দেশের লোকের মুখে শ্বশুরবাড়ির সুখাদ্য তুলে দেওয়ার স্বাভাবিক ইচ্ছায় কলম ধরেছিলেন। নিজস্ব একটা হাতি ছিল ওই হাতির পিঠে চেপেও বেড়াতেন। জ্বালাপ্রসাদ যখন প্রয়াত হলেন তখন সুদক্ষিণা মাত্র সাতাশ। অনেকেই হয়ত ভাবলেন ওদের জমিদারিটা এবার লাটে উঠবে! নিঃসন্তান রূপসী সুদক্ষিণার পাণিপ্রার্থনা করে একজন ইংরেজ! তিনি কর্ণপাত করেননি। ভ্রাতুষ্পুত্র বাসব ঠাকুর লিখেছেন, ওই অল্পবয়সি বিধবার কাছে ওখানকার যে সব বিশিষ্ট লোক বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের সকলকে তিনি ভদ্রভাবে প্রত্যাখান করেন। সুদক্ষিণা ছিলেন সত্যি কারের দোর্দণ্ডপ্রতাপ্বিত জমিদারের দোর্দণ্ডপ্রতাপ্বিতা পত্নী। তাঁর প্রতাপে ইংরেজ অফিসারেরাও তটস্থ হয়ে থাকতেন।

জমিদার হিসেবে নয় সমাজসেবা করে সুদক্ষিণা কাইজার - ই-হিন্দ মেডেল পেয়েছেন। শেষ জীবনে পোষ্যপুত্রের সাথে সম্পর্কের অবনতি হলে সব ছেড়ে ছুড়ে কলকাতায় চলে আসতে চেয়েছিলেন তখন আকস্মিক ভাবেই তাঁর মৃত্যু হয়। বাংলায় বহু বীরাঙ্গনা মহিলার জন্ম গ্রহণ করেছিলেন যাদের কথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি।

বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে এলেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ জুলাই ঃ বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে এলেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া, বামনগোলা ব্লকের, গোবিন্দপুর মহেষপুর পঞ্চায়েত, সাপমারী, ময়নাফালা, গোয়াপাড়া, আমরাতুলি, মালডাঙ্গা, গুনাইডাঙ্গা, এলাকায় প্রায় ৫০০০ হাজার পরিবারের বসবাস। তাদের সবরকম ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা শাসক। যদিও সাপমারী গ্রামবাসী, দাবি এলাকাবাসী সুবিধার জন্য একটা ব্রিজ খুব দরকার। এছাড়াও এলাকার স্কুল পরিদর্শন করেন জেলাশাসক, স্কুল খোলার নির্দেশ দিয়েছে। এবং গ্রামের প্রতিটা বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য বিষয়ে ঘুরে দেখার কোনরকম অসুখ- বিসুখ হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে বিএমওএইচকে নির্দেশ দেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া, এডিএম জি, সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং, বামনগোলা বিডিও মনোজিত রায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, জেলা পরিষদের কর্মদক্ষ পূর্ণিমা বারুই দাস সহ সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা।

কৃষকদের সুবিধার্থে মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে চালু হলো কৃষি সমবায় ব্যাংক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ জুলাই ঃ কৃষকদের সুবিধার্থে এই প্রথম

মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে চালু হলো কৃষি সমবায় ব্যাংক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় এই কৃষি সমবায় ব্যাংকের উদ্বোধন হল । মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বাবলার রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেহেরাপুর এলাকায় এই কৃষি সমবায় ব্যাংকটি চালু হয়েছে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন সহ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রশাসনের কর্তারা। আগামী দিনে কৃষকেরা এই কৃষি সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে বিপুল সুবিধা পাবেন বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী।

তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সর্তকতা জারি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ জুলাই ঃ তিস্তার মেখলিগঞ্জ এবং এনএইচ ৩১ জলঢাকা নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় শনিবারও লাল সর্তকতা জারির পাশাপাশি তিস্তার দোমোহানিতে অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতা জারি রয়েছে বলে এদিন সকালে সেন্ট্রাল ফ্ল্যাড কন্ট্রোল রুম জলপাইগুড়ি সূত্রে জানা যায়। আজও জলপাইগুড়ির বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন। ফুঁসছে তিস্তা, জলঢাকা, করলা সহ জেলা বিভিন্ন নদী গুলো। আজ ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ অনেকটাই বেশি। গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে শনিবার সকাল ছটা এবং সাতটায় জল ছাড়ার পরিমাণ অনেকটাই বেশি। তবে এদিন সকাল থেকে নতুন করে বৃষ্টি না হওয়ায় কিছুটা হলেও স্বস্তি জলপাইগুড়িবাসীর। সকাল থেকে জেলা জুড়েই মেঘলা আকাশ। এদিন সকালে জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ড পরেশ মিত্র কলোনি করলা নদী সংলগ্ন জলমগ্ন এলাকার বাসিন্দারা স্থায়ী নদী বাঁধের দাবি জানান। আজও বাড়ি রাস্তায় জলে জলমগ্ন। সাইকেল নিয়ে জুতো হাতে জল পেরিয়ে যাতায়াত স্কুল পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষের। বিগত এক মাসে এই এলাকায় তিন থেকে চার বার জল ওঠার কারণে বাড়ির আসবাবপত্র জলে নষ্ট হয়ে যায় বলে অভিযোগ। চরম দুর্ভোগে বাসিন্দারা। আজও জলমগ্ন জেলার বিভিন্ন ব্লকে বেশ কিছু এলাকা। তবে প্রশাসন সমস্যা সমাধানে সর্বত্রভাবেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে খবর।

ডেবরায় মৃত্যু নাবালক-সহ তিন জনের

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৩ জুলাই ঃ সেপটিক ট্যাঙ্কে নেমে ৩ জনের রহস্যমৃত্যু। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায় ডেবরায়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ট্যাঙ্কে মজুত করে রাখা মহুল থেকে বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হয়েছিল। সেই গ্যাসের কারণেই মৃত্যু। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের নাম সুজন সরেন (১৫), বদ্রীনাথ হেমব্রম (৫৮) এবং বাপি বাস্কে (৪৫)। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ''সেপটিক ট্যাঙ্কে কী জন্য এঁরা নেমেছিলেন, তার তদন্ত শুরু হয়েছে। তিন জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।'' যে বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে, তার মালিক রবি মুর্মুকে আটক করেছে পুলিশ। সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে তিন তিনটি দেহ উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে স্থানীয়েরা নানা অভিযোগ করছেন। তাঁদের দাবি, সকালে সেপটিক ট্যাঙ্কে নেমেছিল নাবালক সুজন সরেন। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ায় ওই কিশোর উঠে না আসায় বদ্রীনাথ তাকে উদ্ধার করতে নামেন। তিনিও উঠে না আসায় বাপি সেপটিক ট্যাঙ্কে নামে। পর পর তিন জন ওই সেপটিক ট্যাঙ্কে প্রবেশ করলেও কেউই উঠে আসতে পারেননি। এই খবর ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয়দের মধ্যে। খবর যায় ডেবরা থানায়। পরে স্থানীযদের তৎপরতায় তিন জনকে উদ্ধার করে ডেবরা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। কিন্তু, কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তিন জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।

গাড়ি চালকদের নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচী

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৩ জুলাই ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ ও কোলাঘাট হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে কোলাঘাট, দেউলিয়া ও মেছেদা এলাকায় গাড়ি চালকদের নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচী। গত একমাসে কোলাঘাট, মেছেদা এলাকায় বেশকয়েকটি পথদুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে। তাই সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচীর মাধ্যমে সাধারন মানুষ থেকে শুরু করে বাইক চালক ও ট্রেকার চালকদের সচেতনতার জন্য একাধিক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। কোলাঘাট হলদিয়া মোড়ে কোলাঘাট হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে ট্রেকার, মারুতী চালকদের নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচী নেওয়া হয়। এদিনের কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক ইন্সপেক্টর বিপ্লব কুমার মন্ডল, কোলাঘাট ট্রাফিক ওসি দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, ট্রাফিক এ এস আই সুশান্ত চিনি সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিক।

রিলস বানানোর মোহ! অণ্ডালে দামোদর নদে ডুবে মৃত্যু দুই যুবতীর

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৩ জুলাই ঃ 'রিলস' কাড়ল প্রাণ। দামোদরে তলিয়ে গেল ২ যুবতী। ১ কিশোরীর উদ্ধার হল নিথর দেহ। এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ আর এক। মৃত যুবতীর নাম বিউটি পাসওয়ান(২০)। রাঁচির বাসিন্দা। এখনও খোঁজ মেলেনি অন্ডালের রেল কলোনির জ্যোতি প্রসাদ নামের বছর ২৫ এর যুবতীর। এলাকাবাসীর বক্তব্য, রেল কলোনির জ্যোতি প্রসাদের বাড়িতে রাঁচি থেকে দুই আত্মীয় বিউটি পাশওয়ান (২০) এবং প্রিয়াঙ্কা পাশওয়ান আসেন। শনিবার সকালে তিনজনে মিলেই পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্ডালের বাসকা ফিল্টার হাউসের সামনে দামোদর নদীর পাড়ে যায়। সেখানে গিয়ে মোবাইল হাতে নিয়ে রিলস বানাতে থাকে। তখনই প্রিয়াঙ্কা পড়ে যাচ্ছে দেখে নদীর জলে ঝাঁপ দেন জ্যোতি আর বিউটি। প্রিয়াঙ্কা কোনও রকমে নদীর পাড়ে উঠে এলেও তলিয়ে যেতে থাকে জ্যোতি আর বিউটি। প্রিয়াঙ্কার চিৎকার শুনে স্থানীয়রা নদীর জলে ঝাঁপায়। ততক্ষণে জ্যোতি আর বিউটি তলিয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর বিউটিকে উদ্ধার করা গেলেও, উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি জ্যোতিকে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিউটিকে অন্ডাল ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অন্ডাল থানার পুলিস। তলিয়ে যাওয়া যুবতীর সন্ধানেও চলছে তল্লাশি। প্রত্যক্ষদর্শী মিন্টু বসু বলেন, 'ওই তিনজন যুবতী রিলস বানাচ্ছিল দামোদর নদীর পাড়ে। তখনই প্রিয়াঙ্কার পা পিছলে যেতেই আরো দুই যুবতী নদীতে ঝাঁপ দেয়। প্রিয়াঙ্কা উঠে এলেও ওই দুই যুবতী তলিয়ে যায়। আমরা সকলে মিলে এক যুবতীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎকসরা মৃত বলে ঘোষণা করে। আর এক যুবতীর এখনো খোঁজ পাওয়া যায়নি, খোঁজ চলছে।' প্রসঙ্গত, গত বছরই রিলস বানাতে গিয়ে ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে এক তরুণী। জানা যায়, তিনতলা থেকে পড়ে গিয়ে দুই পা ভেঙে যায় তরুণীর! শুধু তাই নয়, পা বাদ দেওয়ার মতো পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছিল। আপকালীন অস্ত্রোপচার করে কোনওমতে পা বাঁচালেন চিকিৎসকরা। জানা গিয়েছে, ওই তরুণীর নাম তণ্বিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ি, উত্তর ২৪ পরগনার বিরাটিতে। কালিপুজোর পরের দিন, সোমবার দুপুরে বাড়ির তিনতলার ছাদে ওঠে রিলস বানাচ্ছিলেন তিনি। তারপর? অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে যান বছর সাতাশের ওই তরুণী। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে আসা হয় আরজিকর হাসপাতালে।

নদীয়ায় চলছে মহিলা চাষীদের দ্বারা কৃষি কাজে উন্নতি সাধন

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৩ জুলাই ঃ মহিলা চাষি দ্বারা কৃষি কাজে ব্যাপক হারে উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে কৃষ্ণনগর ১ ও ২, তেহট্ট ২, কালীগঞ্জ, হাঁসখালী ও চাকদহ ব্লক সহ নদীয়ায় ৬ টি ব্লককে নিয়ে এফপিসি গঠন করে শুরু হয়েছে কৃষি কাজ। এইচডিএফসি পরিবর্তন প্রকল্পের মাধ্যমে সোশ্যাল অ্যান্ড ট্রান্স ফরমেটিভ রুরাল ইকোনমি এমপাওয়ারমেন্ট বা স্ট্রি প্রকল্পের অধীনে এনে তা বাস্তবায়িত করেছে গ্রান্ট থর্নটন ভারত নামক এক সংস্থা। ফলে বহু কৃষক সামাজিক সম্মান ও আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। সমস্ত এফপিসি'ই মহিলা চাষীদের দ্বারা পরিচালিত। ৬ হাজারেরও অধিক মহিলা চাষী সংঘবদ্ধ হয়ে ৬ টি এফপিসি গঠন করে কৃষকদের সঠিক চাষের পদ্ধতির প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। কালো বাজারী রুখতে ন্যায্য মূল্যে সার, কীটনাশক ও বীজ প্রদান করা ও জি ৯ জাতের কলা চাষেরও প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তারা। এছাড়াও তাদের উৎপাদিত দ্রব্য সঠিক মূল্যে বাজারজাত করার জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে। নতুন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে পাট চাষেও নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে মহিলা চাষীরা। জেসিআই এর সাহায্যে বিগত বছর থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবছর মহিলা দ্বারা পরিচালিত এফপিসি গুলি চাষীদেরকে বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে এবং চাষীদের উচ্চ মান সম্পন্ন পাট উৎপাদনের লক্ষ্যে পাট পচানোর পাউডার বিতরণ করার অঙ্গীকার নিয়েছে। ফল স্বরূপ চাষীরা উচ্চমানের পাট চাষ করতে পারবেন অল্প খরচে এবং অবশ্যই সামান্য পরিমাণে জলের ব্যাবহারে। গ্রান্ট থর্নটন ভারত দ্বারা পরিচালিত এফপিসি গুলি সর্বস্তরের চাষীদের সহায়তা করতে বদ্ধপরিকর।

বাজার পরিদর্শনে স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের একটি দল, সবজির দাম জেনে অসন্তোষ প্রকাশ আধিকারিকদের

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১৩ জুলাই ঃ শনিবার দৈনিক বাজার পরিদর্শন করল স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের একটি দল। এদিনের এই পরিদর্শনে ছিলেন মালবাজারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দিলীপ বিশ্বাস, জয়েন্ট বিডিও সঞ্জয় দত্ত, মালবাজার পুলিশ আধিকারিক-সহ অন্যান্যরা। এদিন মাল মহকুমার ওদলাবাড়ি, ক্রান্তি-সহ বিভিন্ন সবজির মান্ডি ও বাজার পরিদর্শন করেন আধিকারিকেরা। সবজিবাজারে দোকানদারদের কাছে সবজির দাম কত জেনে নেন আধিকারিকেরা। তবে কিছু কিছু সবজির দাম নিয়ে আধিকারিকেরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন। একই বাজারে সবজির দাম বিভিন্ন দোকানে বিভিন্নরকম-- কম- বেশি রয়েছে। পাশাপাশি, পাইকারি বিক্রেতাদের কাছ থেকেও কাঁচা মালের দামদরের খোঁজ নেন আধিকারিকেরা। মালবাজারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দিলীপ বিশ্বাস বলেন, বিভিন্ন বাজারে শনিবার সবজির দাম যাচাই করা হয়। কিছু কিছু দোকানে সবজির দাম-দরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আজ শুধু পরিদর্শন করে সবজির দাম দর জানা হল এবং বিক্রেতাদের সতর্ক করা হয়েছে। আবার অভিযান করা হবে। তখন যদি সবজির দামদরে গরমিল থাকে, তাহলে আইন অনুযায়ী ব্যাবস্থা নেওয়া হবে। এদিন শনিবার কলকাতাতেও এক ছবি। টাস্ক ফোর্স এবং কলকাতা পুলিসের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের সঙ্গে টালিগঞ্জ এবং গড়িয়াহাট থানার পুলিস যৌথভাবে লেক মার্কেট এবং গড়িয়াহাট মার্কেটের সবজি বাজারে অভিযান চালায়। উত্তর কলকাতার বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালানোর ফলে কিছু জায়গায় জিনিসপত্রের দাম কমলেও দক্ষিণ কলকাতায় বাজারগুলিতে কিন্তু দাম তেমন কমেনি। বরং দাম অনেকটা বর্ধিত হারেই রয়েছে। সেই সূত্রেই , শনিবার গড়িয়াহাট এবং লেক মার্কেটে অভিযান চালানো হয়। যেটা জানা গেল, এই মার্কেটগুলিতে অন্য মার্কেটের চেয়ে সবজির দাম এখনও অনেকটা বেশি। ফলে, এই দুই বাজারের বিক্রেতাদের সাবধান করা হল, তাঁরা যেন অচিরেই দাম কমান। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন ১০ দিনের মধ্যে বাজারদর কমাতে হবে। তারপর অনেকগুলি দিন কেটে গিয়েছে। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে কড়া নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পরই টাস্ক ফোর্স, কলকাতা পুলিসের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের যৌথ উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন বাজারে হানা চলেছে। সবজির দাম অতিরিক্ত নিলে চলছে ধমক। দেওয়া হচ্ছে ব্যবসায়ীদের জেলে ভরে দেওয়ার হুমকিও। তবে গত কয়েকদিন ধরে বাজার পরিদর্শনের জেরে দাম কমতে শুরু করেছে, এ-ও ঠিক। নজরদারি থাকলে যে, বাজারদর নিয়ন্ত্রণে থাকে, তেমনটা মানছেন টাস্ক ফোর্সের অন্যতম সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলেও। নজরদারির অভাবে এতদিন তাহলে বাজারদর আকাশছোঁয়াই ছিল?

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, জেলা প্রশাসনের তৎপরতা এবং প্রতিনিয়ত টাস্ক ফোর্স এর অভিযানের পরেও বিন্দু মাত্র ফারাক পড়লো না কোচবিহারের সবজি বাজারে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক, বাজারে অভিযান সবটাই যেন বিফলে। বাজারে ৩০ টাকার আলু ৩০ টাকাতেই বিক্রি হচ্ছে। পেঁয়াজ ৪৫ টাকা কেজি এবং ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। ৫০ টাকা নিচে নেই কোন সবজি। লঙ্কার দম যা ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুধুই দুদিন ধরে বাজারে বাজারে ঘুরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা। শনিবার সকাল সকাল কোচবিহারের ডোডেয়ার হাটে পৌঁছে যায় টাস্ক ফোর্স। আলু, পেঁয়াজের গদির মালিকদের সঙ্গে কথা বলেন তারা। একই সঙ্গে পাইকারি বাজারে আদা, রসুন, লঙ্কা সহ বিভিন্ন শাকসবজির পাইকারি দামদর যাচাই করেন। এবং দাবী করেন তারা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বাজারে যাচ্ছেন এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলছেন। ইতিমধ্যেই তার প্রভাব বাজারে পড়তে শুরু করেছে। এই টাস্ক ফোর্স এর অন্যতম আধিকারিক কোচবিহার জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন দত্ত বলেন, কোল্ড স্টোরেজ মালিক এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলার পর পাইকারি বাজারে শাক - সবজির দাম কিছুটা কমেছে। এর প্রভাবটা যাতে খুচরো বাজারে পরে তা ইনসিওর করতেই আমরা আজ এসেছি। পাইকারি বাজারের সঙ্গে খুচরো বাজারের তফাটা বোঝার জন্যই কার্যত আজ এই হাটে আসা। আমাদের অভিযান লাগাতার চলবে।

১৩ জুলাই আইএন টিইউসি সেবা দলের পক্ষ থেকে একটি অভিনব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ ১৩ জুলাই আইএনটিইউসি সেবা দলের পক্ষ থেকে একটি অভিনব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় যেটির শান হয় বউবাজার লেডি দাফ রিন ভিক্টোরিয়া হসপিটালে সামনে আজকের অভিনব কর্মসূচির মূলত দাবী হয় গত কয়েকদিন ধরে খাদ্য দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। শাকসবজি দাম আগুন ছোঁয়া। সাধারণ মানুষ বাজারে শাক সবজি কিনতে গিয়ে চক্ষু চরম গাছ হয়ে উঠছে। সমাজের মধ্যবিত্ত ও সবশ্রেণীর মানুষের উপর প্রভাব ফেলছে এই শাকসবজির দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দশ দিন ধরে স্পেশাল ট্রাস্ট ফোর্সের আধিকারিকরা বাজারে বাজারে গিয়ে পরিদর্শন করছেন কারণ জানার চেষ্টা করছেন কেন শাকসবজির দাম এত বেশি। কিন্তু তারপর ও স্বস্তি মিলছে না সাধারণ মানুষদের । তার ঐ প্রতিবাদে আজ এই বর্ণাঢ্য কর্ম সূচী। আজ এই বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে সোনা দানা গয়নার চেও শাক সবজির দাম বেশি বর্তমান সময়ে যদি শাকসবজির দামে লাগাম না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু সোনার দোকানের সবজি বিক্রি হবে বউবাজারের বিবি গাঙ্গুলী স্ট্রিটের একটি অভিজাত গয়নার দোকানে আজ থেকে ভারী মেপে শাকসবজি বিক্রি হবে। যার যার কেনার ক্ষমতা আছে তারা কিনবেন। যাদের কোনো ক্ষমতা নেই তারা দোকানের বাইরে মা জীবন তো অন্য পূর্ণার স্টল থেকে বিনামূল্যে সবজি নিয়ে যাবে এই অভিনব রূপে আজকের কর্মসূচি গ্রহণ করা হলো ।

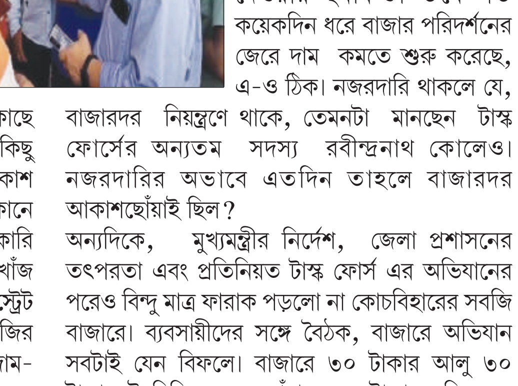

জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর হাতে খুন ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ জুলাই ঃ মাত্র ২০ শতক জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর হাতে খুন হতে হলো এক ব্যক্তিকে, আহত হয়েছেন আরো একজন। আহত চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার মোথাবাড়ি থানার চক প্রতাপপুরের টিটাহিপাড় এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম বাদরুদ্দোজা বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। আহত হয়েছে তৌসিফুল হাসান (৩৩) বছর। অভিযুক্তরা হলো নাজির হোসেন, মুনতান, ইফতিকার সহ বেশ কয়েকজন। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ২০ শতক জায়গা নিয়ে বিবাদ লেগেই থাকতো। পুনরায় সেই জায়গা দখল করতে আসছিল অভিযুক্তরা বলে জানা যায়। সেই সময় বাদরুদ্দোজা বাধা দেয়। সেই সময় তাকে বেধড়ক মারধর করা হয় ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলায় আঘাত করা হয়। কাকাকে মারধর করতে দেখে ভাইপো তৌসিফুল হাসান বাধা দিতে যায় তাকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। তড়িঘড়ি দুইজনকেই উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। জরুরি বিভাগেই চিকিৎসকেরা বাদরুদ্দোজা কে বলে ঘোষণা করে। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন মৃত ব্যক্তির ভাইপো তৌসিফুল হাসান। এইদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মোথাবাড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

টিবি রোগীদের নিয়ে সরকারি অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৩ জুলাই ঃ ১৩ জুলাই শনিবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ শুরু হয় নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের লোহাপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সভাকক্ষে এলাকার টিবি রোগীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে পাঁচ জন ওষুধ ব্যবসায়ী এগিয়ে এলেন ৩৪ জন দুঃস্থ টিবি রোগীদের ছয় মাসের দায়িত্বভার নেওয়ার জন্য। এই পাঁচ জন ওষুধ ব্যবসায়ী হলেন যোগানন দত্ত, জুলফিকার আহমেদ, নিউটন শেখ, নাসিরুদ্দিন শেখ, বিষ্ণু দত্ত। আজকে তারা ওই রোগীদের তিন মাসের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন পরবর্তীতে আরও তিন মাসের জন্য তারা তাদের দায়িত্বভার নেবেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক ড. শোভন দে , ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. সুরজিত কর্মকার সহ আরো আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানটি শেষ হয় শনিবার দুপুর দুটো নাগাদ।

মহানন্দায় তলিয়ে গেল যুবক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই ঃ ফুলবাড়ি মহানন্দা ব্যারেজের জলে পা ধুতে গিয়ে তলিয়ে গেল এক যুবক! ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ফুলবাড়িতে। তলিয়ে যাওয়া যুবকের নাম সুরাজ রায়। বয়স ২১ বছর। তার বাড়ি শিলিগুড়ি সংলগ্ন রাঙাপানি এলাকায়। জানা গেছে, রাঙাপানি থেকে শুক্রবার সন্ধ্যায় দুই ভাই বাইকে করে ফুলবাড়ী মহানন্দা ব্যারেজে ঘুরতে আসে। সেইসময় তাদের মধ্যে সুরোজ রায়ের পায়ে কাদা জাতীয় কিছু লাগায় সে ফুলবাড়ির মহানন্দা ব্যারেজের পা ধুতে জলে নামে। এতেই ঘটে বিপত্তি। পা পিছলে জলে তলিয়ে যায় যুবক। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আসে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ সহ পরিবারের সদস্যরা। বিপর্যয় মোকাবিলা দল গতকাল গভীর রাত পর্যন্ত তল্লাশি চালিয়ে তার খোঁজ পায়নি। শনিবার আবারও সেই যুবকের খোঁজ শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানা ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল।

বকেয়া বেতনের দাবিতে মেটেলি থানার শ্রমিকরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ জুলাই ঃ বকেয়া বেতনের দাবিতে জলপাইগুড়ির মেটেলি থানার দ্বারস্থ হল মেটেলি ব্লকের কিলকোট ও নাগেশ্বরী চা বাগানের স্টাফ ও সাব স্টাফরা। বাগান শ্রমিকদের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রতিমাসের ১০ তারিখ বাগানের স্টাফ এবং সাব স্টাফদের বেতন দেওয়ার কথা। চলতি মাসের ১২ তারিখ পেরিয়ে গেলেও এখনও বেতন পাননি তাঁরা। পাশাপাশি চুক্তি অনুযায়ী বাগান কর্তৃপক্ষ সুযোগ সুবিধাও প্রদান করছে না। এই সমস্ত অভিযোগ তুলে মেটেলি থানার দ্বারস্থ হল মেটেলি ব্লকের কিলকোট ও নাগেশ্বরী চা বাগানের স্টাফ ও সাব স্টাফরা। শনিবার সকালে এই দুই চা বাগানের স্টাফ ও সাব স্টাফরা মেটেলি থানায় গিয়ে যাবতীয় বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সময় মত বেতন প্রদান সহ চুক্তি অনুযায়ী যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দাবি জানানো হয়। অন্যদিকে, বাগান কর্তৃপক্ষ জানায়, 'দ্রুত স্টাফ ও সাব স্টাফদের বেতন ঢুকে যাবে।'

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কশ

সংশোধনী

নং. PCMM/CLW/HWH/E-Procurement/ Corrigendum/ 2417 তারিখঃ ১০.০৭.২০২৪। ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ তৈরির জন্য উপকরণ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার / এর নিম্নলিখিত সংশোধনী। সম্ভাব্য/ সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য wwwireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এগুলো ই-টেন্ডার এই টেন্ডারগুলির জন্য ম্যানুয়াল অফার বিডগুলি কোনও অবস্থাতেই গ্রহণ করা হবে না, শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক অফার বিডগুলি গ্রহণ করা হবে। এসএল নং (০১) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং, ক্রম.১৯৯ এর নং PCMM/CLW/ HWH/ E-Pprocurement/ 24/37 তারিখঃ ১৯।০৬।২৪। দরপত্র নং. ৩১২৪২৬৮৮. দরপত্র খোলার তারিখঃ দরপত্র খোলার তারিখটি বিদ্যমান এন্ট্রির পরিবর্তে '১৭।০৭।২০২৪' হিসাবে পড়তে হবে।

PR2/522 PCMM/CLW/Howrah

"Like us on: www.facebook.com/clwrailways"

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে মৌজা মালি পুকুরিয়া, জে এল -৫৪, আর.এস দাগ-১৩৮, এল.আর দাগ-১৪৮, এল.আর খাতিয়ান -৩৩২, রেজিস্ট্রি অফিস- সোনারপুর, পাওয়ার দলিল নং-৬৯৩ / ১৫, দলিলের অত্র পাওয়ার দাতা-(১) রাকেশ দাস পিতা- পালান চন্দ্র দাস (২) শ্রীমতী ঝরনা পাত্র স্বামী- আমিয় পাত্র, গ্রহীতা- পালান চন্দ্র দাস পিতা- স্বর্গীয় ভীম চন্দ্র দাস, পাওয়ার দলিল নং-১৩ / ২০০৫, দলিলের অত্র পাওয়ার দাতা- অমর চক্রবর্তী, গ্রহীতা - অমিয় চক্রবর্তী উক্ত পাওয়ার দলিল গুলির বিষয়ে যদি কারোর কোন আপত্তি থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে আগামী ৭ দিনের মধ্যে ৯৬৭৯২০৭৩৬৯ ফোন নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। অথবা বি.এল এণ্ড এল আরও অফিসে যোগাযোগ করিবেন। সোনারপুর বোস পুকুর কল-১৪৯।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল শ্রী পার্থ সরকার, পিতা স্বর্গীয় কালিপ্রসন্ন সরকার, সাকিন - ভূষিলা, পোষ্ট- দক্ষিন শিবরামপুর, থানা- বালুরঘাট, জেলা - দক্ষিন দিনাজপুর এর নির্দেষানুক্রমে সর্বসাধারানকে জানানো যাইতেছে যে, জনৈক ভবানী প্রসাদ সরকার, পিতা- স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র সরকার, সাং- সাহেব কাছারীপাড়া, পোঃ ও থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির মালিক থাকাবস্থায় গত ইংরাজী ২০২১ সালে বালুরঘাট ডি.এস.আর, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১৮৪০ নং আমমোক্তার দলিল বলে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি (১) শ্রীমতি নিশিতা রায় সরকার, স্বামী শ্রী পার্থ সরকার, সাকিন - ভূষিলা, পোষ্ট- দক্ষিন শিবরামপুর, থানা- বালুরঘাট, জেলা - দক্ষিন দিনাজপুর বরাবর বিক্রয়ের নিমিত্তে ক্ষমতা প্রদান। করিলে উক্ত আমমোক্তার নামা বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, তিনি আমার উপরোক্ত নামীয় মক্কেল বরাবর ০৮।০৯।২০২২ তারিখে বালুরঘাট এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৩৫৬৪ নং খোসকবলা দলিলমুলে উপযুক্ত এবং ন্যায্য মূল্যে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। বর্তমানে আমার মক্কেল তাহার খরিদাকৃত নিম্ন তপশীল সম্পত্তি নিজ নামে রের্কড করিতে ইচ্ছুক। নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে বা কেহ উক্ত মালিক বা দখলীকার থাকিলে বা রের্কড এর বিষয় কোনরুপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন সাক্ষরকারীর নিকট যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় ভবিষ্যতে উক্ত সম্পত্তিতে কোন বিষয়ে কোনরুপ আপত্তি আইনতঃ গ্রাহ্য হইবে না এবং কোনরুপ আপত্তি গ্রহন যোগ্য হইবে না।

তপশীল

জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর, থানা-বালুরঘাট, মৌজা- ভূষিলা, জে.এল. নং- ১১৬, খতিয়ান নং- ৩৬০, দাগ নং- এল. আর. ৯৬ (ছিয়ানব্বই), পরিমান- ০৩ শতক, শ্রেনী- দলা।

শ্রী, যোগেশ পারেখ, আইনজীবি,
দক্ষিন দিনাজপুর জেলা আদালত, বালুরঘাট
পোঃ ও থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর
পিন কোড- ৭৩৩১০১, ফোন নং-৯০০২৫৮০৭০৯

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল মোমেনা বিবি, স্বামী- মজিবার রহমান, সাকিন- পাঁচুড় মোল্লা পাড়া, থানা- রবীন্দ্রনগর, কোলকাতা- ৭০০০৬৬। প্রকাশ থাকে যে, ১) কান্তি লাল ভৌমিক, ২) মৃণাল ভৌমিক, ৩) অসীম ভৌমিক, ৪) শিখা সিনহা, ৫) রিনা সোম, তারা একত্রে ১৩।০৭।২০১১ তারিখে ডি.এস.আর, ২ রেজিস্ট্রী অফিসে ৬১৩ / ২০১১ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে তাদের নিযুক্তীয় আমমোক্তার সিদ্ধার্থ চন্দ, পিতা- তরুন কান্তি চন্দ মহাশয়ের নিকট হইতে ২৫।০৫।২০১২ তারিখে ডি.এস.আর ২ রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৫৭৯৮ / ২০১২ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে পাঁচুড় মৌজাস্থিত এল. আর ৩১১৬ নং খতিয়ানে এল. আর. ৬৩৯ নং দাগে কমবেশী ১২ ছটাক জমি খরিদ করিয়া ভোগদখল করিতেছে। উক্ত জমি মিউটেশন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও বেহালা টি. এম. ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছে তাহা সকলকে অবগত করাইলাম।

সহিদুল হক
আইনজীবী আলিপুর পুলিশ কোর্ট,
কোলকাতা- ২৭

TENDER
NIMTITA GRAM PANCHAYAT
NIeT No: WB/MSD/ NIMTITA/04/2024-25
Vide Memo No- 76/NGP/ 2024 dated-8.07.2024 Last date of submission of tender- 19.07.2024 at 11.00 AM For Details See office notice board of Visit Website: http://wbtenders.gov.in
Sd/-
Aliyara Bibi
Prodhan

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে তাড়দহ মৌজা, জে এল - ১৫, এল.আর খাতিয়ান-৪৭, দাগ- ১৩২০, রেজিস্ট্র অফিস- সোনারপুর, দলিল নং- ২০২৯ / ০৬/ ১০/ ২০১০, জমির পরিমান ২ কাটা ২ ছটাক, দলিলের অত্র পাওয়ার দাতা-(১) শঙ্কর নস্কর (২) কচিবালা নস্কর (৩) লক্ষ্মী মণ্ডল (৪) ভগবতী সরদার (৫) সুভরানী মণ্ডল ও গ্রহীতা- কানাই হালদার উক্ত পাওয়ার দলিলের বিষয়ে যদি কারোর কোন আপত্তি থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে আগামী ৭ দিনের মধ্যে ৯০৫১১৩৫৪৬১ ফোন নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। অথবা বি.এল এন্ড এল আরও অফিসে যোগাযোগ করিবেন। সোনারপুর বোস পুকুর কল-১৪৯।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR
NIT No. 168/PWD/ROAD/BMC, Dated - 13/07/2024. e-Tender has been invited for Repairing and maintenance of bituminous road at different locations within ward no.36 and 40 under BMC. For details, please follow [Tender Id 2024_MAD_713788_1 and 2] in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. Last date of Bid submission - 29/07/2024 up to 3.00 p.m.
Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

সংশোধনী নং -১

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির নং. ঃ আরই-এনজেপি-টেন্ডার-ইএনজিজি-ডব্লিউটি-২৯৬, তারিখঃ ০৬-০৭-২০২৪ -এর জন্য সংশোধনী -১ প্রশাসনিক কারণে বাতিল করা হয়েছে।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার-II/সিওএন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

TENDER
NIMTITA GRAM PANCHAYAT
NIeT No: WB/MSD/ NIMTITA/05/2024-25
Vide Memo No- 77/NGP/2024 dated-8.07.2024
Last date of submission of tender- 19.07.2024 at 11.00 AM For Details See office notice board of Visit Website: http:// wbtenders,gov.in
Sd/-
Aliyara Bibi
Prodhan
Nimtita Gram Panchayet

ম্যাভেনস বায়োটেক লিমিটেড
CIN: L17297WB1981PLC034226
রেজি অফিসঃ রুম নং ৪০৭, ৪র্থ তলা, প্রিমিসেস নং ৪, ক্লাইভ রো, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ইমেইলঃ investors@mavesbiotech.com, ওয়েবসাইট ঃ www.mavensbiotech.com
ফোন নম্বরঃ ০৩৩-২২৬২৩০৫৬

পাবলিক নোটিশ - ৪২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ম্যাভেনস বায়োটেক লিমিটেডের ৪২ তম (চুয়াল্লিশ) বার্ষিক সাধারণ সভা সোমবার, ১২ আগস্ট, ২০২৪ এ দুপুর ০১.৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মানে (OAVM) এর মাধ্যমে IST, সাধারণ সার্কুলার নং ১৪ / এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে এজিএম আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা ব্যবসাগুলি ২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/ ২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/ ২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ০২/ ২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারি, সাধারণ সার্কুলার নং ২০২০ ২১/ ২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং। ০২/ ২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ এবং সাধারণ সার্কুলার নং। ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের ১০/ ২০২২ এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলার, সর্বশেষটি যথাক্রমে ০৯/ ২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় এবং সার্কুলার নং SEBI/ HO/ CFD / CMD2/ CIR / P ২০২১/ ১১ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ এবং সার্কুলার নং. SEBI/ HO/ DDHS/P/ CIR/ ২০২২/ ০০৬৩ তারিখ ১৩ মে, ২০২২, SEBI/ HO/ CFD/ PoD-2/ P/ CIR/ ২০২৩/ ৪ জানুয়ারি ৫, ২০২৩ এবং SEBI/ HO/ DDHS/ DDHS-RACPOD1/ P/ CIR/ ২০২৩/ ০০১ তারিখ ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ এবং SEBI/ HO/ CFD/ CFD-PoD-2/ P/ CIR/ ২০২৩/ ১৬৭ তারিখ ০৭ অক্টোবর , ২০২৩ যথাক্রমে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা, ৪২ তম এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসাগুলিকে লেনদেনের জন্য। পূর্বোক্ত সার্কুলার অনুসারে, ২০২৩-২০২৪ FY-এর বার্ষিক রিপোর্টের সাথে এজিএম-এর নোটিশ শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডে পাঠাতে হবে যাদের ই-মেইল আইডি ইতিমধ্যে কোম্পানি/ আমানতকারীদের সাথে নিবন্ধিত আছে। কোম্পানিটি তার সমস্ত সদস্যদের ই- ভোটিং এবং রিমোট ই-ভোটিং সুবিধাও প্রদান করছে আগের অনুশীলনের মতোই।

সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি / ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশ নিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলী এবং এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

যদি আপনার ইমেল আইডি ইতিমধ্যেই কোম্পানি / আমানতকারীর সাথে নিবন্ধিত থাকে, তাহলে ২০২৩-২০২৪ FY-এর বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং-এর লগইন বিশদ আপনার নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় পাঠানো হবে। আপনি যদি কোম্পানি / ডিপোজিটারির সাথে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধিত না করে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে FY ২০২৩-২০২৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন বিশদ পেতে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে নীচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

ফিজিক্যাল হোল্ডিং	কোম্পানি মেসার্সের রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টদের কাছে একটি অনুরোধ পাঠান। Adroit Corporate Services Private Limited info@adroitcorporate.com এ ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (এর স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) প্রদান করে আধার কার্ড) ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য। অনুগ্রহ করে সোমবার, আগস্ট ০৫, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে একই আপডেট করুন।
ডিম্যাট হোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটারি পার্টিসিপ্যান্টের (DP) সাথে যোগাযোগ করুন এবং ডিপির পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করুন। অনুগ্রহ করে সোমবার, আগস্ট ০৫, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে একই আপডেট করুন।

২০২৩-২০২৪ FY-এর জন্য এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্টের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.mavensbiotech.com-এও পাওয়া যাবে এবং কোম্পানির সিকিউরিটিগুলি তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে। www.cse-india.com কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩-এর অধীনে ভিসি / ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সদস্যদের কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখঃ ১২।০৭।২০২৪

ম্যাভেনস বায়োটেক লিমিটেডের জন্য
জয় প্রকাশ
(ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও)
(DIN: 02525414)

খাওয়া- দাওয়া

দেখে নিন চিকেন কান্ট্রি ক্যাপ্টেনের রেসিপি

খালবিল, নদীনালায় রোজ তৈরি হয় কত গল্প। কিন্তু কয়জন জানে, সন্ত্রাসপূর্ণ রক্তাক্ত ইতিহাসের এক অধ্যায় থেকে উঠে এসেছিল অনবদ্য একটি পদ? খাবারটির নাম চিকেন কান্ট্রি ক্যাপ্টেন। রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথকে তাঁর হীরকজয়ন্তী বর্ষে এই পদটি পরিবেশন করেছিলেন প্রখ্যাত শেফ সাইরাস টোডিওয়ালা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত মার্কিন সেনানায়ক জর্জ এস প্যাটনেরও এটি পছন্দের পদ। ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ মার্কিন মুলুকে অতি জনপ্রিয় রান্না। পৃথিবীকে এই রান্না অ্যাংলোইন্ডিয়ানদের উপহার। পর্তুগিজদের ছোট জাহাজে এই রান্না করতেন বন্দী মগরা। জাহাজের ক্যাপ্টেনদের জন্য পদটি রান্না হতো, তাই নাম চিকেন কান্ট্রি ক্যাপ্টেন।

চিকেন কান্ট্রি ক্যাপ্টেন

উপকরণ ঃ মুরগির রান ও বুকের মাংস ১ কেজি, আলু লম্বা ফালি করে কাটা ২টি, বাঁধাকপিকুচি ৫০০ গ্রাম, ডিম ২টি, পেঁয়াজকুচি ৭টি, নারকেল কোরা ১ কাপ, কাঁচা মরিচ ৭টি, শর্ষেদানা ১ টেবিল চামচ, রসুনবাটা সাড়ে তিন চাচামচ, আদাবাটা আড়াই চাচামচ, কালো গোলমরিচগুঁড়া ১ টেবিল চামচ, ঘি ১ টেবিল চামচ, লবণ ও তেল প্রয়োজনমতো।

প্রণালিঃ কড়াইয়ে তেল গরম করে শর্ষেদানা দিন। সুগন্ধ বের হলে তাতে অর্ধেক পেঁয়াজকুচি ও ২৩টি কাঁচা মরিচ দিন। পেঁয়াজে রং এলে তাতে ১ চামচ আদা ও রসুনবাটা দিয়ে কষাতে হবে। কিছুক্ষণ পর এতে অল্প অল্প করে বাঁধাকপি মেশাতে হবে।

প্রথমে একটু দিয়ে রান্নায় মেশানোর পর আবার একটু দিতে হবে। শেষবারে বাঁধাকপির সঙ্গে লবণ আর কোরানো নারকেল দিন। এই তৈরি হলো ফুগাট। বাকি পেঁয়াজটুকু দিয়ে এবার বেরেস্তা করে নিন। তারপর কড়াইয়ে আবার কিছুটা তেল আর ঘি দিতে হবে। গরম হলে এতে দেড় চামচ আদাবাটা ও আড়াই চামচ রসুনবাটা দিয়ে কাঁচা গন্ধ চলে না যাওয়া পর্যন্ত ভালো করে নাড়তে হবে। এবার কড়াইয়ে কয়েকটি মরিচ আর মাংস দিয়ে হালকা ভেজে নিন। মাংসে হালকা বাদামি রং চলে এলে গোলমরিচ আর লবণ দিন। মাংস প্রায় হয়ে গেলে ২ কাপ পরিমাণ জল দিয়ে ঢেকে সেদ্ধ করতে হবে। ঝোল কমে এলে ঢাকনা খুলে দিন। মাখো মাখো ঝোল হওয়া পর্যন্ত জল শুকিয়ে নিন।

আরেকটা কড়াইয়ে জল আর লবণ দিয়ে কেটে রাখা আলু আধা সেদ্ধ করুন। তারপর জল থেকে তুলে ঠান্ডা করে তেলে ভাজুন। চিকেন কান্ট্রি ক্যাপ্টেনকে একটা মিল বলা যায়। মুরগির ওপর বেরেস্তা দিয়ে পাশে আলুভাজা, পাউরুটি, ডিম সেদ্ধ আর ফুগাট দিয়ে পরিবেশন করুন।

‘মনোনয়ন পেতে অন্যদের সুযোগ করে দেওয়ার অনুরোধ’

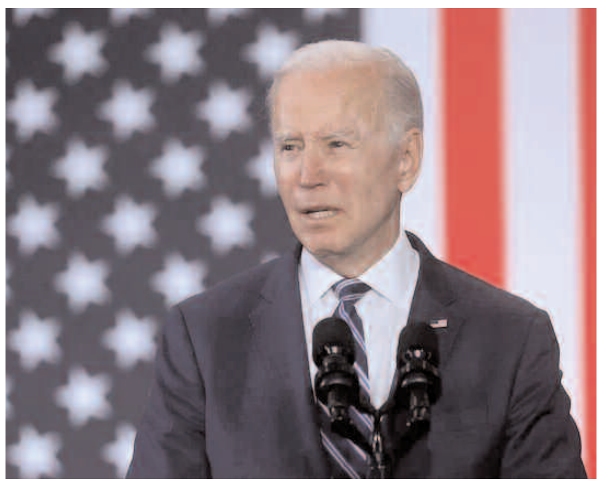

ওয়াশিংটন, ১৩ জুলাইঃ মার্কিন কংগ্রেসের প্রাক্তন দুই ডজন ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতা শুক্রবার একটি খোলাচিঠি প্রকাশ করেছেন। চিঠিতে তাঁরা জো বাইডেনের প্রতি প্রেসিডেন্ট পদে দলীয় মনোনয়ন পেতে অন্যদের সুযোগ করে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। আগামী নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ ঘটনা ৮১ বছর বয়সী বাইডেনের জন্য আরেকটি আঘাত। গত জুনে রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে মুখোমুখি বিতর্কে খারাপ করার পর তিনি ভোটারদের নতুন করে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন যে তিনি প্রেসিডেন্টের দপ্তরের জন্য উপযুক্ত। ২৪ জনের স্বাক্ষর করা ওই চিঠিতে বলা হয়, দলের আসন্ন জাতীয় সম্মেলনে যেসব প্রতিনিধি বাইডেনকে ভোট দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন, তাঁদের নিষ্কৃতি দেওয়ার মাধ্যমে তিনি দেশকে আরও ভালোভাবে সেবা দিতে পারবেন। নয়তো জাতীয় সম্মেলনে দলের আনুষ্ঠানিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে তিনিই চূড়ান্ত হবেন। প্রাক্তন আইনপ্রণেতারা এর পরিবর্তে মনোনয়ন পেতে অন্য প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে চিঠিটি পড়ার অনুরোধ জানিয়ে বলা হয়, ‘আমরা আত্মবিশ্বাসী যে এক বা দুজন প্রার্থী সামনে এগিয়ে আসবেন। ফলে উদ্দীপনা ও আশাবাদ ফিরে আসবে।’ চলতি সপ্তাহে বেশ কিছু অনুষ্ঠানে বাইডেন বলেন, তিনি এ লড়াইয়ে থাকার পরিকল্পনা করছেন এবং তিনিই ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে থাকছেন। এদিকে ডেমোক্রেটিক পার্টির বর্তমান ১৯ আইনপ্রণেতাও জো বাইডেনকে নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এর পেছনে প্রধান কারণ, তাঁর স্বাস্থ্য ও মানসিক দুর্বলতা। গত ২৭ জুন অনুষ্ঠেয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত মুখোমুখি বিতর্কের পরই প্রার্থী হিসেবে বাইডেনের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে।

চিঠিতে বলা হয়, প্রেসিডেন্টের সততা ও লক্ষ্য এখনো অটুট আছে। তবে নির্বাচনী প্রচারণা এবং নতুন করে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের জন্য জো বাইডেনের মনোবল ও শক্তি কমে গেছে। শুধু প্রেসিডেন্টের পদ নিয়েই নয়, বরং নির্বাচনে রিপাবলিকানদের কাছে সব আসন হারানোর উদ্বেগও প্রকাশ করা হয়েছে চিঠিতে। এতে প্রাক্তন ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতারা বলেন, ‘যদি সবচেয়ে বাজে ঘটনাটাই ঘটে, ট্রাম্প আবার ক্ষমতায় আসে, তাহলে কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটদের অন্তত একটি কক্ষে হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার, যাতে আমরা স্বাধীনতা ও আইনের শাসনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারি।’

মস্কোর কাছে রুশ উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত

মস্কো, ১৩ জুলাই ঃ পরীক্ষামূলক উড্ডয়নের সময় রাশিয়ার একটি যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ মস্কোর কাছে বিধ্বস্ত হয়েছে। এ সময় উড়োজাহাজটিতে তিনজন ক্রু ছিলেন। দেশটির জরুরি বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রণালয় শুক্রবার এ তথ্য জানিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, সুখোই সুপারজেট ১০০ নামের উড়োজাহাজটি একটি বনের মধ্যে আছড়ে পড়ে। এতে তিনজন ক্রু নিহত হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। উড়োজাহাজে কোনো যাত্রী ছিল না। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় এক সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, উড়োজাহাজটি মেরামত শেষে পরীক্ষামূলক ফ্লাইট পরিচালনার সময় বিধ্বস্ত হয়। ২০২২ সালে ইউক্রেনে সর্বাত্মক হামলা চালানোর পর রাশিয়ার ওপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে পশ্চিমা দেশগুলো। এর পর থেকে পশ্চিমা উড়োজাহাজের ওপর থেকে নির্ভরতা কমাতে সুখোই সুপারজেটের উন্নয়নে কাজ করছে রাশিয়া।শুক্রবার সংক্ষিপ্ত এক বিবৃতিতে জরুরি বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রণালয় জানায়, উড়োজাহাজটি একটি বনাঞ্চলে বিধ্বস্ত হয়। এতে স্থানীয় লোকজনের মধ্যে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। সরকারি কৌঁসুলিরা জানিয়েছেন, উড়োজাহাজটি রাশিয়ার জ্বালানি কোম্পানি গ্যাজপ্রম এভিয়ার মালিকানাধীন। এটি কলোমনা শহরের কাছে বিধ্বস্ত হয়। এ ঘটনার তদন্ত চলছে।

রথযাত্রায় সুরনন্দন ভারতীর প্রয়াস

আজ জগন্নাথ দেবের পবিত্র রথযাত্রা। সারা পৃথিবীর মানুষ এই রথযাত্রায় সামিল হন। এতো সুন্দর দিনে সুরনন্দন ভারতীর এই প্রয়াস সত্যিই অভিনন্দন যোগ্য। আমি অভিনন্দন জানাই সুরনন্দন ভারতীর সর্বভারতীয় সম্পাদক ঋতীশ রঞ্জন চক্রবর্তীকে, অভিনন্দন জানাই ওডিসি নৃত্যগুরু মোনালিসা ঘোষকে ও সমাজকর্মী অনাদি মোশেলকে। সুরনন্দন ভারতী নানা ভাবে মানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশের দিক তুলে ধরছেন। আজকে এতো শিল্পী তাদের সৃষ্টির মূল্য পাবেই। ভবিষ্যতে তারা বড়ো শিল্পী হবে। সুরনন্দন ভারতীর মতো সংস্থার এ ধরণের উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে মানুষ উপকৃত হবেন। কথাগুলি বলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ রায় গত ৭ জুলাই সুরনন্দন ভারতীর চারদিনব্যাপী চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে।

উদ্বোধনী বক্তব্যে ওডিসি নৃত্যগুরু মোনালিসা ঘোষ বলেন, সুরনন্দন ভারতী সারা বছরই নানা ধরণের কর্মসূচি পালন করে চলেছে। কখনো কবি সম্মেলন, কখনো বই মেলার অনুষ্ঠান আবার এখন চিত্র প্রদর্শনী। সর্বভারতীয় সম্পাদক ঋতীশ রঞ্জন চক্রবর্তীর গভীর জ্ঞান, নিষ্ঠা,পরিশ্রমে এই সংস্থা আজকে এতবড়ো সংস্থায় পরিণত হয়েছে। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন ঋতীশ রঞ্জন চক্রবর্তী। সুরনন্দন ভারতীর সাফল্য কামনা করে অল্প কথায় বলেন সমাজকর্মী অশোক কুমার পাল।

প্রায় ৮৬ জন শিল্পীর ছবি প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। অংশগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, মেঘালয়, ওডিশার চিত্র শিল্পী। শর্মিষ্ঠা দাসগুপ্ত (শিলং, মেঘালয়), গৌতম ঘোষ (নৈহাটী), অরিজিতা দাস, সঞ্জু মহাপাত্র, শঙ্কর মন্ডল (কলকাতা), মিতালি দে (বারাসাত), সুব্রত কুমার পাল (হালিশহর), রুম্পা দাস দে (মেদিনীপুর)-এর ছবি প্রদর্শিত হয়। কলকাতার দমদম বেদিয়াপাড়ার অয়নঐস ক্যানভাস-এর পক্ষ থেকে ২১জন ছাত্রছাত্রী প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। বিশেষ ভাবে সক্ষম শিশুদের মধ্যে শুভশ্রী চন্দ, বিশ্বেশ্বর দাস ও সুমন দাস-এর ছবিও প্রদর্শনীতে ছিল। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন জবা মুখোপাধ্যায় ও শুভদীপ সরকার। আবৃত্তি নিয়ে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন সরসুনা কলকাতার সুরধ্বনি-র শিল্পীবৃন্দ। শুভজিৎ দত্ত ও অতসী বিশ্বাস-এর ওডিসি নৃত্য মনোমুগ্ধকর। পরিচালনায় ছিলেন অনিতা রায় মুখার্জী এবং দেবাশীষ সরকার।

হেলমেট না থাকায় স্বামী-স্ত্রীকে পেটালেন ত্রিপুরা পুলিশের এক এএসআই

বিশ্রামগঞ্জ (ত্রিপুরা), ১৩ জুলাই ঃ হেলমেট না থাকায় স্বামী-স্ত্রীকে পেটালেন ত্রিপুরা পুলিশের এক এএসআই। ঘটনা সিপাহিজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ থানার নাকা পয়েন্টে। অভিযুক্ত এএসআইএর নাম ভানুলাল দেববর্মা। ঘটনা শনিবার সকালে বিশ্রামগঞ্জ থানার সামনে নাকা পয়েন্টে সংঘটিত হয়েছে। জানা গেছে, শনিবার সকালে অসুস্থ মাকে দেখতে সজল দেবনাথ স্ত্রী দীপিকা দেবনাথকে নিয়ে একই বাইকে চেপে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। নাকা পয়েন্টে দায়িত্বপ্রাপ্ত এএসআই ভানুলাল দেববর্মা তাঁদের দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলে তাঁরা নাকা পয়েন্টের সামনে দাঁড়ান। পুলিশের বক্তব্য, যেহেতু ডাবল হেলমেট নেই তাই তাঁদের মোটা অঙ্কের জরিমানা দিতে হবে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তাঁদের মা হাসপাতালে ভর্তি থাকায় তাঁরা স্পট ফাইন দিতে রাজি না হওয়ায় পুলিশকে মামলা নিতে অনুরোধ করেন। আর এতেই তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন দায়িত্বপ্রাপ্ত এএসআই ভানুলাল দেববর্মা। মুহূর্তের মধ্যে স্বামী সজল দেবনাথকে গলায় চাপা দিয়ে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করেন এএসআই। স্বামীকে বাঁচাতে গেলে স্ত্রী দীপিকা দেবনাথকেও মারধর করে রাস্তার পাশে ফেলে দেন। ছোট্ট শিশুর সামনে মা বাবার ওপর এএসআই ভানুলাল দেববর্মার আক্রমণে ভয়ে হাউমাউ করে চিৎকার করতে থাকে শিশুটি। ছোট্ট শিশুর সামনেই মা-বাবাকে টেনে হিঁচড়ে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

করিমগঞ্জের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদক প্রশিক্ষণের প্রথম ব্যাচের সফল সমাপ্তি

করিমগঞ্জ (অসম), ১৩ জুলাই ঃ করিমগঞ্জের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্কিল ইন্ডিয়ার জন্য আরকেভিওয়াই-আরপিএল প্রশিক্ষণের অধীনে ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদনের ওপর তিন দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সফলভাবে সমাপ্ত করেছে। এর মূল্যায়নের দিন ১২ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ছিল দক্ষ ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমতায়ন করা, যার ফলে তাদের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করা। মৃত্তিকা বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ রাসিনজা ইংলেনপির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে ৪০ জন উৎসাহী ব্যক্তি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ড. পুলকাভ চৌধুরী, ড. পূরবী টি ফুকন (এসএমএস, হর্টিকালচার), ড. দেবজিৎ দেকারি (এসএমএস, মৎস্য বিজ্ঞান), ড. জয়শিখ সনোয়াল (এসএমএস, অ্যানিমাল সায়েন্স), চিন্ময় দেউরি (এসএমএস, অ্যাগ্রোনমি) এবং রাসেন বে, ফার্ম ম্যানেজার।

ড. চৌধুরী বাজারের চাহিদা পূরণে ভার্মিকম্পোস্টের তাৎপর্য এবং টেকসই কৃষিতে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দেন। তিনি মাটির স্বাস্থ্যের উপর প্রচলিত কৃষি পদ্ধতির প্রভাব এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানোর ওপর জোর দিয়ে মাটির ভালো স্বাস্থ্যের জন্য জৈব ও প্রাকৃতিক চাষাবাদ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি জেলার ফসলের নিবিড়তা বাড়াতে এবং কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে শস্য পদ্ধতি গ্রহণের পরামর্শ দেন। ড. পিটি ফুকন এবং ড. দেকারি এর জৈব উপকারিতা তুলে ধরে যথাক্রমে উদ্যানপালন এবং মাছ চাষের সাথে এর একীকরণের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। ড. সনোয়াল ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদনে পশুর বর্জ্য ব্যবহারের ওপর জোর দেন, যখন চিন্ময় দেউরি মাটির স্বাস্থ্য এবং ফসলের ফলনের উপর এর প্রভাবের আলোকপাত করেন। রাইসিংজা এংলেনপি ব্যাপক প্রশিক্ষণ সেশনের সমন্বয় করেন, যাতে অংশগ্রহণকারীরা তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি এবং ব্যবহারিক প্রদর্শনের সুষম মিশ্রণ পান।

রাসেন বে হ্যান্ডস-অন ট্রেনিং পরিচালনা করেছেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদের ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দক্ষতা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণটি তাত্ত্বিক জ্ঞান, ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং মৌখিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শেষ হয়, যা অংশগ্রহণকারীদের অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সমাপ্ত করার বিষয়ে নিশ্চিত করে। ড. দিবোশ বরদলৈ, আরএআরএস-এর বিজ্ঞানী করিমগঞ্জ বাহ্যিক মূল্যায়নকারী হিসাবে কাজ করেছেন এবং ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদনকারীর ওপর প্রশিক্ষণ নেওয়া প্রার্থীদের কর্মক্ষমতা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছেন। ড. দিবোশ বরদলৈ, আরএআরএস করিমগঞ্জের বিজ্ঞানী, করিমগঞ্জের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র দ্বারা পরিচালিত ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদনের উপর সাম্প্রতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য বহিরাগত মূল্যায়নকারী হিসাবে কাজ করেছেন।

প্রার্থীদের প্রদর্শনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে ড. বরদলৈ ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদক হিসেবে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য অংশগ্রহণকারীদের প্রশংসা করেন। ড. বরদলৈয়ের ইতিবাচক মূল্যায়ন কেভিকে করিমগঞ্জ দ্বারা তৈরি প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমের কার্যকারিতাকে বোঝায় এবং টেকসই কৃষি অনুশীলনে অর্থপূর্ণভাবে অবদান রাখার জন্য অংশগ্রহণকারীদের প্রস্তুতির কথা তুলে ধরেন।

ইসরায়েলের জন্য এবার ৫০০ পাউন্ড বোমা পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

জেরুজালেম, ১৩ জুলাই ঃ ইসরায়েলের জন্য ২০০০ পাউন্ড বোমার চালান স্থগিত করার পর এবার ৫০০ পাউন্ড বোমা পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল বৃহস্পতিবার একজন মার্কিন কর্মকর্তা এ তথ্য জানান। জনাকীর্ণ এলাকায় ব্যবহার করা হতে পারে এমন উদ্বেগ থেকে গত মে মাসের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের জন্য ২০০০ পাউন্ড বোমার চালান স্থগিত করেছিল। কারণ, তখন গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় রাফায় বড় ধরনের স্থল অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল ইসরায়েল। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ওই অভিযান শুরু করার ব্যাপারে বিরোধিতা করেছিল। তবে যুক্তরাষ্ট্রের ওই কর্মকর্তা বলেন, এখন রাফায় ইসরায়েল অভিযান বন্ধের ঘোষণা দেওয়ায় দেশটিতে এখন ৫০০ পাউন্ড বোমা পাঠানো হচ্ছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, ‘বিশেষ করে আমাদের উদ্বেগের জায়গা ছিল, রাফায় ইসরায়েলি অভিযানে ২০০০ পাউন্ড বোমার ব্যবহার নিয়ে। ওই অভিযান শেষ করার ঘোষণা দিয়েছে তারা।’ এই কর্মকর্তা ইঙ্গিত দেন, ৫০০ পাউন্ড বোমা মে মাসে স্থগিত হওয়া ২০০০ পাউন্ড বোমার চালানেরই অংশ। ৫০০ পাউন্ড বোমা নিয়ে উদ্বেগ না থাকায় এগুলো পাঠানো হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘যেভাবে এসব চালান প্রস্তুত করা হয়, তাতে কখনো কখনো চালানে আলাদা ধরনের গোলাবারুদও থাকে। ৫০০ পাউন্ড বোমার ক্ষেত্রে এমনটা হয়েছে। ৫০০ পাউন্ড বোমা নিয়ে যেহেতু আমাদের দুশ্চিন্তা নেই, সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এগুলো চালান করা হচ্ছে।’

গত মাসে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু অভিযোগ করেন, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন তাঁর দেশে ধীরগতিতে অস্ত্র সরবরাহ করছে। মার্কিন কর্মকর্তারা এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁদের দাবি, শুধু একটি বোমার চালানই স্থগিত হয়েছে। পরে অবশ্য দুই পক্ষ সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়ায় অগ্রগতির ইঙ্গিত দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে বাইডেন বলেন, ইসরায়েলের জন্য ২০০০ পাউন্ড বোমা পাঠানো হবে না। তিনি বলেন, ‘২০০০ পাউন্ডের বোমা জনাকীর্ণ এলাকায় ব্যবহার করলে মানবিক বিপর্যয় এবং বড় ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যাবে না।’ সামরিক খাতে ইসরায়েলকে সহায়তাদানকারী দেশগুলোর তালিকায় শীর্ষে আছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় বেসামরিক মানুষ নিহত হওয়ার সংখ্যা বাড়তে থাকায় হতাশা জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। ইসরায়েলে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের হামলার জবাবে গাজা উপত্যকায় ৯ মাসের বেশি সময় ধরে তাণ্ডব চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক রকেট হামলা চালায় হামাস। ইসরায়েলের তথ্যের ভিত্তিতে এএফপি জানিয়েছে, ইসরায়েলে হামাসের হামলায় ১ হাজার ১৯৫ জন নিহত হয়েছেন। বেশ কয়েকজনকে জিম্মি করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১৬ জন এখনো গাজায় জিম্মি আছেন। এদিকে ৭ অক্টোবর থেকেই গাজায় হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল। হামাসের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুসারে, এ পর্যন্ত গাজায় ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ৩৮ হাজার ৩৪৫ জন নিহত হয়েছেন। তাঁদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু।

শুরু হচ্ছে ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব, আজ চতুর্দশ দেবতার স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৩ জুলাইঃ আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব। আজ বিকালে খার্চির চতুর্দশ দেবতার স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্দশ দেবতা মন্দিরের প্রধান পুরোহিত চন্তাই এই স্নানযাত্রা অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। হাওড়া ওড়া নদীর নদীর স্নানঘাটে প্রতিবছরের মতো এবারও পূজার সমস্ত আচার অনুষ্ঠান মেনে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকাবাসী ও এলাকার বিশিষ্ট জনেরা এই স্নানযাত্রা উপভোগ করেন এবং স্নানযাত্রায় অংশ নেন। প্রসঙ্গত, ১৪ জুলাই সকাল সাড়ে এগারোটায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা খার্চি উৎসব ও মেলার উদ্বোধন করবেন। এবারের খার্চি মেলার মূল থিম সবুজই ভবিষ্যৎ। এ বছরের খার্চি উৎসবে মেলা কমিটির উদ্যোগে দর্শনার্থী ও পূন্যার্থীদের মধ্যে প্রায় ১৫ হাজার বিভিন্ন গাছের চারা বিতরণ করা হবে। পরিবেশ সুরক্ষায় সচেতনতা গড়ে তুলতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উৎসব ও মেলার দিনগুলিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় টিএসআর জওয়ানদের সঙ্গে স্কাউটস এন্ড গাইডসর সদস্যরাও থাকবেন। মেলা চলাকালীন সময়ে মন্দির প্রাঙ্গণে আগত সাধু সন্তদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও মেলা কমিটির পক্ষ থেকে করা হবে। তাছাড়া উৎসব ও মেলা উপলক্ষে খয়েরপুর এলাকার প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী, খেলোয়াড় ও দিব্যাঙ্গজনদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

এবার পূন্যার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ও ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে খয়েরপুরস্থিত সিএনজি স্টেশন দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ২টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। তাছাড়া ভারী মালবাহী ট্রাকগুলি মেলা চলাকালীন সময়ে আমতলিতে এবং মাধববাড়ি ট্রাক টার্মিনালে রাখা হবে। মেলার দিনগুলিতে দুটি ভিন্ন মঞ্চে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রাজ্য ও বহিঃরাজ্যের শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। মেলা প্রাঙ্গণে পর্যাপ্ত পানীয়জল ও আলোর ব্যবস্থা রাখা হবে।

খুঁড়তেই বেরিয়ে এল দেহ

কলকাতা, ১৩ জুলাইঃ কাশী বোস লেনে পুরসভার কাজ চলছিল। সে সময় রাস্তা খুঁড়তেই বেরিয়ে এল একটি দেহ। প্রাথমিক ভাবে মহিলার দেহ বলেই মনে করা হচ্ছে। দেহের পরনে ছিল টি শার্ট। কার দেহ, কে সেখানে রেখে গিয়েছেন, খোঁজ করছে পুলিশ। আপাতভাবে দেহটি বেশি পুরনো না বলেই মনে করা হচ্ছে।

নাম পরিবর্তন

আমি, Ashoke Sen (পুরাতন নাম) পিতা Late Binoy Sen, ঠিকানা- 39/1/9A, Post Office Road, P.O.- Dum Dum, Kolkata, Pin- 700028, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 12.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ashok Sen (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ashok Sen (নতুন নাম) এবং Ashoke Sen (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Rekha Patla (পুরাতন নাম) স্বামী Sukumar Patla, ঠিকানা-Vill.- Chaketbati, P.O.- Bawali, P.S.- Nodakhali, Diamond Harbour, Pin- 700137, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 12.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rekha Rani Roy (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rekha Rani Roy (নতুন নাম) এবং Rekha Patla (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Anadi Bhusan Khan (পুরাতন নাম) পিতা Late Haramohan Khan, ঠিকানা- Pashchim Uttar Para W Tank Raynagar, P.O. & P.S.- Diamond Harbour, Dist- South 24 Pgs, Pin-743331, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 12.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Anadi Khan (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Anadi Khan (নতুন নাম) এবং Anadi Bhusan Khan (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Nesrat Jahan (পুরাতন নাম) পিতা Md Nisar, ঠিকানা- 27/A, Hossain Shah Road, P.O.- Khidderpore, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 12.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shabana Ahmed (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shabana Ahmed (নতুন নাম)এবং Nesrat Jahan (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I NAHID FATMA & NAHID FATIMA AND NAHEED FATIMA,W/O ABDUL SAJID LARI, R/O 4 RAJMOHAN STREET, 2ND FLOOR, PS-JORASANKO, KOLKATA, 700073,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FATMA NAHID,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/07/2024,THAT NAHID FATMA & NAHID FATIMA AND NAHEED FATIMA ALSO FATMA NAHID ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMAD REHAN, S/O ABDUL SAJID LARI, R/O 4 RAJMOHAN STREET, 2ND FLOOR, PS-JORASANKO, KOLKATA, 700073, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD REHAN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/07/2024, THAT MOHAMMAD REHAN AND MD REHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SANJAY RABINDRA DEBNATH, S/O RABINDRA CHANDRA DEBNATH, R/O PANPARA, PO PANPARA, PS RANAGHAT, NADIA,PIN-741201, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJAY DEBNATH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/07/2024, THAT SANJAY RABINDRA DEBNATH AND SANJAY DEBNATH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RABINDRA DEBNATH, S/O LALIT MOHAN DEBNATH, R/O PANPARA, PO PANPARA, PS RANAGHAT, NADIA, PIN-741201, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RABINDRA CHANDRA DEBNATH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/07/2024, THAT RABINDRA DEBNATH AND RABINDRA CHANDRA DEBNATH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUBHASH CH GHOSH, S/O PRAPHULLA GHOSH, R/O VILL DUKI, PO DUKI, DIST WEST MEDINIPUR PIN-721253, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHASH GHOSH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/07/2024, THAT SUBHASH CH GHOSH AND SUBHASH GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I TANIMA GUNA THAKURTA DAS, W/O RAJARSHI GUHA THAKURTA, R/O GOVERNMENT COLONY, MONIRAMPORE, BARRACKPORE, PIN-700120, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TANIMA DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/07/2024, THAT TANIMA GUNA THAKURTA DAS AND TANIMA DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUDESHNA JACOB, D/O SUBRATA SARKAR, R/O 140, PRINCE ANWAR SHAH ROAD, LAKE GARDENS, KOLKATA -700045, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUDESHNA SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/07/2024, THAT SUDESHNA JACOB AND SUDESHNA SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

রানাঘাট দক্ষিন পুনরুদ্ধার তৃণমূলের, এই জয় রানাঘাট দক্ষিনের মানুষের জয়, জয়ের পর প্রতিক্রিয়া ডা. মুকুট মনি অধিকারীর

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৩ জুলাই ঃ রাজ্যে চার বিধানসভার উপনির্বাচনে ফের জয় জয়াকার ঘাস ফুলের। ধরাশায়ী বিজেপি, সহ সব বিরোধী রাজনৈতিক দলের। ২০১৯ লোকসভার পর নদীয়া দক্ষিনে তথা রানাঘাট লোকসভায় জয় পায় বিজেপি, তারপর ২০২১ এর বিধান সভায় নদীয়া দক্ষিনের সব কটি আসনে জয় লাভ করে বিজেপি, যে খানে একেবারে ধরাশায়ী হতে হয় ঘাস ফুলের পরে শান্তি পুরে উপনির্বাচনে নিজেদের আসন পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয় তৃণমূল কংগ্রেস। আর ২০২১ এর বিধান সভায় রানাঘাট দক্ষিনে জয় লাভ করে বিজেপির তরফে ডা মুকুট মনি অধিকারী, তারপর রাজনৈতিক জল গরিয়েছে বহু। সদ্য সমাপ্তি হওশা লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে পদ্মশিবির ছেরে তৃণমূলে যোগ দিয়ে এই রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্র পুনরুদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পরে তৃণমূল ডা. মুকুটমনি অধিকারীর ওপর ভরসা করেই কিন্তু সেখানে আসেনি সাফল্য, আর গত ১০ তারিখে সমাপ্ত হওয়া বিধান সভা উপনির্বাচনেও রানাঘাট দক্ষিনের আসন পুনরুদ্ধারের জন তৃণমূলের তরফে ভরসা রাখে মুকুটের ওপরই। উল্লেখ্য বিগত দিনে নদীয়া দক্ষিনে তৃণমূলের একাধিক গোষ্ঠীকোন্দলের কথা উঠে আসলেও ডা মুকুট মনি অধিকারী প্রথম থেকেই সকলকে সাথে নিয়েই চলার বার্তা দেন ও প্রচারেও তা দেখ যায়। আর ১৪ তারিখ ভোট বাক্স খোলা শুরু হতেই প্রথমে এগিয়ে থাকে বিজেপি, যদিও তা ক্ষনিকের ছিলো পরবর্তী সময়ে যত গননা প্রক্রিয়া এগিয়েছে ততই তৃণমূল কংগ্রেস ও ডা. মুকুট মনি অধিকারীর হাসি চওড়া হতে দেখা যায়। রানাঘাট দক্ষিন বিধানসভা উপনির্বাচনের গণনা কেন্দ্র ছিলো রানাঘাট কলেজে। সকাল থেকেই ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার বলয়ে মুরে ফেলা হয় কলেজ চত্বরে, ১৪৪ ধারাও জারি থাকে নির্দিষ্ঠ এলাকা জুড়ে। এদিন মোট ১১ টি রাউন্ড গণনা পর্ব চলে। জানা যায় কেন্দ্রে লোকসভা নির্বাচনে এই রানাঘাট দক্ষিন বিধান সভা এলাকায় পিছিয়ে ছিলো তৃণমূল কংগ্রেস। আর এদিন চূড়ান্ত ফল ঘোষণার পর তৃণমূলের ডা. মুকুট মনি অধিকারী জয় লাভ করে ৩৯০৪৮ ভোটে। ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে এই গণনা কেন্দ্র থেকেই চওড়া হাসি নিয়ে জয়ী হয়ে বেরিয়েছিলেন মুকুট মনি অধিকারী, যদিও সেটা বিজেপির হয়ে, আর এবারেও সেই চওড়া হাসি নিয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে গণনা কেন্দ্র ছাড়েন ডা. মুকুট মনি অধিকারী। এদিনও তিনি একগাল চওড়া হাসি নিয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে গণনা কেন্দ্র ছাড়েন, তফাৎ এবার তিনি তৃণমূল কংগ্রেস এর হয়ে জয়ী হলেন। গণনা কেন্দ্রে প্রথম থেকেই আত্মবিশ্বাসী ভাবেই লক্ষ্য কারা যায় মুকুট মনি অধিকারীকে। আর এদিন চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা হবার আগে থেকেই উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন তৃণমূলের কর্মীসমর্থক থেকে নেতা কর্মী সকলেই। এদিন জয়ের পর ডা. মুকুট মনি অধিকারীকে জয়ী ঘোষণা করে তার হাতে জয়ের শংসাপত্র তুলে দেন রানাঘাটের মহকুমা শাসক। জানা যায় রানাঘাট দক্ষিন বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী ডা. মুকুট মনি অধিকারী মোট ভোট পায় ১১৩৫৩৩ ভোট, বিজেপির মনোজ কুমার বিশ্বাস পায় ৭৪৪৮৫ টি ভোট পায়। সেখানে ডা. মুকুট মনি অধিকারী জয় লাভ করে ৩৯০৪৮ টি ভোটে। জয়ের পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ডা. মুকুট মনি অধিকারী জানান এই জয়, রানাঘাট দক্ষিন বিধানসভা এলাকার সমস্ত মানুষের জয় পাশাপাশি তিনি এই জয় উৎসর্গ করেন তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে। এরই পাশাপাশি এদিন তিনি তার দলের সকল নেতৃত্ব সহ কর্মী সমর্তকদেরও ধন্যবাদ জানান। সদ্য সমাপ্তি হওয়া লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকেই তৃণমূলের পরাজয়, তার কয়েক মাসের মধ্যেই উপনির্বাচনের এই ফলাফল কিভাবে, প্রশ্নের জবাবে মুকুট মনি অধিকারী জানান মানুষ বুঝতে পেরেছে, তারা হয়তো ভুল করেছিলো লোকসভা নির্বাচনে, তারা একজন অযোগ্য মানুষকে নির্বাচিত করে ফেলেছিলো, তাই তারা সকলে তাদের ভুলটা সুধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর ওপরই ভরসা রেখেছেন। পাশাপাশি তিনি আরও জানান এই জয় সকল মতুয়া ভক্ত পাগল গোসাইদের জয় যাদের বিজেপি এতোদিন ভুল বুঝিয়ে এসেছে, এখন মানুষ সবটাই বুঝতে পেরেছে। জয়ী তো হলেন এবার কোন কোন কাজ গুলো করবেন প্রথমেই? প্রশ্নের জবাবে মুকুট মনি অধিকারী জানান আমরা এতোদিন দেখেছি আর মানুষও আমাদের অনেক সমস্যার কথা জানিয়েছেন তার মধ্যে বপশ কয়েকটি এলাকায় রাস্তার কাজ সবার আগেই করা হবে। যদিও নির্বাচনের দিন থেকে গননার দিন বিরোধী দের করা সব অভিযোগকে নস্যাৎ করে দেন ডা. মুকুট মনি অধিকারী। সব মিলিয়ে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া মুকুট মনি অধিকারীর পুনরায় বিধায়ক পদ ফিরে পাওয়ায় এদিন শুধু তৃণমূলের তরফে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠতে দেখা যায়নি মুকুট মনি অধিকারীর অনুগামীদেরও যথেষ্ট উচ্ছ্বাসে মেতে উঠতে দেখা যায়, উচ্ছ্বাসে মেতে উঠতে দেখা যায় অসংখ্য মতুয়া ভক্তদের।

মেচী নদী পেরোতে গিয়ে তলিয়ে গেল তরুণী

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ১৩ জুলাই ঃ ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কির মেচি নদী থেকে এক তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার হল। শনিবার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন সকালে পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন মেচি ব্রীজের পাশ দিয়ে নদী পেরিয়ে নেপাল থেকে ভারতের দিকে আসছিল কিছু মানুষ। সেই সময় ওই তরুণী নদীতে পড়ে যায়। ভরা বর্ষায় নদীতে জল বেশি থাকায় নিমেষের মধ্যে তলিয়ে যায় তরুণী। তাঁকে তলিয়ে যেতে দেখেন ব্রীজের উপরে থাকা এক টোটো চালক। পুরো বিষয়টি নেপাল পুলিশকে জানালে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি শুরু হয়। ভারত-নেপাল সীমান্তের ৯১ নম্বর পিলারের কাছ থেকে উদ্ধার হয় মৃতদেহটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। এখনও পর্যন্ত ওই তরুণীর পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ তরুণীর পরিচয় জানার চেষ্টা করছে।

হাসপাতালের বাথরুমে মগ-বালতি নেই! শর্মিলাকে দেখেই ক্ষোভে ফুঁসে উঠলেন এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৩ জুলাই ঃ সাংসদ হওয়ার পর পূর্ব বর্ধমানে স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শনে এলেন সাংসদ তথা চিকিৎসক শর্মিলা সরকার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিডিও অজয় কুমার দণ্ডপাত। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পবিত্র রায় ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বামদেব মণ্ডল। এদিন সাংসদকে কাছে পেয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী এবং রোগীর আত্মীয়রা। তাঁদের দাবি, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা খারাপ। এতটাই নিম্নমানের যে সাধারণ মানুষ বর্ধমান হাসপাতালে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এলাকার সাধারণ মানুষসহ রোগী এবং রোগীর আত্মীয়রা প্রতিবাদ জানাতে গেলেই থানা পুলিশের ভয় দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। শর্মিলা দেখে তাঁরা জানান, শৌচালয়গুলির অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে সেখানে একটি মগ কিংবা বালতি কিছুই নেই। গ্লাসে করে জল তুলে রোগীকে স্নান করাতে বাধ্য হচ্ছেন। এখন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বেশিরভাগ রোগী ডায়রিয়াজনিত সমস্যা নিয়ে ভর্তি হয়েছেন। অথচ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের যা অবস্থা তাতে রোগমুক্ত হওয়ার চেয়ে রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রান্না করার ব্যবস্থা থাকলেও রান্না করা হয় না। হোম ডেলিভারি হিসেবে খাবার নেওয়া হয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। অভিযোগ, সেই খাবারের গুণগত মান ভাল না। এই নিয়ে সাংসদের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ইতিমধ্যেই বিডিও এবং বিএমওএইচ-এর সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শর্মিলা সরকার। তিনি বলেন, পুরনো কথা তুলে লাভ নেই। কী করে পরিষেবা উন্নত করা যায় তা দেখা হবে। এই বিষয়ে বিএমওএইচ তুষারকান্তি বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, এসব অভিযোগ পুরো মিথ্যা। তার হাতে অর্থ এবং পরিকাঠামোর অভাব আছে। তিনি সবস্তরে বিষয়টি জানিয়েছেন। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে অকারণে জটিলতা তৈরি করা হচ্ছে।

OFFICE OF THE LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT UNDER HURA PANCHAYAT SAMITY P.O. – LAKHANPUR, P.S. – HURA, DIST – PURULIA (W.B.), PIN – 723104 NOTICE INVITING TENDER No. 02(2024-25)/LKGP

Sealed tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 5(Five) Nos. similar works. Last date of dropping of sealed tender forms on or before 23.07.2024 up to 12.00 PM. Tender Opening Date (online) 23.07.2024 at 12.30 PM. For details please visit website www.wbtenders.gov.in.

Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

মেটেল মাটিতে আঙ্গুর চাষ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে কালনার এক চাষি

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৩ জুলাই ঃ সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মেটেল মাটিতে আঙ্গুর চাষ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে কালনার রাজা পাড়া গ্রামের তরুন কুমার পান নাম এক চাষি ও তার সহ কর্মীরা। এই মাটি আঙ্গুর চাষের মতন চাষ একদমই অসম্ভব। সম্পূর্ণ বিজ্ঞান কে কাজে লাগিয়ে এই চাষ হচ্ছে, বেশ ভালো ফলন হওয়ায় ভালো লাভের মুখ দেখছেন কালনা ২ ব্লকের আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজা পাড়া গ্রামের এই চাষিরা। আর এই চাষে যাতে আরো মানুষ উৎসাহিত হয় তার জন্যও তরুণবাবু তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, যাতে আরো মানুষ উৎসাহিত হয় এই চাষে। পূর্ব বর্ধমান জেলা মানেই শস্য গোলা ভান্ডার জেলা। এই জেলার কালনা মহকুমা তে ধান,আলু, সবজি, ফুল ও ফল চাষ হয়,কিন্তু আরও লাভের মুখ দেখতে অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখালো কালনার রাজা পাড়া গ্রামের তরুণ কুমার পান ও তার সঙ্গীরা। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে হাতিয়ার করে কালনার মাটিতে এই প্রথম আঙ্গুর চাষ শুরু করেছেন। প্রথমে ফলনে একটু ঘাটতি হওয়ায় কিছুটা হতাশ হয়েছিল তারা। তার পর হাল না ছেড়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তে মাটি ও সারের মিশ্রণ করে দ্বিতীয়বার কিস্তিমাত করে দেন এই কৃষকরা, ঝাঁকে ঝাঁকে আঙুরের ফলন শুরু হয়েছে গাছে। কালনায় আঙুরের ফলন তাই তার চাহিদাও তুঙ্গে, বাজারে এই ফলন বেচে ভালোই লাভের মুখ দেখেন এই কৃষকরা।

শুধুমাত্র এই স্বপ্ননীল নয় এইরকম অনেক স্বপ্ননীর বাড়ি ভাঙ্গা পড়বে এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১৩ জুলাই ঃ শুধুমাত্র এই স্বপ্ননীল নয় এইরকম প্রচুর স্বপ্ননীর বাড়ি ভাঙ্গা পড়বে এলাকার। কারণ ওই সামনেই দেখতে পাচ্ছেন রেলের অধিকৃত জমি জন্য পিলার ইতিমধ্যেই পোতা হয়েছে আর এই অধিকৃত জমির মধ্যে দিয়েই বালুরঘাট থেকে হিলি পর্যন্ত রেল ছুটবে। হিলি সীমান্ত বন্দরের পাশেই তৈরি হবে হিলি স্টেশন। এইরকম ছবি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহর লাগোয়া ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ এখনো পর্যন্ত রেলের দেওয়া জমির প্রাপ্য টাকা পাওয়া যায়নি এমনকি জমির কি দাম দেওয়া হচ্ছে সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বিষযটি নিয়ে জেলাশাসকের অফিসে একাধিকবার গেলেও পরিস্কার কোন চিত্র পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য গতবছর পূজোর পর থেকেই স্থানীয় জমি দাতারা শুনছেন টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের একাউন্টে কোন টাকা এসে পৌঁছায়নি। পাশাপাশি জমি দাতাদের অভিযোগ জমির দাম কি দেওয়া হচ্ছে সে সমস্ত বিষয়েও জেলা প্রশাসন কোন কিছুই জানাযনি জমি দাতাদের জায়গা জমি বসতবাড়ি সমস্ত কিছু ছেড়েই অন্যত্র চলে যেতে হবে। তবে অন্য জায়গায় গিয়ে বাড়ি কেনা কিংবা জায়গা কিনে নতুন ভাবে বাড়ি তৈরি করার সাহস পাচ্ছেন না জমিয়া তারা কেননা তাদের জমির কি দাম দেওয়া হবে সে বিষয়ে জেলা প্রশাসন এখনো পর্যন্ত কিছুই জানালি বলে অভিযোগ। ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ১০০ টি পরিবারের অবস্থা এরকম স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে জানা যায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে টাকা দেবে সে টাকা দিয়ে বাড়ি করা সম্ভব নয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি তাহলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নতুনভাবে বাড়ি তৈরি করেদেওয়া হোক।

রাজনীতির আঙিনায় দেখা যাবে পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতাকে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৩ জুলাই ঃ আদালতের নির্দেশে চাকরি খোয়াতে হয়েছিল প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতা অধিকারীকে। এই বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। এবার সেই অঙ্কিতাকেই দেখা যাবে রাজনীতির আঙিনায়। অঙ্কিতাকে কোচবিহার জেলার সম্পাদকের দায়িত্ব দিল তৃণমূল কংগ্রেস। তা নিয়েই এখন জোর চর্চা জেলার রাজনৈতিক মহলে। লোকসভা নির্বাচনে মেখলিগঞ্জে ভাল ফল করেছে তৃণমূল। এর পিছনে একটা বড় অবদান ছিল প্রাক্তনমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর। তাতেই খুশি দলের জেলা নেতৃত্ব। সে কারণেই অঙ্কিতাকে এবার গুরু দায়িত্ব দেওয়া হল বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। জেলা সম্পাদকের পদে পরেশ কন্যা অঙ্কিতার নাম ঘোষণা করেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজি দে ভৌমিক। অভিজিতবাবুর বক্তব্য, অঙ্কিতা শেষ নির্বাচনে পরেশ অধিকারীর সঙ্গে একযোগে দলের জন্য কাজ করেছেন। দল ভাল জায়গায় পৌঁছেছে। তাই ভাল ফলের কারণে তাঁকে নতুন পদে আনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অঙ্কিতা অধিকারী জানান, জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়ে তিনি খুশি। দলের জেলা সভাপতি তাঁকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি সেই দাযিত্ব গুরুত্ব সহকারে পালন করবেন। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ এখনও চলছে চাপানউতোর। এখনও জেলবন্দি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পার্থবাবুর তকালীন ডেপুটিও মন্ত্রী পদ হারিয়েছেন। চাকরি হারিয়েছেন পরেশের মেয়ে অঙ্কিতাও। এবার একেবারে নতুন পদ পেয়ে রাজনীতি করবে পরেশ কন্যা।

নোংরা আবর্জনায় বেহাল দশা কুলি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র , সঠিক পরিষবা না পাওয়ার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৩ জুলাই ঃ সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র হলেও বর্তমানে আস্তাকুঁড়ে পরিণত হয়েছে কুলি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র । বাইরে থেকে দেখে কোনওভাবেই বোঝার উপায় নেই সেটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র । চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে জঞ্জাল। তাতে আরও সমস্যায় পড়েছন স্থানীয় বাসিন্দারা। যত্রতত্র ছ।য়ে রয়েছে ক্যারিব্যাগ। কোথাও আবার ফেলে দেওয়ার সবজির স্তূপ। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, একসময় এই এলাকার ২০টির বেশি গ্রামের মানুষের চিকিৎসার একমাত্র ভরসা ছিল মুর্শিদাবাদের কুলি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। বহির্বিভাগে প্রতিদিন প্রচুর রোগী চিকিৎসা করাতে আসতেন। এমনকী দূরের রোগীরা গোরুর গাড়ি করেও রোগ সারানোর জন্য আসতেন। এমনকী প্রয়োজন মতো অস্ত্রোপ্রচারও করা হতো। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বেশ কয়েকজন নার্স, ডাক্তার ছিলেন। তাদের থাকার জন্য কোয়ার্টারও ছিল। কিন্তু সেসব এখন অতীত। অভিযোগ, এখন দিনে ঘণ্টাখানেকের জন্য চিকিৎসক এখানে আসেন। শুধুমাত্র বহির্বিভাগ চালু রয়েছে। তবুও এখানে প্রচুর রোগী চিকিৎসা করান। কিন্তু চিকিৎসা করতে এসে তাদের অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হয় বলে দাবি। স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য ক্যারিব্যাগ। সর্বত্র ময়লা আবর্জনায় ভর্তি। কোথাও আবার আবর্জনার স্তূপ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঢোকার প্রধান গেট অস্তিত্ব হারিয়েছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য আসতে হয় কুলি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ঢোকার মুখে নোংরা জল আবর্জনায় ভর্তি। তাতে আরও সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ও স্বাস্থ্য কর্মীরা। ওই ব্যক্তির কথার রেশ ধরেই স্বাস্থ্য কেংদ্রে আসা এক রোগী অহিদা বিবি। বলেন, আগে সবসময়েই চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এখন তা নেই বললেই চলে। চিকিৎসার জন্য ৪ কিলোমিটার দূরে যেতে হয়। চিকিৎসার জন্য আসা কুমরাই গ্রামের বাসিন্দা কবির সেখ বলেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র যেন আবর্জনার স্তূপ। চারদিকে নোংরা-আবর্জনা পড়ে রয়েছে। তা থেকে দুর্গন্ধও বের হচ্ছে। বেশিক্ষণ টেকা দায়। শাহপুকুর গ্রামের বধূ মুন্নিহারা বিবি বলেন, এই চত্বরে বাইরের লোকজন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ভিতরে আসছেন। কাজেই মহিলারা এখানে কীভাবে আসবেন? মনে হচ্ছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রই যেন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কুলি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তব্যরত চিকিসক আব্দুল আজিজ জানান, এখানে নোংরা আবর্জনাগুলো পারিপার্শ্বিক ব্যক্তিদের ফেলা। বাইরে থেকে অনেকে এসে বসে থাকে। সিকিউরিটির বালাই নেই। হাসপাতালের সামনে যে আবর্জনা রয়েছে সেগুলি মাসিক বা সাপ্তাহিকভাবে ডিসপোজ করা হলে ভাল হতো। বর্তমানে কর্মী না থাকায় আমরা কাউকে দিয়ে মাঝে মধ্যে সাফ করি। তবে স্বাস্থ্য পরিষেবা যথেষ্ট ভাল বলে তিনি দাবি করেন। এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানান।

বাঙালি জাতি কখনও বিশ্ব মোড়লদের ধার ধারে না ঃ বাংলাদেশের মন্ত্রী আবদুর রহমান

ফরিদপুর, ১৩ জুলাই ঃ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্রই ফরিদপুরের মাটিতে বরদাস্ত করা হবে না, সাফ জানিয়েছেন বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী মহম্মদ আবদুর রহমান। আজ শনিবার দুপুরে ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্পের (প্রথম সংশোধিত) ১৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা জানান।
মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী আবদুর রহমান বলেছেন, স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ শুধু পদ্মা সেতুই নয়, স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ প্রতিবাদের ভাষা। এই স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ বাঙালি জাতির উন্নয়নের প্রতীক। নিজস্ব অর্থায়নে এই পদ্মা সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীর মোড়লদের শেখ হাসিনা প্রমাণ করে দিয়েছেন, বিশ্ব মোড়লের ধার এই বাঙালি জাতি কখনই ধারে না, কখন ধারবেও না। শেখ হাসিনা সমস্ত সহমর্মিতা ও ভালোবাসা দিয়ে যেমন ফরিদপুরের মানুষের পাশে আছেন, তেমনি ফরিদপুরের মানুষও শেখ হাসিনার পেছনে ইস্পাত-ঐক্য নির্মাণ করবেন জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্রই আওয়ামি লিগের নেতারা ফরিদপুরের মাটিতে বরদাস্ত করবে না। শেখ হাসিনার নেতৃত্বকে সামনে নিয়েই উন্নয়ন ও স্বপ্নের ফরিদপুর গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন মন্ত্রী।
প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী আবদুর রহমান বলেন, ফরিদপুরবাসীর স্বপ্ন পূরণের রাস্তা সুগম হবে খুব শীঘ্রই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুশো কোটি টাকা ব্যয়ে টেপাখোলা লেক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই টেপাখোলা লেককে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে ফরিদপুরের নতুন উপশহর। তিনি বলেন, ফরিদপুরবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন খুব শীঘ্রই পূরণ হতে চলেছে। মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা, যিনি তাঁর জীবনের সবকিছু হারিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ মে এই বাংলার মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন। সেদিন বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন ছোট বোন শেখ রেহানাকে বুকে জড়িয়ে ধরে শপথ করে বলেছিলেন, আমার যে পিতা এই দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য, এ দেশের মানুষের ভাত কাপড় জোগাড় করার জন্য, এ দেশের মানুষকে একটা স্বাধীন পতাকা দেওয়ার জন্য, এ দেশের মানুষকে স্বাধীন সত্তায় পাহাড়, পর্বত, নদী, সাগর, সৈকত উপহার দেওয়ার জন্য জীবনপণ লড়াই করেছিলেন, অবশেষে জীবন দিয়ে বাঙালির ঋণ তিনি পরিশোধ করে গেছেন। ছোট বোন শেখ রেহানাকে বুকের পাঁজর মেলে বুকে জড়িয়ে ধরে সেই শোক সেদিন তাঁরা সইবার চেষ্টা করেছিলেন বলে তিনি প্রদত্ত ভাষণে বলেন। মন্ত্রী আরও বলেন, কষ্টের নীল দরিয়া সাঁতরে সাঁতরে শেখ হাসিনা বাংলার মানুষের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। শেখ হাসিনা শেরে বাংলা নগরে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশে বলেছিলেন, জাতির পিতা আপনাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য জীবন দিয়েছেন, প্রয়োজনে আমার বাবার মতো আমিও জীবন দেব, তবু আমি বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাবোই ফোটাবো। আর সেই থেকে তার এই বিরামহীন যাত্রা, সেই বিরামহীন যাত্রায় এই বাংলাদেশকে তিনি কোথায় নিয়েছেন তা আজকে স্কুলের ছাত্ররা জানে, কৃষক-শ্রমিকরাও জানেন। আজ বাংলাদেশের সীমারেখা অতিক্রম করে বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চে শেখ হাসিনা সমাদৃত। উন্নয়নের মহাসড়কে আমরা দাঁড়িয়ে আছি উল্লেখ করে প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী বলেন, ফরিদপুরের টেপাখোলা লেকের হারানো যৌবন ফিরিয়ে আনা হবে ও টেপাখোলা লেককে ঘিরে নতুন করে উপশহর গড়ে উঠবে। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেনের পৌরোহিত্যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ফরিদপুর২ আসনের সংসদ সদস্য আয়মন আকবর চৌধুরী লাবলু, ফরিদপুর৩ আসনের সংসদ সদস্য একে আজাদ, ফরিদপুর৪ আসনের সংসদ সদস্য মুজিবুর রহমান নিক্সন চৌধুরী, সংরক্ষিত নারী আসনের সাংসদ ঝর্ণা হাসান, ফরিদপুর এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মহম্মদ শহিদুজ্জামান খান, টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক সাজ্জাদ আহমেদ, জেলা আওয়ামি লিগের সভাপতি শামিম হক, সাধারণ সম্পাদক ইশতিয়াক আরিফ, পৌর মেয়র অমিতাভ বোস সহ আওয়ামি লিগ এবং অঙ্গ-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রহমান এমপি ফরিদপুর এলজিইডি ভবনে পল্লী কর্ম সংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-৩ প্রকল্পের আওতায় দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে চেক বিতরণ করেন। এছাড়া ব্রিজ উদ্বোধন এবং বিকাল সাড়ে চারটায় আঞ্চলিক মহাসড়ক উদ্বোধন শেষে স্থানীয়দের আয়োজনে এক জনসভায় বক্তব্য পেশ করেছেন মন্ত্রী।

চাপড়ায় তৈরি হতে চলেছে বাসস্ট্যান্ড

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৩ জুলাই ঃ নদীয়ার চাপড়া এলাকার সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী ছিল একটি বাসস্ট্যান্ড তৈরী করা হোক চাপড়াতে আর সেই প্রত্যাশা এবার পূরণ হতে চলেছে চাপড়াবাসীর মনে। এবারে, ২১ জুলাই যে প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল কৃষ্ণনগর রবীন্দ্র ভবনে, সেই প্রস্তুতিসভা থেকেই নদীয়ার কৃষ্ণনগর লোকসভার বর্তমান তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র তিনি ঘোষনা করেছিলে নদীয়ার চাপড়াতে একটি বাসস্ট্যান্ড তৈরী করে দেব, এবং যেটি নিয়ে দীর্ঘদিনের দাবী ছিল চাপড়াবাসীর মনে সেই দাবী ও প্রত্যাশা অবশেষে পূরণ হতে চলেছে আর দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে। নদীয়ার চাপড়া বাসস্ট্যান্ড যেখানে তৈরী হবে সেই জায়গাতে ইতিমধ্যে পরিস্কার, পরিচ্ছন্নের কাজ শুরু হয়ে গেছে, এরপরে - ই শুরু হবে বাসস্ট্যান্ড তৈরীর কাজ। বাসস্ট্যান্ড তৈরী যে হবে এবং দীর্ঘদিনের যে দাবী ও প্রত্যাশা যে পূরণ হবে চাপড়াবাসীর মনে অবশেষে খুশির হাসি এবং খুশির মেজাজ চাপড়া স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে তৃণমূল স্থানীয় নেতার মনে। আর এই নিয়ে রাজনৈতিক কোনো বিষয় নেই চাপড়ায় যে উন্নয়ন হবে তার খুশিতেই উৎফুল্ল হয়ে রয়েছে গোটা চাপড়াবাসী।

ছেলেধরা গুজব! আহত পুলিশ, রণক্ষেত্র আসানসোল

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৩ জুলাই ঃ ছেলেধরা সন্দেহে মার! গণপিটুনি! বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই একের পর এক ঘটনায় শোরগোল চলছেই গোটা রাজ্যজুড়ে। এবার আসানসোল। উত্তেজনা আসানসোল উত্তর থানার ভানোড়া ব্লু ফ্যাক্টরি সংলগ্ন এলাকায়। এলাকার লোকজনের বলেছেন, রাতের অন্ধকারে অজ্ঞাত পরিচয় দুই যুবক ও এক যুবতীকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। তাঁদেরকে দেখেই ছেলেধরা সন্দেহ করে বসেন অনেকে। গুজব ছড়ায় গোটা এলাকায়। বাড়তে থাকে চাপানউতর। এদিকে এখনও পর্যন্ত ওই যুবকদের সঙ্গে যুবতীর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। খবর যায় পুলিশে। কিন্তু, এলাকার লোকজনের অভিযোগ, পুলিশ দেরিতে এসেছে। সে কারণেই কাউকে ধরা যায়নি। ক্ষোভে ফেটে পড়ে উত্তেজিত জনতা। পুলিশকে ঘিরে ধরে শুরু হয় বিক্ষোভ। উত্তেজিত জনতা পুলিশের পাঁচ পাঁচটি গাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি ক্রমেই হাতের বাইরে যেতে শুরু করলে মুহূর্তেই আরও পুলিশ চলে আসে এলাকায়। কিন্তু, তখনও কমেনি জনতার রোষ। শুরু হয় ইট বৃষ্টি। ইটের আঘাতে বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী, সিভিক ভলাঃটিয়ার আহত হয়েছেন বলে খবর। কিন্তু, যাঁদের ছেলেধরা হিসাবে সংঃদহ করা হচ্ছিল তাঁদের কিন্তু কোনও খোঁজ পাওয়াই যায়নি। তাই তাঁদের অস্তিত্ব নিয়ে উঠে যাচ্ছে প্রশ্ন। অন্যদিকে স্থানীয় কাউন্সিলর উৎপল সিনহা কিন্তু গ্রামবাসীদের পক্ষই নিচ্ছেন। তিনি বলছেন, ওরা নিরীহ গুজবের পাল্লায় পড়ে কিছু একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। অন্যদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনায় বেশ কয়েকজন হামলাকারীকে আটক করা হয়েছে।

শিশুকে আছড়ে 'খুন', রেললাইনে গলা দিলেন বাবা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৩ জুলাই ঃ অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। নিজের কোলের সন্তানকে আছড়ে মেরে প্রথমে খুন। তারপর আত্মঘাতী বাবা। মৃত শিশুর নাম সুজন রুইদাস। বয়স ন'মাস। অপরদিকে, মৃত ব্যক্তির নাম আবির রুইদাস। তিনি দুর্গাপুরের সগরভাঙার রুইদাস পাড়ার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চলছিল বিবাদ। জানা গেছে, বাড়ির বিছানায় তখন খেলা করছিল ফুটফুটে শিশু সুজন। অভিযোগ, তখনই সুজনকে বিছানা থেকে তুলে আছাড় মেরে পালিয়ে যায় গুণধর বাবা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিশুকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতলে নিয়ে যাওয়া হলে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তবে বর্ধমানে নিয়ে যাওয়ার রাস্তাতেই মৃত্যু হয় শিশুর। তখনই পরিবার-পরিজনেরা ওই শিশুকে বাড়ি নিয়ে চলে যায়। গোটা এলাকা জুড়ে পড়ে যায় শোরগোল। এরপরই কোকওভেন থানার পুলিশ পৌঁছে ওই শিশুর দেহ উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরক্ষণে পরিবারের কাছে খবর আসে অভিযুক্ত বাবা দুর্গাপুর স্টেশন সংলগ্ন রেল লাইনে আত্মঘাতী হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা কানাই বাউরি জানান, দিনমজুর কাজ করে সংসার চালাত আবির। ওর স্ত্রী সরমা রুইদাস। প্রায় দিনই বিবাদ লেগেই থাকতো দুজনের মধ্যে। শনিবার সকালে সেই বিবাদ চরম পর্যায় পৌঁছায়। তখনই আবির তার নয় মাসের সন্তানকে বিছানা থেকে তুলে আছাড় মারে। এলাকাবাসীরা আবিরকে চড়-থাপ্পর মারে। এরপরেই এলাকা ছেড়ে পালায় সে। তারপরেই শোনা যায় রেল লাইনে মাথা দিয়েছে সে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রাক্তন কাউন্সিলর অঙ্কিতা চৌধুরী ও নগর নিগমের প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য দীপঙ্কর লাহা। এই ঘটনার পর থেকেই শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা।

আটক যুবক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ জুলাই ঃ অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে কয়েকআস ধরে চুপিসারে জলপাইগুড়ির পাঙ্গাসাহেব বাড়ি এলাকায় থাকা কাকার বাড়িতে ছিল এক বাংলাদেশী যুবক। শনিবার ভোর রাতে স্থানীয় কিছু মানুষ তাকে বাংলাদেশী সন্দেহে আটক করে তার উপর চড়াও হয়। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পারে অভিযুক্ত বাংলাদেশী যুবকেরনাম অনিল রায়। বাড়ি বাংলাদেশের নীলফামারিতে। ধৃত যুবককে শনিবার বিকেল ৪ টা নাগাদ জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়।

TENDER
NIMTITA GRAM PANCHAYAT
NIeT No: WB/MSD/ NIMTITA/06/2024-25
Vide Memo No- 96/NGP/2024 dated- 12.07.2024

Last date of submission of tender- 25.07.2024 at 11.00 AM For Details See office notice board of Visit Website: http:// wbtenders,gov.in

Sd/-
Aliyara Bibi
Prodhan
Nimtita Gram Panchayet

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল শ্রীমতি শুভ্রা মন্ডল, স্বামী শুভাশীষ মন্ডল, সাং -নামাবঙ্গী, পোঃ ও থানা- বালুরঘাট, জেলা - দক্ষিন দিনাজপুর এর নির্দেষানুক্রমে সর্বসাধারানকে জানানো যাইতেছে যে, **জনৈক কমলেন্দু সরকার, পিতা-স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র সরকার, সাং- অক্ষরধারা-ডি, ফ্ল্যাট নং- ১০৫, পোঃ - নাসিক রোড, জেলা- নাসিক, রাজ্য মহারাষ্ট্র,** নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির মালিক থাকাবস্থায় গত ইংরাজী ২৪।০৩।২০২৩ তারিখে দক্ষিন দিনাজপুর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস, বালুরঘাটে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০৪৯ নং আমমোক্তার দলিল বলে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি **জনৈক শ্রী পার্থ সরকার, পিতা- স্বর্গীয় কালিপ্রসন্ন সরকার, সাকিন- ভূষিলা, পোষ্ট- দক্ষিন শিবরামপুর, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর** এর বরাবর বিক্রয়ের নিমিত্তে ক্ষমতা প্রদান করিলে উক্ত আমমোক্তার নামা বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, তিনি আমার উপরোক্ত নামীয় মক্কেল বরাবর ১৬।০২।২০২৪ তারিখে দক্ষিন দিনাজপুর সাব-রেজিস্ট্রী অফিস, বালুরঘাটে রেজিস্ট্রীকৃত ০৬৮০ নং খোসকবলা দলিলমূলে উপযুক্ত এবং ন্যায্য মূল্যে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। বর্তমানে আমার মক্কেল তাহার খরিদাকৃত নিম্ন তপশীল সম্পত্তি নিজ নামে রের্কড করিতে ইচ্ছুক। নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে বা কেহ উক্ত মালিক বা দখলীকার থাকিলে বা রের্কড এর বিষয় কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন সাক্ষরকারীর নিকট যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় ভবিষ্যতে উক্ত সম্পত্তিতে কোন বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি আইনতঃ গ্রাহ্য হইবে না এবং কোনরূপ আপত্তি গ্রহন যোগ্য হইবে না।

তপশীল

জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর, থানা-বালুরঘাট, মৌজা- ভূষিলা, জে.এল. নং -১১৬, খতিয়ান নং- ৮৪, দাগ নং- এল. আর. ৯৬ (ছিয়ানব্বই), পরিমান- ১০ শতক মধ্যে ০২ শতক ফাঁকা জমি, শ্রেনী - দলা।
চৌহদ্দী - উত্তরে, দক্ষিনে, পূর্বে ও পশ্চিমে শুভ্রা মন্ডল।

শ্রী যোগেশ পারেখ, আইনজীবি,
দক্ষিন দিনাজপুর জেলা আদালত, বালুরঘাট
পোঃ ও থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর
পিন কোড- ৭৩৩১০১, ফোন নং-৯০০২৫৮০৭০৯

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে কেস নং- ১২৬৭২- সিনটু সেখ পিতা- মৃত রেজেন সেখ কেস নং- ১২৬৭৩- নাজমিন সেখ, স্বামী- সিনটু সেখ, লিখিতং- মারুফা খাতুন, স্বামী- কাজী সাজ্জাদ হোসেন সাং- ১২ / এ কোলকাতা রোড মণ্ডল পাড়া টীটাগড়, উত্তর ২৪ পরগনা, গ্রহীতা - (১) জাফর আলি মোল্লা পিতা-মরহুম আলি মোল্লা (২) সাহাজান মিস্ত্রী, পিতা-মরহুম আলি মোল্লা, ঠিকানা- জয়কৃষ্ণপুর মিস্ত্রী পাড়া বনহুগ্লী, সোনারপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, জে এল নং- ৬৪, মৌজা-ডাঙ্গা, দাগ নং- ৯৮, খতিয়ান নং - ২৪৮, জমির পরিমান ৭ শতক, অত্র পাওয়ার দলিল নং-১৮৬৯ / ২০২৩, এ.ডি এস আর অফিস - আলিপুর। উক্ত পাওয়ার দলিলের বিষয়ে যদি কারোর কোন আপিত্ত থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে আগামী ৭ দিনের মধ্যে ৯০৩৮৭৫২৯৩৭ ফোন নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। অথবা বি.এল এন্ড এল আরও অফিসে যোগাযোগ করিবেন। সোনারপুর বোস পুকুর কল- ১৪৯।

TENDER
NIMTITA GRAM PANCHAYAT
NIeT No: 07/NGP/24-25
Vide Memo No- 97/NGP/ 2024 dated-12.07.2024

Last date of submission of tender- 25.07.2024 at 11.00 AM For Details See office notice board

Sd/-
Aliyara Bibi
Prodhan
Nimtita Gram Panchayet

অলিম্পিকে নিরাপত্তা সহায়তার জন্য ফ্রান্সে ৪৫টি দেশের সেনাবাহিনী

প্যারিস, ১৩ জুলাই ঃ প্যারিস অলিম্পিকের সুরক্ষার জন্য নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করছে ফ্রান্স। প্রতিদিন প্রায .৪৫ হাজার ফরাসি পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনী, ২০ হাজার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মী এবং প্রায় ১৫ হাজার সামরিক বাহিনী মোতায়েন থাকছে অলিম্পিকে। ইউক্রেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের পাশাপাশি সন্ত্রাসী হামলার হুমকি ফরাসি সরকারকে সাম্প্রতিক দিনগুলিতে সর্বোচ্চ স্তরে নিরাপত্তা সতর্কতা বাড়াতে বাধ্য করেছে। জানা যাচ্ছে, ৪৫টি দেশকে তাদের সামরিক ও অসামরিক বহিনীর সাহায্যে চাওয়া হয়েছিল। প্রতিটি দেশই সাড়া দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। মোটরচালিত এবং অশ্বারোহী ব্রিগেড, নথি জালিয়াতি বিশেষজ্ঞ, মাইন ক্লিযারেন্স বিশেষজ্ঞ, অ্যান্টিড্রোন বিশেষজ্ঞ এবং কুকুর স্নিফিং দল থেকে শুরু করে সামরিক এবং পুলিশ এবারে অলিম্পিকে কাজ করবে।

এবারও ইউরোপীয় ক্লাবের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখল ম্যানচেস্টার সিটি

বাসেল, ১৩ জুলাই ঃ উয়েফা প্রকাশিত ক্লাব র‍্যাঙ্কিংয়ের সর্বশেষ যে তথ্য প্রকাশ হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, এবারও ইউরোপীয় ক্লাবের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে ম্যানচেস্টার সিটি। ১ লক্ষ ২৩ হাজার পয়েন্ট নিয়ে এই তালিকায় সবার ওপরে পেপ গার্দিওলার সিটি।

ম্যানচেস্টার সিটির পর র‍্যাঙ্কিংয়ের দ্বিতীয় অবস্থানে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। লস ব্লাঙ্কোসদের পয়েন্ট ১ লক্ষ ১৯ হাজার। আর ১ লক্ষ ৮ হাজার পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে বায়ার্ন মিউনিখ। রিয়ালের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব বার্সেলোনা আছে তালিকার ১৮ নম্বরে। বার্সেলোনার সাম্প্রতিক সময়টা ভালো যায়নি। গত মরসুমে তারা কোনও ট্রফিই জিততে পারেনি। ইউরোপিয়ান টুর্নামেন্টেও বাজে পারফর্ম দেখিয়েছে। ফলে র‍্যাঙ্কিংয়ে দশের বাইরে চলে গেছে তারা।

নতুন রানী হওয়ার লড়াইয়ে জেসমিন ও ক্রেজসিকোভা

লন্ডন, ১৩ জুলাই ঃ শনিবার উইম্বলডনের ফাইনালে খেলেন জেসমিন পাওলিনি ও বারবোরা ক্রেজসিকোভা, যা হয়তো টুর্নামেন্ট শুরুর আগে অনেকেই ভাবেননি। সপ্তম বাছাই পাওলিনির সামনে অধরা গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের সুযোগ। এবার দ্বিতীয়বারের মতো খেলতে যান কোনো গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনাল। এর আগে ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে উঠলেও তিনি হেরে যান।

আর ক্রেজসিকোভা এর আগে একবার ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতে ছিলেন ২০২১-এ। তবে এবারই প্রথমবার খেলেন উইম্বলডনের ফাইনালে। তাই শনিবার যিনিই জিতুক নতুন রানী পাবে উইম্বলডন।

মরশুমের প্রথম ডার্বিতে

সুহেলের গোলেও শেষরক্ষা হল না সবুজ-মেরুনের, ২-১ গোলে জিতল ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল ঃ ২ (বিষ্ণু, জেসিন)
মোহনবাগান ঃ ১ (সুহেল)

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ মরশুমের প্রথম ডার্বিতে জয় ইস্টবেঙ্গলের। এবার কলকাতা লিগের বড় ম্যাচের শতবর্ষ। যুবভারতীতে সেই ম্যাচে ২-১ গোলে হারল মোহনবাগান। লাল-হলুদের গোলদাতা বিষ্ণু-জেসিন। ম্যাচের ৭৬ মিনিটে জঘন্য ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন ইস্টবেঙ্গলের জোসেফ। একেবারে শেষ মুহূর্তে একটি গোল করে মোহনবাগানের হয়ে ব্যবধান কমান সুহেল ভাট। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হল না। কলকাতা লিগের ডার্বি জিতে নিল ইস্টবেঙ্গল। কলকাতা লিগের প্রথম ম্যাচেও ভূমিপুত্ররা ছিলেন ভরপুর। এদিনও ছিল স্বদেশীর হাট। তবে শনিবারের যুব ভারতীতে সাক্ষীর অভাব প্রকট। আনোয়ার নিয়ে নাটক ছিল, আই এস এল-এর ফুট বলারদের দলে নেওয়া হল কিন্তু সমর্থকরা আটকে রইলেন সমাজ মাধ্যমেই। এক পেট খিদে নিয়ে বসে রইল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। মিনিটে বিষ্ণুর প্লেসিং অল্পের জন্য বাইরে যায়। এর মধ্যে বিষ্ণু, নসিবরা বেশ

মোহনবাগানের মানেজার্স মিটিং-এ না থাকাও মানুষের মাঠমুখো না হওয়ার একটা কারণ হতে পারে। ২মিনিটে বক্সের মধ্যে পেয়ে যান ইস্টবেঙ্গলের তন্ময় দাস বারের ওপর দিয়ে উড়িয়ে দেন। ১৮ কয়েকবার হানা দেয় মোহনবাগান বক্সে কিন্তু গা ছাড়া মনোভাবের জন্য গোল পায়নি। ৩৫ মিনিটে বক্সের মধ্যে আমন সি কে পায়ে জমাতেই পারলেন না। ৪২ মিনিটে সুয়েল ভাটকে অনর্থক ফাউল করে কার্ড দেখেন বিষ্ণু। অতিরিক্ত সময়ে আমন সিকের পাস বক্সের মধ্যে পেয়েও বারের ওপরে মারেন সেই বিষ্ণু। বিষ্ণুর গোলেই এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। বক্সের মধ্যে দুজনকে টলিয়ে বাঁ পায়ে বল জালে জড়িয়ে দেন। ৫৯ মিনিটে বদলি সায়ানের পাস থেকে ফাঁকায় পেয়েও গোল করতে ব্যার্থ হন নসিব। ৬৪ মিনিটে দ্বিতীয় গোল পায় ইস্টবেঙ্গল। আমন সি কের ক্রস থেকে জেসিন টিকে গোল করে যান। ৭৬মিনিটে অহেতুক পা চালিয়ে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন যোসেফ জাস্টিন। দশ জন হয়ে যাবার পর একতরফা খেলতে থাকে মোহনবাগান। ৯১ মিনিটে বক্সের ঠিক বাইরে ফ্রিকিক পায় মোহনবাগান। কাজের কাজ কিছু হয়নি। ৯৫ মিনিটে ব্যবধান কমায় মোহনবাগান। দুরন্ত হেডে গোল করেন সোহেল ভাট। শেষ অবধিএকশ বছরের সিএফ এল-রং লাল-হলুদ থাকল। বাইশ জন ভারতীয় চিন্তায .রাখতেই পারেন দুই দলের বিদেশিদের।

তিন বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ অজি স্ট্রাইকার

অস্ট্রেলিয়ার সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা সবুজ-মেরুনে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ আনোয়ার বিতর্ক চলছে। তার পরেও দারুণ সুখবর এল মোহনবাগান সমর্থকদের জন্য। সেই সুখবর ঘোষনা করা হবে আগামী ২৯ জুলাইয়ে। মোহনবাগান সূত্রেই জানতে পারা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, তিন বছরের জন্য সবুজ-মেরুনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন অস্ট্রেলিয়ান ফুটবলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা জেমি ম্যাকলারেন। কয়েক দিন আগেই সবুজ-মেরুনের চুক্তিপত্রে সই করে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান স্ট্রাইকার। ২৯ জুলাই 'মোহনবাগান দিবস'। সেই মঞ্চ থেকে ঘোষণা করার পরিকল্পনা ছিল জেমি ম্যাকলারেনের নাম। তার কারণ হিসাবে বলা যেতেই পারে, ভারতীয় ফুটবলে এই পর্যায়ের স্ট্রাইকার খুবই কম এসেছেন। অস্ট্রেলিয়ান ফুটবলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন এই খবর যথারীতি পৌঁছে যাবে বিশ্বফুটবলের আঙিনায়। মোহনবাগান তাই চেয়েছিল ২৯ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে সমর্থকদের সামনে ঘোষণা করতে। জেমি ম্যাকলারেনকে সই করানোর জন্য অনেক দিন ধরেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল মোহনবাগান। সবুজমেরুন কর্তাদের আর্থিক প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাওয়ার পরেও চুক্তিপত্রে সই করছিলেন না অস্ট্রেলিয়ান স্ট্রাইকার। কথা

চালাচ্ছিলেন সৌদি আরবের কয়েকটি ক্লাবের সঙ্গে। মোহনবাগানের আর্থিক প্রস্তাবের থেকে সৌদি আরবের আর্থিক প্রস্তাব ভালো না হওয়ায় সবুজমেরুন কর্তাদের বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করিয়ে অবশেষে সই করলেন তিনি। মোহনবাগানের দেওয়া দীর্ঘ চুক্তির প্রস্তাবে দু'পক্ষের আলোচনার পর আপাতত যা ঠিক হয়েছে তা হল প্রাথমিকভাবে তিন বছরের চুক্তি থাকবে, তারপর দু'পক্ষ আলোচনায় বসে আরও এক বছর চুক্তি বাড়ানো হবে। সবুজমেরুনের চুক্তিতে ম্যাকলারেনের রাজি হওয়ার পিছনে প্রাথমিক শর্ত অবশ্যই ছিল অর্থ। দ্বিতীয়ত, দিমিত্রি, কামিংসের মতো জাতীয় দলের ফুটবলাররা মোহনবাগানে থাকায় সবুজমেরুনের জার্সি পরতে অনেক স্বচ্ছন্দ বোধ করেছেন। কবে থেকে তিনি মোহনবাগানের অনুশীলনে যোগ দেবেন, তা অবশ্য পরিস্কার হয়নি। তবে ম্যাকলারেনের যোগদানে সবুজমেরুন ফরোয়ার্ড লাইন মারাত্মকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠল একথা বলাই বাহুল্য।

কপিল পেনশনের টাকা দান করতেও রাজি ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত গায়কোয়াড়কে

১৩ জুলই ঃ প্রাক্তন ক্রিকেটার অংশুমান গায়কোয়াড়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব। গুরুতর অসুস্থ প্রাক্তন ক্রিকেটার অংশুমান গায়কোয়াড়। জানা যায় তিনি শচীন তেণ্ডুলকরদের হেডস্যারও ছিলেন। অংশুমান গায়কোয়াড়ের শরীরে থাবা বসিয়েছে ক্যানসার। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নেই তাঁর কাছে। গায়কোয়াড়ের অসুস্থতার খবরে ব্যথিত অধিনায়ক কপিল দেব। পেনশনের অর্থ গায়কোয়াড়ের চিকিৎসার জন্য ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে এগিয়ে আসার অনুরোধ করেছেন কপিল। তিনি বলেছেন, অংশুর চিকিৎসার জন্য নিজের পেনশন দিতেও আমি প্রস্তুত রয়েছি। টেস্ট ও ওয়ানডে মিলিয়ে কপিল ও অংশুমান গায়কোয়াড় একসঙ্গে খেলেছেন ৩৪টি ম্যাচ। প্রাক্তন সতীর্থের অসুস্থতার খবরে উদ্বিগ্ন কপিল। তিনি বলেছেন, অত্যন্ত দুঃখের খবর। অংশুর সঙ্গে আমি একসঙ্গে খেলেছি। আমিও ব্যথিত। কেউই যেন কষ্ট না পায়। কাউকে যেন ভুগতে না হয়। আমি জানি বোর্ড অংশুর পাশে এসে

দাঁড়াবে। অংশুর জন্য যে কোনও সাহায্য সরাসরি হৃদয় থেকে আসা উচিত। নৃশংস সব বোলারের সামনে দাঁড়িয়ে লড়ে গিয়েছে অংশু। নাকেমুখে বলের আঘাত পেয়েছে। ওর পাশে দাঁড়ানোর এটাই আসল সময়। ক্রিকেটপ্রেমীরা ওর আরোগ্য কামনা করুক। এক বছরের বেশি সময় ধরে ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত অংশুমান গায়কোয়াড়। লন্ডনের কিংস কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁর। গায়কোয়াড়কে দেখতে লন্ডনে গিয়েছিলেন প্রাক্তন সতীর্থ সন্দীপ পাটিল। লন্ডন থেকে ফেরার পরে অংশুমান গায়কোয়াড়ের শারীরিক অবস্থা নিয়ে দৈনিক মিড ডেতে কলামও লেখেন সন্দীপ পাটিল। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত দেশের হয়ে ৪০টি টেস্ট ও ১৫টি ওয়ানডে খেলেন গায়কোয়াড়। ভারতীয় দলের কোচও ছিলেন তিনি। তাঁর কোচিংয়ে ভারত ২০০০ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রানার্সআপ হয়। তাঁর কোচিংয়ে শারজায় অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারতীয় দল।

কপিল বলছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের অর্থ সংগ্রহের কোনও ব্যবস্থা নেই। এখনকার প্রজন্ম অর্থ পাচ্ছে, এটা দেখতেও ভালো লাগে। সাপোর্ট স্টাফরাও আর্থিক দিক থেকে লাভবান হচ্ছেন। আমাদের সময়ে বোর্ডের কাছে টাকা ছিল না। এখন বোর্ড আর্থিক দিক থেকে অনেক শক্তিশালী। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের পাশে থাকা উচিত বোর্ডের। কপিল একনিঃশ্বাসে বলে চলেন, আমজনতা কোথায় টাকা পাঠাবে? যদি একটা ট্রাস্ট গঠন করা হয়, তাহলে সেখানে টাকা রাখা যেত। কিন্তু আমাদের সেই ব্যবস্থা নেই। আমার মনে হয় বিসিসিআই সেই দিকে নজর দেবে। আমরাও নিজেদের পেনশন দিতে প্রস্তুত।

'টিম কোচ' গম্ভীর স্যারের প্রশংসা আভেশ খানের

১৩ জুলাই ঃ তিনি গৌতম গম্ভীরের মেন্টরশিপে খেলেছেন। লখনউ সুপার জায়ান্টসে থাকার সময় মেন্টর গম্ভীরকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। রাহুল দ্রাবিড়ের পর ভারতীয় কোচের চেয়ারে দেখা যাবে গম্ভীরকে। শ্রীলঙ্কা সফরে টিমের দায়িত্ব নেবেন গম্ভীর। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে চতুর্থ টি টোয়েন্টি খেলতে নামার আগে আভেশ খান বিসিসিআই টিভিতে বলেন, আমি গম্ভীর স্যারের থেকে মাইন্ডসেটের ব্যাপারটা শিখেছি। উনি সবসময় বলতেন যে বিপক্ষের থেকে মানসিকভাবে অনেকটা এগিয়ে থাকতে হবে। আর নিজের সেরাটা দিতে হবে। টিম মিটিংয়ে খুব বেশি কথা বলতেন না গম্ভীর। কিন্তু স্পষ্টভাবেই প্রত্যেককে বুঝিয়ে দিতেন তাঁদের ভূমিকাটা কী। আবেশ বলছিলেন, টিম মিটিংয়ে উনি যে খুব বেশি কথা বলতেন সেটা একেবারেই নয়। ব্যক্তিগতভাবে ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলার সময়ও বেশি কথা বলতেন না। কিন্তু পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দিতেন কাদের ভূমিকাটা কী হতে চলেছে। সব সময়ই একজন 'টিম কোচ' ছিলেন গম্ভীর, যিনি চাইতেন সবাই যেন নিজেদের একশো শতাংশ দেয় আর টিম যেন সব ম্যাচে জেতে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে জয় পেয়েও ইংল্যান্ড তলানিতে, শীর্ষে ভারত

১৩ জুলাই ঃ শুক্রবার লর্ডসে প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয় পাওয়া সত্ত্বেও ডব্লিউটিসি পয়েন্ট টেবিলে ইংল্যান্ড সর্বশেষ স্থানে রয়ে গেছে। ১১ ম্যাচের পর, চারটি জয়, ছয়টি হার এবং একটি ড্র নিয়ে ইংল্যান্ডের ২৫ শতাংশ পয়েন্ট। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন পর্যন্ত পাঁচ ম্যাচে একটি জয়, তিনটি হার এবং একটি ড্র নিয়ে ২৬.৬৬ শতাংশ পয়েন্ট। তারা আছে ষষ্ঠ স্থানে। ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্টের পর আপডেট করা ডব্লুউটিসি পয়েন্ট টেবিল- ভারত ঃ ৯ ম্যাচ,৬ জয়, ২ হার, ১ ড্র, পয়েন্ট ৬৮.৫। অস্ট্রেলিয়াঃ ১২ ম্যাচ, ৮ জয়,৩ হার,১ ড্র, পয়েন্ট ৬২.৫০। নিউজিল্যান্ড ঃ৬ ম্যাচ, ৩ জয় ৩ হার, পয়েন্ট ৫০। শ্রীলংকাঃ ৪ ম্যাচ, ২ জয়, ২ হার, পয়েন্ট ৫০। পাকিস্তান ঃ ৫ ম্যাচ, ২ জয়, ৩ হার, পয়েন্ট ৩৬.৬৬। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঃ ৫ ম্যাচ, ১ জয়, ৩ হার, ১ ড্র, পয়েন্ট ২৬.৬৬। দক্ষিন আফ্রিকাঃ৪ ম্যাচ,১ জয়, ৩ হার,পয়েন্ট ২৫। বাংলাদেশঃ ৪ ম্যাচ, ১জয়, ৩ হার, পয়েন্ট ২৫। ইংল্যান্ডঃ ১১ ম্যাচ, ৪ জয়,৬ হার, ১ ড্র,পয়েন্ট ২৫।

চমক দিতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল

১৩ জুলাই ঃ আরও চমক দিতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল এমনটাই শোনা গিয়েছে। শনিবার কালীঘাট এমএসএর বিরুদ্ধে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নেমেছিল লাল হলুদ ব্রিগেড। সেখানে উপস্থিত ছিলেন লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের ভাই। লাল হলুদ জার্সি পরে এদিন মাঠে নেমেছিলেন। লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের ভাই এখনও ইস্টবেঙ্গলে নিশ্চিত হয়নি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে এদিনের প্রস্তুতি ম্যাচে প্রথম একাদশের লাইনআপ প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের ভাইয়ের নাম রয়েছে। এটাও লেখা রয়েছে যে তিনি রয়েছেন ট্রায়ালে। অর্থাৎ ইস্টবেঙ্গলে নিশ্চিত, এটা এখনও বলা যাবে। নিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। লালিয়ানজয়ালা ছাংতের ভাই। লালিয়ানজুয়ালাকে নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। দেশের অন্যতম সেরা ফুটবলার হিসেবে তাঁর নাম গণ্য করা হয়। মিজোরামের মাঝমাঠের ফুটবলার। ২৩ বছর বয়সী ছাংতে ছিলেন ওডিশা এফসির যুব দলে। সেখান থেকে এখন রয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের ট্রায়ালে। ওডিশা এফসির অনূর্ধ্ব ১৮ দলেও ছিলেন। সেখান থেকে উঠে এসেছিলেন রিজার্ভ দলে। অনুশীলন ও প্রস্তুতি ম্যাচে কোচের নজর কাড়তে পারলে চূড়ান্ত হতে পারেন লাল হলুদ ব্রিগেডে।

মহিলাদের ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ শুরু হবে ২১ আগস্ট, নাইট রাইডার্সের মেন্টর বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার

১৩ জুলা ঃ মহিলাদের ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ফ্র্যাঞ্চাইজি ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের মেন্টর হলেন ঝুলন গোস্বামী। নতুন দায়িত্ব পেলেন বাংলার এই প্রাক্তন মহিলা ক্রিকেটার। নতুন দায়িত্ব পেয়ে তিনি খুশি হয়ে বলেন, দুর্দান্ত একটা ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগ দিতে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি। ভারতের মাটিতে বেশ ভালো পারফরম্যান্স তুলে ধরেছে নাইট রাইডার্স। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের মহিলা দলে যোগ দেওয়াটা আমার কাছে দারুণ এক ব্যাপার। আমাকে মেন্টর করার জন্য কেকেআর ম্যানেজমেন্টকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই টুর্নামেন্টের দিকে তাকিয়ে আমি। মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলের বোলিং কোচ এবং মেন্টরের ভূমিকা পালন করছেন ঝুলন। প্রথমবার বিদেশি ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে কাজ করবেন বাংলার প্রাক্তন এই ক্রিকেটার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন অলরাউন্ডার দেবেন্দ্র ডটিন ত্রিনবাগোর দায়িত্বে। ভারতের জেমাইমা রডরিগেজ ও শিখা পাণ্ডে সদ্য যোগ দিয়েছেন দলের সঙ্গে। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার মেগ ল্যানিং এবং জেস জোনাসেনও রয়েছেন নাইট রাইডার্স দলে। মহিলাদের আইপিএলে এই চার জন ক্রিকেটারকেই খেলতে দেখা গিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে। ঝুলন বলেন, ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সে যোগ দেওয়ার কথাবার্তা আমার সঙ্গে প্রথম শুরু হয় ভেঙ্কি মাইসোরের। শাহরুখ খান ও ভেঙ্কি মাইসোর স্যর আমাকে যেভাবে স্বাগত জানিয়েছেন, তাতে আমি সম্মানিত বোধ করছি। মহিলাদের ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ শুরু হবে ২১ আগস্ট। ২৯ আগস্ট শেষ হবে। তিনটি দল অংশ নেবে এই টুর্নামেন্টে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

বদলে যেতে পারে ভারতের প্রথম একাদশ!

১৩ জুলাই ঃ জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে টিম ইন্ডিয়া। ভারতীয় দল যদি পরের ম্যাচ জিততে পারে, তাহলে সিরিজও জিতে যাবে। এদিকে শুভমান গিল তাঁর প্লেয়িং ইলেভেনে কোনও পরিবর্তন আনবেন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত তিনটি টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছে ভারত। টিম ইন্ডিয়া হয়তো দু'টো ম্যাচ জিতেছে। প্রতিবারই প্লেয়িং ইলেভেনে পরিবর্তন এনেছে দল। অর্থাৎ তিন ম্যাচের কোনোটিতেই খেলানো হয়নি একই একাদশের। এবার চতুর্থ ম্যাচে সেই সম্ভাবনা প্রবল। এখনও পর্যন্ত যে তথ্য সামনে আসছে, তাতে চতুর্থ ম্যাচেও দুএকটি পরিবর্তন হতে পারে। রিয়ান পরাগ খুব বেশি সুযোগ পাননি, তাই তাঁকে দলে সুযোগ হতে পারে। এমনটা হলে শিবম দুবেকে ড্রপ করা হতে পারে। রিয়ান পরাগও বল হাতে কিছু করে দেখাতে পারেন। এমনও হতে পারে, আবেশ খান ও খলিল আহমেদের মধ্যে একজনকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। তাঁদের জায়গায় মুকেশ কুমারকে প্রথম একাদশে সুযোগ দেওয়া হতে পারে। এদিকে তুষার দেশপান্ডে এমন একজন খেলোয়াড় যিনি সিরিজের শুরু থেকেই দলের সঙ্গে আছেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তিনি অভিষেকের পাননি।

জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ভারতের সম্ভাবনা একাদশঃ শুভমান গিল (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, অভিষেক শর্মা, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, সঞ্জু স্যামসন, শিবম দুবে, রিঙ্কু সিং, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিষ্ণোই, তুষার দেশপাণ্ডে, খলিল আহমেদ।

ভারতের বোলিং কোচ কে হবেন জাহির খান নাকি মরনে মরকেল

১৩ জুলাই ঃ ভারতের বোলিং কোচ হতে পারেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন পেসার মরনে মরকেল। সদ্য নিযুক্ত ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের পছন্দের তালিকায় আছেন এই পেসার। এমন খবর জানিয়েছে ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ। সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের পেস বোলিং কোচ ছিলেন মরকেল। বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই দায়িত্ব ছাড়েন মরকেল। ক্রিকবাজ জানিয়েছে, মরকেলকে বোলিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দিতে বিসিসিআইকে অনুরোধ করেছেন গম্ভীর। এরই মধ্যে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে মরকেলের একটা প্রাথমিক আলাপও হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইটটি। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ৮৬টি টেস্ট, ১১৭টি ওয়ানডে ও ৪৪টি টিটোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন মরকেল। গম্ভীরের সঙ্গে মরকেলের কাজের সম্পর্কটাও দারুণ বলেই শোনা যায়। দুজনে একসঙ্গে আইপিএলের দল লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসে কাজ করেছেন। সর্বশেষ আইপিএল মৌসুমে কলকাতা নাইট রাইডার্সে মেন্টর হিসেবে যোগ দেওয়ার আগে লক্ষ্ণৌ ফ্র্যাঞ্চাইজিতে মেন্টর হিসেবে দুই বছর কাজ করেছেন। তখন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির বোলিং কোচ ছিলেন

মরকেল। গম্ভীর দায়িত্ব ছাড়লেও লক্ষ্ণৌর নতুন কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের অধীনও বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করেছেন মরকেল। ভারতের বোলিং কোচ হিসেবে আরও কয়েকটি নাম শোনা গেছে। তাঁদের মধ্যে আছেন ভারতের দুই পেসার লক্ষ্মীপতি বালাজি ও বিনয় কুমার। এমনকি ভারতীয় কিংবদন্তি জহির খানের নামটাও শোনা গেছে। যদিও এখন কিছুই চূড়ান্ত হয়নি। ভারতের বোলিং কোচ হওয়ার আগে মরকেলের তাঁর পরিবারকে নিয়ে ভাবতে হবে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন এই পেসার। তাঁর স্ত্রী রজ কেলি চ্যানেল নাইনের স্পোর্টসবিষয়ক অনুষ্ঠানের উপস্থাপক। তাঁদের দুটি সন্তান আছে। ভারতের বর্তমান বোলিং কোচ পরশ মামব্রে। গত তিন বছর ভারতের বোলিং কোচ ছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, কোচিং স্টাফ হিসেবে অভিষেক নায়ার ও রায়ান টেস ডেসকাটকেও চেয়েছেন গম্ভীর।

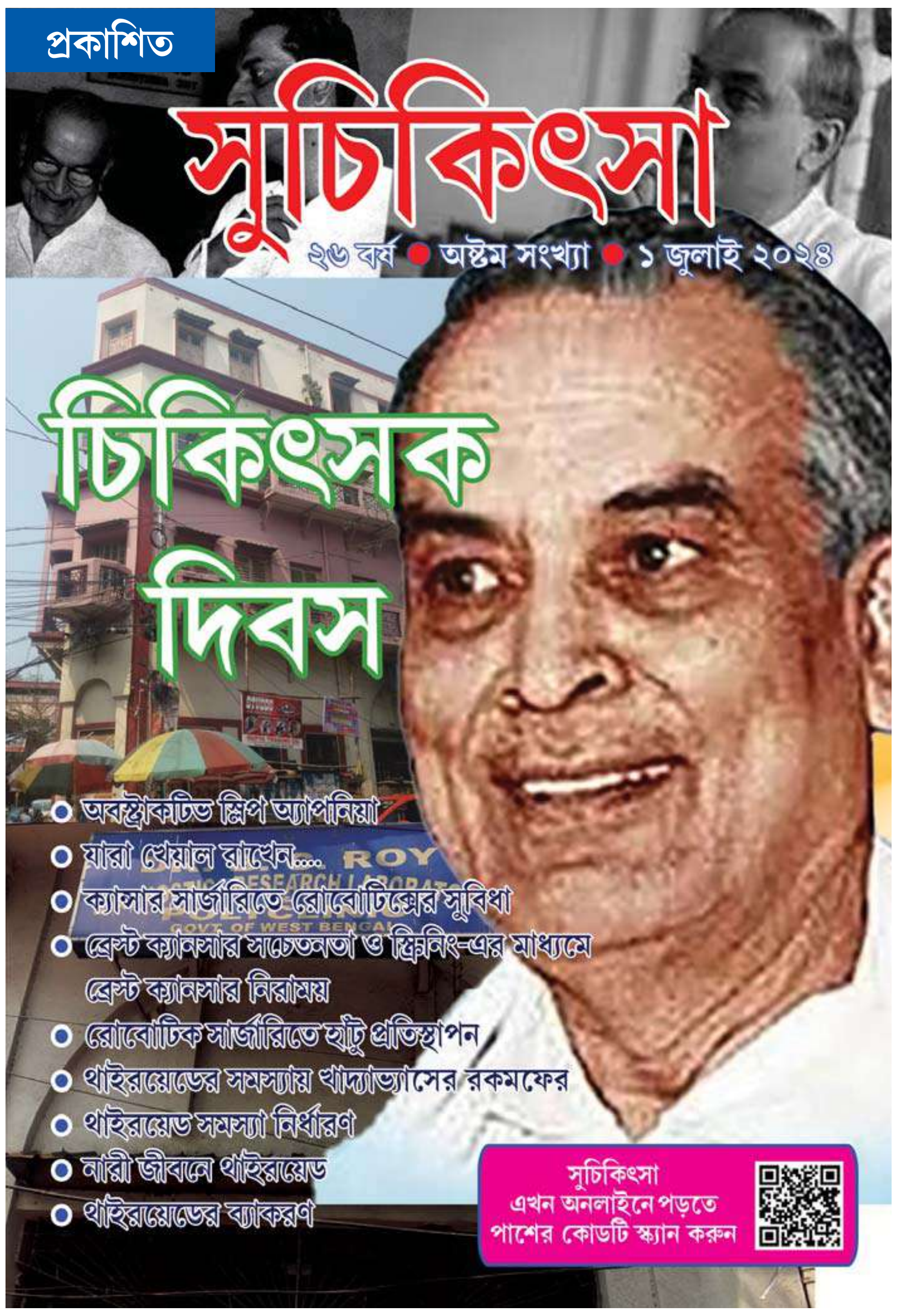

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com